আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং! গাড়িতেই থাকবে পরীক্ষার প্রযুক্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাড়ির নির্মাতাদের কাছেই নির্দেশনা যাবে, নতুন গাড়ি তৈরি করা হলে তাতে রাখতে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

২৮ বছরে

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১২ ॥ সোমবার ॥ পৌষ ০৩ ॥ ১৪৩০ ॥ জমাদিউস সাঃ ০৪ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 Issue 12 December 18 2023 ॥ USA. FREE in NY, Other States $1

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

কংগ্রেসম্যান হেকিম জাফরী ও জামাল ভৌমিক, মেয়র এরিকের উপস্থিতিতে বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান

কমিউনিটির ভালোবাসায় সিক্ত টাইম টেলিভিশন ও বাংলাপত্রিকা











বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কমিউনিটির ভালোবাসায় সিক্ত হলো নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত/প্রকাশিত দুটি সংবাদমাধ্যম টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা। টাইম টেলিভিশননের ৯ম ও বাংলা পত্রিকা'র ২৭তম বর্ষপূর্তি উদযাপনে যুক্তরাষ্ট্র

৫০ জন পেলেন 'আওয়ার হিরো' সম্মাননা

প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষেরা সমবেত হয়েছিলেন এক আনন্দ আয়োজনে। নিউইয়র্কের উডসাইডে টিবেটান কমিউনিটি সেন্টারে এই আয়োজন বিকেল ৫টায় শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চলে। কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তাদের উপস্থিতি দিয়ে জানিয়ে দেন টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার পাশে তারা রয়েছেন। একই সঙ্গে এই বর্ষপূর্তিতে মহামারী করোনার সময় বিশেষ অবদান রাখার জন্য কমিউনিটির প্রায় অর্ধশত ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে টাইম টেলিভিশন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সম্মাননা **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 111
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.amanecreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৮৯৬ প্রার্থী

ঢাকা ডেস্ক: আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ১ হাজার ৮৯৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রোববার রাতে রাজধানীর আগারগাঁওস্থ নির্বাচন কমিশন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য জানান। তিনি জানান, ২৭টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলিয়ে ৩৪৭ জন তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নিউইয়র্কে অপরাধের শিকার হলে মিলবে অর্থ, বিলে গভর্নর হোকুলের সই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের গভর্নর হোকুল একটি নতুন বিলে সই করেছেন যাতে এখানে কেই অপরাধের শিকার হলে তাদের অর্থপ্রাপ্তি সহজ হয় এবং তারা কাউন্সেলিং সেবা পেতে পারেন। গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার এই বিলটি সই করেন তিনি। বিলটি আনেন স্টেট সেনেটর জেলনর মাইরি। তিনি বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কমিউনিটিকে নিরাপদ রাখার চেয়ে বড় কোনো কাজ হতে পারে না। এই বিলটি আনার **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
• প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
• পাবলিক অকশনের বাড়ি
• ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
• শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.



OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services

(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ হলো ঘোড়া জবাই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কে মাংস খাওয়ার জন্য ঘোড়া জবাই করা যাবে না, এই মর্মে একটি বিলে সই করেছেন গভর্নর ক্যাথি হোকুল। কসাইখানায় ঘোড়া হত্যা নিষিদ্ধ করে আনা এই বিলে গভর্নর সই করলেন জাতীয় ঘোড়া দিবসে। ফলে এখন থেকে মানুষের কিংবা অন্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ঘোড়া হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হলো। কোনো ব্যক্তি বা কর্পোরেশন এই আইনের আওতায় ঘোড়া হত্যা করতে পারবে না। এছাড়াও একই দিনে গভর্নর আরও একটি বিলে সই করেছেন যাতে পঙ্গ ঘোড়া নিলামে তুলে বিক্রি করলে বাড়তি জরিমানা গুনতে হবে। গাঁধা ও টাট্টু ঘোড়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। বর্তমানে এই জরিমান মাত্র ৫ ডলার। প্রায় ২০ বছর আগে ইউএস কংগ্রেস ১৩ ডিসেম্বরকে জাতীয় ঘোড়া দিবস ঘোষণা করে, আমরা নিউইয়র্কে এই দিনকে পালন করে ঘোড়ার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা বন্ধের উদ্যোগ নিলাম, বলেন গভর্নর হোকুল।





কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক'র 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' শিরিন সুলতানা

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বাঙালী মালিকানায় স্বনামখ্যাত কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক এর ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৪ ডিসেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচিত 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' শিরিন সুলতানার হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস'র প্রেসিডেন্ট ও আইআরএস লাইসেন্সড প্রেক্টিশনার, এনরোলমেন্ট এজেন্ট মোহাম্মদ হাসেম। এসময় প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ হাসেম বলেন, তার প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মকর্তাই অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তার প্রতিষ্ঠানটিকে আজকের এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেন, তারপরও সার্বিক বিবেচনায় একজনকে ২০২৩ সালের 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত করা হয়। এবার শিরিন সুলতানা এ অ্যাওয়ার্ডটির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এজন্য তাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানাকে ক্রেস্টসহ নগদ ১০০০ ডলার প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ হাসেম জানান, এখন থেকে কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক প্রতি বছরই 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড প্রদান করবে।

এদিকে, অ্যাওয়ার্ডটি হাতে পেয়ে দারুণ খুশি কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক'র কর্মকর্তা শিরিন সুলতানা। তিনি এজন্য তার সকল সহকর্মীসহ প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হাসেমের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'এমপ্লয়ী অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হওয়ায় শিরিন সুলতানার সহকর্মীরাও তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

বাবার গল্প

এইচ বি রীতা: আব্বা বলতেন, ৭১-এর সাহসী এক নাম মুক্তিযোদ্ধা। খুব বেশি শোনা হয়নি তার মুখে, আজকের বাবাদের মতো বন্ধুত্বপরায়ন ছিলেন না তিনি। তাই খুব আন্তরিক হতে পারিনি। তবে, দাদির মুখে শুনেছি, মা বেঁচে আছেন প্রতিবেশীরাও বেঁচে আছেন, তাদের মুখে শুনেছি যুদ্ধের অনেক কথা।

বাবার নিজ এলাকায় দুঃসম্পর্কের আত্মীয়দের কেউ কেউ ছিলেন পাকিস্তানী হানাদারদের অনুগত দাস। রোজ রাতে সেই আত্মীয়রা এসে দাদিমার কাছে জানতে চাইতেন তার ছেলে কোথায়! দাদি বলতেন, 'ঘরেই আছে।' তাঁরা ঘরে ঢুকে পরখ করে দেখে নিতেন আসলেই বাবা বাড়িতে আছেন কিনা।

আমার বাবা ছোট থেকেই ছিলেন বুদ্ধিমান। পরিস্থিতি সামাল দেয়া জানতেন তিনি। তাই সারাদিন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও রোজ রাতে তিনি ফিরে আসতেন বাড়িতে। বিধবা মা, বোন, স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তানদের নিরাপদ রাখতে এবং নিজেকে সন্দেহের উর্ধে রাখতে তিনি এই কৌশলে অবলম্বন করতেন যেন এলাকার দালালরা তার গতিবিধি বুঝতে না পারে।

বাবা ছিলেন দাদির তিন সন্তানের মাঝে একমাত্র ছেলে সন্তান। দাদিমা তাঁর একমাত্র ছেলে সন্তানটিকে নিয়ে আতঙ্কে থাকতেন। আমার দাদি ছিলেন বেশ সুন্দরী এক নারী এবং আমার মা তখন কিশোরী। তারা দুজন ছিল আমার বাবার আতঙ্কের আরেক কারণ। তাই তিনি প্রতি রাতে ঘরে ফিরে আসতেন। তবে একটা সময়ের পর এলাকার সেই লোকেরা সন্দেহ করতে শুরু করেন। তারা নানান ভাবে দাদিকে ইঙ্গিত করতেন, হুশিয়ার করতেন। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে দাঁড়ায় যে, পরিবার নিয়ে বাবা তার আধি বাসস্থান নজরপুর ইউনিয়নের নবীপুর গ্রামে চলে যান। নিরাপদে সেখানে পরিবারকে রেখে একই উদ্যমে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, যোদ্ধাদের সাহায্যে। আমার বাবা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন অন্যরকম ভাবে। যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষদের খাদ্য বিতরণসহ, মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়া, অস্ত্র সুরক্ষিত রাখা, খাদ্য পরিবেশন ও শারীরিকভাবে যোদ্ধাদের সেবা প্রদানসহ



বিভিন্ন এলাকায় জনতাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি।

আজ সুযোগ হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে সেই যুদ্ধের ইতিহাস শোনার। নিজেকে ধন্য মনে করি। যারা বেঁচে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা। আরো অনেকগুলো দিন বেঁচে থাকুন। যারা নেই, তাঁদের প্রতিও একই শ্রদ্ধা পোষণ করি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ্য সকল যোদ্ধাদের প্রতি জানাই শ্রদ্ধা। আপনাদের জন্যই আজ আমি বাংলাদেশী।







জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন

নতুন প্রজন্মের কাছে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ তুলে ধরার আহ্বান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ১৪ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৩' পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ বুদ্ধিজীবীসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল বীর শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আলোচনা পর্বে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপস্থায়ী প্রতিনিধি ও চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স তৌফিক ইসলাম শাতিল। উপস্থায়ী প্রতিনিধি তার বক্তব্যের শুরুতে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শাহাদাৎ বরণকারী সকল সদস্য, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বরে নিহত সকল শহীদ বুদ্ধিজীবী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

দিবসটিকে আমাদের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'জাতির এই বীর সন্তানেরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোতে পাকহানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা যখন বুঝে গিয়েছিল যে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, তখনই তারা বাংলাদেশকে মেধাশূণ্য করতে বেছে বেছে পরিকল্পিতভাবে আমাদের বুদ্ধিজীবিদের নির্মমভাবে হত্যা করে।' তিনি আরো বলেন যে, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে একটি জ্ঞান-নির্ভর সমাজ গঠনের মাধ্যমে যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত-সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি, তবেই তাঁদের আত্মত্যাগ স্বার্থক হবে। শেষে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শকে তুলে ধরার জোরালো আহ্বান জানিয়ে উপস্থায়ী প্রতিনিধি তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে মিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মিশনের দূতালয় প্রধান ফাহমিদ ফারহান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ দূতাবাসে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালিত



ওয়াশিংটন ডিসি: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের হাতে নির্মমভাবে নিহত এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নারে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। এ সময় মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনান মিনিস্টার (কনস্যুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এবং মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) মোঃ রাশেদুজ্জামান। এরপরে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইমরান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন এবং এই দিনটি আরো বৃহৎ পরিসরে পালনের মাধ্যমে এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন, এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ছিল জাতির জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অনুরোধ জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মিনিস্টার (প্রেস) এজেডএম সাজ্জাদ হোসেন ১৪ ডিসেম্বরকে বাঙালী জাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক দিন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা এই দিনে দেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে জাতিকে মেধাশূন্য করতে চেয়েছিল।

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি এড়াতে কিছু যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং খুনিদের বিচারের মুখোমুখি করতে অবিলম্বে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান। শহীদ বুদ্ধিজীবী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শেষ হয়। কর্মসূচি পরিচালনা করেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন

তরুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে ১৪ ডিসেম্বর যথাযথ মর্যাদায় 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করে। 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দ, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীগণ এবং অন্যান্য শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা আজকের দিনটিকে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালী জাতির নিশ্চিত বিজয় আসন্ন আঁচ করতে পেরে পাক হানাদার বাহিনী দেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, শিল্পী, প্রকৌশলী, দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদসহ দেশের মেধাবী সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তিনি আরো বলেন, হানাদার বাহিনীর দোসর ও স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় পাকবাহিনী পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের মধ্যদিয়ে তাদের পরাজয়ের জঘন্যতম প্রতিশোধ নেয়। বাংলাদেশ যাতে আর কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের মূল লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি মহান স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করতে সকলের প্রতি আহবান জানান। বিশেষ করে তরুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের শপথ নেয়ার আহবান জানান কনসাল জেনারেল।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহীদ সদস্য, শহীদ বুদ্ধিজীবী এবং শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

এর পূর্বে কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট উত্তর আমেরিকা কর্তৃক আয়োজিত শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করেন এবং নিউইয়র্কের ডাইভারসিটি পাজায় অস্থায়ীভাবে স্থাপিত শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রাত ১২:০১ মিনিটে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে পুস্পস্তবক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মুক্তিযোদ্ধার পূর্ণাঙ্গ তালিকা
অনিয়ম ও দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নয়

জাতি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫৩তম বিজয় দিবস উদযাপন করছে। পরিতাপের বিষয়, এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা চূড়ান্ত হয়নি। এক সরকারের আমলে করা তালিকা অন্য সরকার সংশোধন করেছে; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধার তালিকা আজও চূড়ান্ত রূপ পায়নি। তাই জনমনে প্রশ্ন-কবে চূড়ান্ত হবে এ তালিকা?

এ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক জানিয়েছেন, যাচাই-বাছাই যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর শুনানি হবে না। আপিল শুনানিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মামলা বা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধের কারণে যেসব উপজেলায় যাচাই-বাছাই শেষ হয়নি, সে বিষয়ে পরবর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। তবে বাস্তবতা বলছে ভিন্নকথা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কখনো এ তালিকা আলোর মুখ দেখবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) দেশের ৮ বিভাগের জন্য আটজন খ্যাতিমান মুক্তিযোদ্ধাকে প্রধান করে আটটি কমিটি গঠন করে ২০১৯ সাল থেকে তালিকাভুক্তির জন্য আপিল শুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা আসন্ন সংসদ নির্বাচনের কারণে বন্ধ রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের স্বজনদের কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, সব কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জামুকার কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ দাবি করে থাকেন। দাবি না মেটাতে পারলে দীর্ঘসূত্রতার পাশাপাশি হতে হয় হয়রানির শিকার। অনেকের নামও গেজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে বর্তমানে দেশে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৭৪৩ জন মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ২০ হাজার টাকা করে সরকার সম্মানি ভাতা দিয়ে থাকে। এছাড়া ঈদ উপলক্ষ্যে ১০ হাজার করে দুটি বোনাস, বিজয় দিবসে ৫ হাজার টাকা এবং নববর্ষে ২ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি খেতাবপ্রাপ্ত, শহিদ ও যুদ্ধাহত ১০ হাজার ৯৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে সম্মানি ভাতা পেয়ে থাকেন।

স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পেরিয়ে গেলেও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি তালিকা তৈরি করতে না পারা দুঃখজনক। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা তাদের প্রাপ্য। কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার কারণে নয়, একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। এমনকি অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনদ পর্যন্ত নেননি। অথচ মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়েও অনেকে কারচুপির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নাম লিখিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই গর্হিত কাজ করেছেন। এমনকি প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থানকারী কিছু কর্মকর্তা পর্যন্ত ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ নিয়েছিলেন চাকরিতে দুই বছর বেশি থাকার জন্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন থেকেই জনদাবি রয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা থেকে অমুক্তিযোদ্ধাদের বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ বিধিবহির্ভূতভাবে যারা গেজেটভুক্ত হয়েছেন, তাদের চিহ্নিত করে অমুক্তিযোদ্ধা আখ্যা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন আছে অবশ্যই। তবে খেয়াল রাখতে হবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা যেন এ প্রক্রিয়ায় বাদ না পড়েন। তেমনটি ঘটলে সেটি হবে অত্যন্ত দুঃখজনক। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে যারা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাদের অবশ্যই ছেঁটে ফেলা দরকার। তালিকা চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়ায় আর দীর্ঘসূত্রতা কাম্য নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের চূড়ান্ত তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করা হবে, এটাই প্রত্যাশা।

পরাশক্তির সাথে চ্যালেঞ্জ আত্মঘাতী

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রূপরেখা প্রণয়নে গৃহীত আটলান্টিক সনদের তৃতীয় ধারার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বিশ্বব্যাপী জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেয়। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয়ই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডের বাইরে থাকায় যুদ্ধের ফলে উল্টো যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ফুলেফেঁপে ওঠে। সে সময় মোট বৈশ্বিক উৎপাদনের ৫০ শতাংশ আসত যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ফলে পৃথিবীর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে যুক্তরাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ছিল বিশ্বের প্রধান শিল্প উৎপাদনকারী দেশ। তাই যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী মুক্ত বাণিজ্যের বিস্তারে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় দেশটি। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে যুদ্ধের শেষভাগে গঠন করা হয় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ায় ওই দু'টি সংস্থাসহ পরে গড়ে ওঠা সব আন্তর্জাতিক সংস্থাই কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সর্বোপরি, মার্কিন ডলার বলতে গেলে বিশ্বের একক আন্তর্জাতিক মুদ্রা; যার কোনো বিকল্প এখনো নেই। এভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব, আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক সমরশক্তির ফলে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের পরাশক্তি।

অন্যদিকে, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুক্তরাষ্ট্র একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে, ১৯৯৯ সালে পুতিনের ক্ষমতা গ্রহণের পর গত আড়াই দশকে তার নেতৃত্বে রাশিয়ার ধারাবাহিক উত্থান হয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরাশক্তি হিসেবে যেন পূর্ণতা পায়। তবে সুপারপাওয়ারের দৌড়ে আমেরিকার সাথে এখনো রাশিয়ার বিস্তর দূরত্ব। চীনের বিশাল কর্মকান্ড ও পরিকল্পনা দেখে সহজেই অনুমেয়, মঞ্চে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে নতুন শক্তি। গোটা পৃথিবীজুড়ে চীন গত এক দশকে তৈরি করেছে তাদের বাণিজ্যের বিশাল নেটওয়ার্ক, যেখানে তারা গুরুত্ব দিয়েছে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো খাতে। উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ। যদিও, সমীকরণ এত সহজ নয়। ভারত বৈশ্বিক পরাশক্তি না হলেও বাংলাদেশের জন্য পরাশক্তি। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক একমুখী; শুধুই দেয়া, পাওয়া নয়। বাণিজ্যেও কেবল আমদানি রয়েছে, রফতানি তেমন নেই। সব সুবিধাই ক্ষুদ্র এই প্রতিবেশীর কাছ থেকে নিচ্ছে ভারত; দিচ্ছে সামান্যই।

এক কথায় বর্তমান বিশ্বে শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই। বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রবাসী আয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ এখন প্রায় এক হাজার ৩০০ কোটি ডলার। ২০২১ সালে বাংলাদেশ ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম বাণিজ্যিক অংশীদার।

বাংলাদেশের সহযোগী ও বন্ধুপ্রতিম অন্যান্য দেশ, যেমন- ভারত, চীন ও রাশিয়ার সাথে যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রফতানির সবচেয়ে বড় একক বাজার যুক্তরাষ্ট্র। ২০২১-২২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ব্র্যান্ডগুলো তাদের পোশাক আমদানির মোট ব্যয়ের ১০ শতাংশ করেছে বাংলাদেশের পোশাক আমদানিতে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের উত্থানে যুক্তরাষ্ট্রের কোটার বড় অবদান ছিল।

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের পর রফতানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গড়ে ১৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে রফতানি করেও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বজায় রেখেছে বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এলডিসির তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রধান প্রধান বাজারে রফতানি নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার নিয়ে এই দুশ্চিন্তা নেই; বরং এলডিসি থেকে উত্তরণের পর যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব আরো বাড়বে।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে চার হাজার ৫৬৮ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ১৮৩ কোটি ডলারের পণ্য ভারতে এবং ৫৩ কোটি ডলারের পণ্য চীনে রফতানি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের (বিবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের পণ্য আমদানির সর্বোচ্চ ৪৩ শতাংশ ভারত ও চীন থেকে আসে। সেই তুলনায় দেশ দু'টিতে রফতানি মাত্র ৫ শতাংশ। ফলে ভারত ও চীনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আমদানির তালিকায় ছয় নম্বরে। যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি অনেকটা তৈরী পোশাকনির্ভর হলেও সে দেশ থেকে আমদানি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ; যেমন- জ্বালানি, লোহা ও ইস্পাত, তেলবীজ ও ফল, তুলা ও যন্ত্রপাতি। এর বাইরে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ও সেবাপণ্য।

২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত, বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) স্থিতি দুই হাজার ২৪ কোটি ডলার। এর মধ্যে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৫০ কোটি ডলার। বাংলাদেশে এফডিআই শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে চীন ও ভারত থাকলেও উভয় দেশের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ২০৩ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ৫০ বছরে দেশটি বাংলাদেশকে প্রায় ৮০০ কোটি ডলারের উন্নয়নসহায়তা দিয়েছে যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কোভিড মহামারীর সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে অনুদান হিসেবে যত টিকা পেয়েছে, তার দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

রেমিট্যান্স পাঠানোর ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান দ্বিতীয়। প্রবাসী আয় আসা শীর্ষ ৩০ দেশের মধ্যে চীন ও ভারতের নাম নেই। বিবির তথ্য মতে, বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্সের ১০ দশমিক ৪১ শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। যুক্তরাষ্ট্র আদমশুমারি ব্যুরোর ২০১৮ সালের জরিপের তথ্যানুসারে, সে সময় দুই লাখ ১৩ হাজার ৩৭২ বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে বাস করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ছে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যায় ১৩ হাজার ৫৬৩; যা আগের শিক্ষাবর্ষের তুলনায় ২৮ শতাংশ বেশি। অন্য দিকে, চীন, ভারত এবং রাশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে কোনো অভিবাসন হওয়ার তথ্য নেই। পড়াশোনা এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য যারা যায় তাদের সংখ্যা খুবই কম।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরো গভীর করা সম্ভব। প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানি, বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে গ্যাস তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদনের মতো খাতে আমেরিকান বিনিয়োগ ও বাণিজ্য আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের প্রয়োজন লজিস্টিকস, অটোমেশন, কাস্টমস এবং অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা।

রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের ব্যাংকিং লেনদেন চালু করতে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে আলোচনা চললেও দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে দেশটির সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য করতে হচ্ছে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে। তথ্য মতে, ২০২১-২২ সালে রাশিয়ায় রফতানির পরিমাণ ছিল ৬৩.৮৩ কোটি ডলার, আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৭.৪২ কোটি ডলার এবং বাণিজ্য ব্যবধান ছিল মাত্র ১৬.৪১ কোটি ডলার।

বিবির বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। আমদানি ও রফতানি কমেছে। রেমিট্যান্স সংগ্রহও কমে চতুর্থ অবস্থানে নেমেছে। কমে গেছে বৈদেশিক অনুদান আসার প্রবণতাও। ভূরাজনৈতিক সমীকরণে চীন-ভারত ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে থাকলেও তারা আমাদের পণ্যের ক্রেতা নয়; বরং আমরাই তাদের পণ্যের বাজার। অর্থাৎ বাংলাদেশে তাদের স্বার্থের প্রতি চীন-ভারতের তীক্ষ্ণ নজর।

বর্তমানে রাশিয়ার অর্থায়নে দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার দু'টি আলাদা বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে রাশিয়ার অর্থায়নের পরিমাণ এক হাজার ২৬৫ কোটি ডলার, যার ৯০ শতাংশই ঋণ। ঋণের সুদের হারও উচ্চ, ৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের সাম্প্রতিক টানাপড়েন

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বন্দ্বের একটি বড় জায়গা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রসঙ্গ। এই সম্পর্ক যদি রাজনৈতিক থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গড়ায়, তাহলে বাংলাদেশকে অনেক বড় মাশুল দিতে হতে পারে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে চাপ দিচ্ছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের জন্য র‍্যাবের ওপর স্যাংশন দিয়েছে। ভিসানীতি আরোপ করেছে। শ্রমিক অধিকার হরণ করলে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার হুমকিও আছে। জাতিসঙ্ঘও বাংলাদেশকে সতর্ক করছে।

বিশ্লেষকদের মতে, অনেক সময় রাজনীতির সাথে অর্থনীতি জড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ যাতে কোনোভাবেই নির্বাচিত স্বৈরাচারী সরকার হিসেবে চিহ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় শুধু অর্থনৈতিক বিষয়ই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা এবং জটিলতা তৈরি হতে পারে। ইউরোপ-আমেরিকায় বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিবির বিভিন্ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বহুমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য এরই মধ্যে কমতে শুরু করেছে। আমদানি ও রফতানি কমেছে। রেমিট্যান্স সংগ্রহও কমে চতুর্থ অবস্থানে নেমেছে। কমে গেছে বৈদেশিক অনুদান আসার প্রবণতাও। ভূরাজনৈতিক সমীকরণে চীন-ভারত ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে থাকলেও তারা আমাদের পণ্যের ক্রেতা নয়; বরং আমরাই তাদের পণ্যের বাজার। অর্থাৎ বাংলাদেশে তাদের স্বার্থের প্রতি চীন-ভারতের তীক্ষ্ণ নজর।

সর্বোপরি বলতে হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কাম্য না হলেও গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের যে ইস্যুতে তারা চাপ দিচ্ছে সেটি মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী ছাড়া আপামর জনসাধারণের মনের দাবি। তাদের দাবি দেশের তো বটেই এমনকি গণতন্ত্রমনা আন্তর্জাতিক বিশ্বের সবার কাছেও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করার কোনো যুক্তি নেই। সরকার একতরফা যেনতেন নির্বাচনের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় এলে তা কারো জন্যই স্বস্তিকর হবে না।

ক্ষমতাসীনরা উন্নয়নের নামে ১০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ করেছে। এর মধ্যে ৭০ বিলিয়ন ডলারই নেয়া হয়েছে গত ১০ বছরে। এই ঋণ পরিশোধ করতে যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার, একতরফা নির্বাচন স্পষ্টতই তার বিপরীত অবস্থা তৈরি করবে। জবরদস্তির নির্বাচন করার কারণে বিশ্বের গণতন্ত্রমনা দেশগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে গেলে আমাদের পক্ষে টিকে থাকা কেবল কঠিন নয়; বরং অসম্ভব হবে। ইতোমধ্যে দেশের সর্বোচ্চ মহল থেকে নির্বাচনের পরে দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে, ভারত, চীন বা রাশিয়া কখনো আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়ে সরাসরি বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করবে না। বলতে গেলে, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বিবদমান পরাশক্তিগুলোর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসব পরাশক্তির জাঁতাকলে পড়ে বাংলাদেশ পিষ্ট হতে পারে, আবার লাভেরও সুযোগ আছে। সে বিষয়ে সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ভুল সিদ্ধান্ত নিলে বড় মাশুল দিতে হতে পারে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ফজর	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৬
সূর্যোদয়	৭.১৪	৭.১৫	৭.১৬	৭.১৬	৭.১৭	৭.১৭	৭.১৮
জোহর	১১.৫৩	১১.৫৩	১১.৫৪	১১.৫৪	১১.৫৫	১১.৫৫	১১.৫৫
আসর	২.৪৯	২.৫০	২.৫০	২.৫১	২.৫১	২.৫২	২.৫২
মাগরিব	৪.৩০	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩১	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩৩
এশা	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৫

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সমষ্টিগত স্বপ্নটি এখন আর নেই

॥ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥

একাত্তর সালের কথাটি বারবার নানাভাবে আসে। তা ছিল কঠিন দুঃসময়। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ বিপদে ছিলাম। প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত, এমনকি মুহূর্তও ছিল আতঙ্কের। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েই ভাবতাম, বড়জোর আপনজনদের বিষয়ে এর মধ্যেও আমরা ব্যস্ত ছিলাম। খবরের আদান-প্রদান করি, কোথায় কী ঘটছে জানতে চাই, রেডিও শুনি, মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে চিন্তা করি আর যারা যুদ্ধে ছিলেন তাদের তো মরণপণ অবস্থা। আমাদের সবার জন্য কাজ ছিল। বিপদ আমাদের তাড়া করছিল; কিন্তু স্বপ্নও ছিল। সামনে একটি স্বপ্ন ছিল। সমষ্টিগত এবং মস্ত বড় স্বপ্ন। আমরা আশা করতাম হানাদারদের তাড়িয়ে দেব, আমরা মুক্ত হবো আর সেই লক্ষ্যে আমরা কাজও করতাম। যে যেভাবে পারি কাজ করতে চাইতাম।

ওই যে চিন্তাভাবনা করা, স্বপ্ন দেখা, দুঃস্বপ্নে শিউরে ওঠা–এসব এখনও চলছে; কিন্তু সমষ্টিগত স্বপ্নটি এখন আর নেই। সবার মুক্তির কথা এখন আমরা আর ভাবি না; ব্যস্ত থাকি নিজেরটি নিয়ে। আবার কী হলো, আমি কী পেলাম–হিসাব এখন সেটিরই। একাত্তরেও নিজের কথা যে ভাবতাম না তা তো নয়। অবশ্যই ভাবতাম; কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের কালে এটি জানা ছিল আমাদের, আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি সবার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। দেশকে যদি হানাদারমুক্ত না করা যায় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ-ই বাঁচব না। তাই বাঁচার লড়াইটি সর্বজনীন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই যে এক জায়গায় ছিলাম তা তো নয়। দেশের ভেতরে ছিলাম। ছিলাম আমরা দেশের বাইরে; কিন্তু যেখানেই থাকি, চিন্তা ছিল ওই একটিই, কবে মুক্ত হবে এবং কীভাবে তাড়ানো যাবে হানাদার নরঘাতকদের।

তারপর কী ঘটল? বিজয়ের পর আমাদের অভিজ্ঞতাটি কী? তা একেবারেই ভিন্ন রকমের। দেখা গেল, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমাদের স্বপ্নগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। আমাদের হাতে সময় নেই সমষ্টিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার; অথচ সমষ্টিগত কাজ কত পড়ে রয়েছে! আমাদের দরকার দারিদ্র্য দূর করা। চাই শিল্পে বিনিয়োগ। প্রয়োজন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া। শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এগুলো সবাই মিলে করার কাজ। কারও একার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়; কিন্তু সবাই যে মিলিতভাবে এসব কাজ করব তা তো হচ্ছে না। যা করার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে করছি। সবাই মিলে করব–এমনটা কেন হচ্ছে না, তা ভেবে দেখার মতো। ভাবতে গেলে মনে হয় কূলকিনারা নেই। আমরা দোষ দিই রাজনৈতিক নেতৃত্বের। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে আমাদের মুক্তি এনে দিতে পারেনি তা অবশ্যই সত্য; কিন্তু দেশটি যে স্বাধীন হয়েছে তা তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই। মুক্তির যে আন্দোলন তাকে তারাই গড়ে তুলেছেন। আমলা, ব্যবসায়ী বা পেশাজীবীরা নন; স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন–যা করার রাজনীতির লোকজনই করেছেন। তারা যে আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবেন তা করতে পারেননি। একটি সীমা পর্যন্ত এগিয়েছেন, তারপর তাদের যাত্রা শেষ।

হ্যাঁ, রাষ্ট্র দল হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে যে রাষ্ট্রের অধীনে আমরা বসবাস করতাম তা ছিল অনেক বড়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আয়তন আমরা ছোট করলাম। বাংলাদেশ এক সময়ের পদকায়নের তুলনায় আরও ক্ষুদ্রকায় একটি রাষ্ট্র বটে। এ রাষ্ট্র নতুন; কিন্তু কতটা নতুন? বড় সমস্যাটা ওইখানেই। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি, ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবিদের যে রাষ্ট্র ছিল সেই রাষ্ট্রের কাঠামো এবং চরিত্র যেমন ছিল আমলাতান্ত্রিক, স্বাধীন বাংলাদেশও সেই রকমেরই আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে। বদলায়নি। সেই একই আইন-আদালত, নিয়মকানুন, প্রশাসন, বিভিন্ন রকমের বাহিনী এখনও রয়ে গেছে।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা থাকে সরকারি আমলাদের হাতে। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলারাই ছিল সর্বেসর্বা। পাকিস্তান আমলেও আমলারাই রাষ্ট্র শাসন করেছে এবং তাদের সামরিক আমলারাই পূর্ববঙ্গে গণহত্যা ঘটিয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা বারবার সামরিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি পেয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশ শাসন করেছেন বলে মনে হয়েছে তখনও ক্ষমতার চাবিকাঠি আমলাদের হাতেই ছিল। আমলাতান্ত্রিক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হয় না, হওয়ার উপায় নেই। গণতন্ত্রের জন্য চাই জবাবদিহিতা। আমলাতন্ত্রের জন্য কোনো জবাবদিহিতার বালাই থাকে না। গণতন্ত্রে ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব ক্ষমতা চলে যায় কেন্দ্রে। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের শাসন থাকে, আমলাতন্ত্রে শাসন করে সরকারি কর্মচারীরা। আমলাতন্ত্র দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না, ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা।



রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতাটা এখানে, তারা পুরোনো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটিকে ভেঙে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তারা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষমতা পেয়েছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। যদিও তারা অচিরেই টের পেয়েছেন, ক্ষমতার আসল নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে আমলাদের হাতে। তারা ভেবেছেন, এক সূত্র হতে পেরেছেন। জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে মালিকানা যে জনগণের হবে–এ কাজে বিন্দুমাত্র উৎসাহ তাদের ছিল না, এখনও নেই।

যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা আমরা বলছি তা অন্য কিছু নয়, একটি শাসকশ্রেণি বটে। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী শাসকশ্রেণি গড়ে উঠেছে; যারা দেশের মানুষের উন্নতি চায় না, উন্নতি চায় নিজেদের। এ শাসকশ্রেণিই ভিন্ন নামে দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং আমলাদের সাহায্যে দেশকে শাসন করে। তাদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ আছে, সব কলহ মাঝেমধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত আকার ধারণ করে। ঝগড়া-কলহটা আদর্শ নিয়ে নয়। আদর্শের ব্যাপারে তারা এক ও অভিন্ন। তারা লুণ্ঠন করতে চায় এবং লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ বাধে, তা-ই আমরা তাদের মধ্যে ঘটছে, দেখতে পাই। রাজনীতির মূল ধারাটিই হচ্ছে ভাগাভাগির লড়াই। আদর্শের কথা বলছিলাম। ওই আদর্শের একটি নাম আছে। বিশ্বজুড়ে যা পরিচিত তা হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা উৎপাদনে আগ্রহী নয়, আগ্রহী লুণ্ঠনে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের যেসব দোষ তা সবই আমাদের প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। যেমন–ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখা এবং ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া। একাত্তরে এটি ছিল না। একাত্তরে সবার স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছিল এবং ভোগবিলাসের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। মানুষের চিন্তা ছিল কীভাবে দেশকে মুক্ত করা যায়, তা নিয়ে উৎসাহ ছিল আত্মত্যাগে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। সেই চেতনাটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক, যার মূল কথাটি হচ্ছে মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে ওই সাম্যটা গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রটি তো কোনো একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্মৃত ছিল দেশব্যাপী। দেশব্যাপী কেন বলছি, লড়াইটি তো বিদেশেও চলেছে, যাতে জড়িত ছিলেন প্রবাসীরাও।

যুদ্ধের পর পুঁজিবাদী আদর্শ ফিরে এসেছে। ওই আদর্শেই ব্রিটিশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, পাকিস্তানিরাও ওই আদর্শেই দীক্ষিত ছিল, এখন বাংলাদেশের শাসনকর্তারাও পুঁজিবাদী আদর্শের আশ্রয়েই রয়েছেন। ফলে রাষ্ট্রের আদর্শ তো বটেই, সমাজের আদর্শও সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, বদলায়নি।

আমাদের জন্য প্রথম যা দরকার তা হলো কাজ। মানুষ কাজ চায়। এ দেশের মানুষ মোটেই অলস নয়, তারা কর্মী। দুর্যোগপীড়িত এলাকায় ত্রাণকর্মীরা যখন যান তখন তারা শোনেন, সেখানকার মানুষ বলছেন, ত্রাণ দিচ্ছেন ভালো; কিন্তু আমাদের দরকার কাজ। মঙ্গাপীড়িত মানুষজনেরও ওই একই কথা–কাজ চাই। দেশজুড়ে আজ কাজের জন্য হাহাকার। কাজের সন্ধানে মানুষ উন্মাদের মতো দেশ-বিদেশে ছোটাছুটি করছে, বিদেশে গিয়ে সেখানে স্থানীয় মানুষ যে কাজ করতে চায় না তেমন কাজ লুফে নিচ্ছে। অথচ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমাদের শাসকশ্রেণির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সরকার আছে সরকার যায়, দুর্নীতি বাড়ে; কিন্তু কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় না।

কাজ বাড়াতে হলে বিনিয়োগ চাই। বিনিয়োগের জন্য পুঁজি দরকার। পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন ধনীরা; কিন্তু বাংলাদেশের ধনীরা বিনিয়োগে আগ্রহী নন। তারা যে কলকারখানা গড়ে তুলবেন; কৃষি, মৎস্য চাষ, বনায়নে টাকা খাটাবেন–এমন উৎসাহ দেখা যায় না। তারা ঝুঁকি নিতে চান না, চান লুণ্ঠন করতে। এদিকে আমলাতান্ত্রিক এই রাষ্ট্র যে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে তাও করছে না। কেননা আমলারা ঘুষ বোঝেন, কর্মসৃষ্টি বোঝেন না।

পুঁজিবাদ আরেকটা মারাত্মক ঘটনা ঘটায়। তা হলো বৈষম্য বৃদ্ধি। ধনীকে সে আরও ধনী করে, গরিবকে করে আরও গরিব। বাংলাদেশের গত বায়ান্ন বছরের ইতিহাস এই বৈষম্য বৃদ্ধির ইতিহাস। একাত্তরের চেতনা যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, বৈষম্য বৃদ্ধি তাকে পদে পদে দলিত-মথিত করেছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য তো রয়েছেই, বৈষম্য বেড়েছে নারী-পুরুষের অবস্থানের ক্ষেত্রেও। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা যখন ভালো করছে, শিল্পক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি আগের সব মাত্রা লঙ্ঘন করেছে; কিন্তু তাদের নিরাপত্তা বাড়েনি। মর্যাদাও যে বেড়েছে তা বলা যাবে না।

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেম এখন অনেক কমে গেছে। কারণ পুঁজিবাদী আদর্শের অপ্রতিহত দৌরাত্ম্য। প্রত্যেকেই যদি কেবল নিজের কথাই ভাবেন তাহলে দেশের কথা ভাববেন কে? কিন্তু ভাবতে তো হবে! দেশ না থাকলে তা আমরা নেই। কেবল যে পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়ানোর জায়গাটিও থাকবে না। আমরা শ্যাওলার মতো ভাসতে থাকব।

ভাবলেই চলবে না, কাজও চাই। সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক করা। কারা করবেন চিন্তাভাবনা এবং যোগ দেবেন এ কাজে? দেবেন তারাই যারা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। তাদের সংখ্যা কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি তো এক দিনে গড়ে ওঠেনি, তা আছে এবং থাকবেও।

এ ব্যাপারে আমাদের সময় দেওয়া দরকার। নইলে বিপদ বাড়বে, এখন যেমন বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। আমরা সময় দেব কি? এই দেওয়া না-দেওয়ার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেক কাজই জরুরি। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দেশকে গণতান্ত্রিক করা, তা ভুললে চলবে না।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক



বিজয়ের মুহূর্তে এক শরণার্থীর ভাবনা

॥ চিন্ময় মুৎসুদ্দী ॥

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দুপুরের আগে থেকেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রতি ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মানেক শ'র একটি ঘোষণা 'হাতিয়ার ঢাআল দো' আকাশবাণীর প্রধান কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচারিত হচ্ছে। এ ঘোষণায় বেশ অনুপ্রাণিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, দেশ স্বাধীন হলে দ্রুত ঢাকায় ফিরে যেতে পারব। মা, ছোটবোন শিমু ও আমি ঘোষণাটি বারবার শুনছিলাম বেতারে। ওরাও বেশ উৎফুল্ল দেশে ফিরে যাওয়া যাবে ভেবে। আমরা তখন কাকা নিগমানন্দ মুৎসুদ্দীর বাসায়। বাবা শিলংয়ে। শরণার্থী শিবিরে সেবাপ্রদানকারী একটি আন্তর্জাতিক এনজিওতে কাজ করছেন। উপরে দোতলায় পরিবারসহ থাকেন এক জ্যাঠা। কাকা সপরিবারে দক্ষিণ ভারতের ভিশাখাপতনাম গেছেন বেড়াতে। ওখানে কাকিমার এক ভাই থাকেন অনেকদিন ধরে।

বেতারে মানেক শ'র ঘোষণা শুনে আশপাশের কয়েকজন বললেন, 'এবার আপনাদের অনিশ্চয়তা কাটবে।' কাকার বাসাসংলগ্ন পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ির আঙিনায় কিছু মানুষ আড্ডা দিচ্ছিলেন এবং এই ঘোষণা নিয়েই কথা বলছিলেন। প্রায় আট মাস আগে কলকাতায় শরণার্থী জীবনের দ্বিতীয় দিনে কাকার বাসা খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে এখানেই বসে পড়েছিলাম আমি আর আমার মামাতো ভাই নয়ন।

আমাকে দেখে একজন বলে উঠলেন, 'এইবার আপনাদের নতুন যাত্রা শুরু হবে। কবে ফিরবেন?' বললাম, 'ইচ্ছে হচ্ছে তো এখনই উড়ে যাই। কিন্তু পাকিস্তানিরা তো এখনো আত্মসমর্পণ করেনি। সব অনুকূলে থাকলে দ্রুতই ফিরব।' অনেকটা রক-আড্ডার মতো এ সমাবেশে বসে পড়লাম। 'ঘটি'-বাঙাল' সবাই বংলাদেশের কথা ভাবছে। বাংলাদেশের বিজয়ের ঘটনায় তারাও খুশি। কেউ কেউ বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন। অনেকের চিন্তা 'শেখ সাহেব'কে নিয়ে। তিনি জীবিত আছেন তো! একজন বললেন, 'ওই বেটাদের সাহস হবে না তার গায়ে হাত দিতে। ভারত আছে না?' এসব কথা শুনতে ভালোই লাগছে। কিন্তু আমার চিন্তা দ্রুত ঘুরছে। তাই মনোযোগী হতে পারছিলাম না। একবার মনে হলো আত্মসমর্পণ করলেই কি ঢাকা স্বাভাবিক হয়ে যাবে-কতদিন লাগবে ঢাকায় নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে। হঠাৎ নজরে এলো বেনিয়াপুকুর ট্রাম ডিপো ও ক্রিমেটরিয়ামের মাঝখানের রাস্তায় একদল শিশু বাংলাদেশ-বাংলাদেশ বলে আওয়াজ তুলছে। ওদের এটা কে শিখিয়ে দিল? একটু পরে দেখি প্রতিবেশী নারায়ণ ভৌমিক ওই রাস্তার ফুটপাথ ধরে হেঁটে আসছেন। কাছে এসেই বললেন, 'কেমন লাগল শিশুদের মিছিল?' জানলাম, শিশুদের হাতে লজেন্স দিয়ে তিনি এ কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন। নারায়ণদা 'ঘটি'। কিন্তু শুরু থেকেই দেখেছি বাংলাদেশের জন্য তার একটা আলাদা দরদ আছে। আলাপের প্রথমদিকে একবার বলেছিলাম, এই দরদের নেপথ্যে কোনো ব্যক্তিগত ঘটনা আছে কিনা? তিনি বলেছিলেন, 'বলব, বলব। বাংলাদেশ স্বাধীন হতে তো সময় লাগবে, এর মধ্যেই একদিন বলব আপনাকে।' কিন্তু সে কথা শেষ পর্যন্ত শোনা হয়নি। ১৯৭৩ সালে একবার কাকার বাসায় যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সময় হয়নি দীর্ঘ আলাপের। এরপর আরও অনেকবার কলকাতা গেছি। কিন্তু প্রতিবারই ব্যস্ততার জন্য কাকার বাসায়ও যাওয়া হতো না। পরে তো কাকা বাসা বদলালেন, কন্যা-পুত্র বড় হলো, নিজে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। আর কখনো হয়তো যাওয়া হবে না সেখানে, নারায়ণদার কাহিনিও শোনা হবে না।

১৬ ডিসেম্বরের আগে কয়েকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল, ঢাকায় পাকিস্তানিরা পরাজিত হবে। সাপ্তাহিক জয় বাংলার কথাই অনেকটা



ঠিক-'ডিসেম্বরের আগেই (মধ্যেই বললে শতভাগ ঠিক হতো) ঢাকায় বাংলাদেশের পতাকা উড়বে।' ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিন পর ৬ ডিসেম্বর ভুটান বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই যশোরের পতন হয়েছে। পাকিস্তানিরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ঢাকার দিকে চলে গেছে। আনন্দবাজারে শিরোনাম হয়েছে-'যশোর আমাদের'। এসব নিয়ে কলকাতার কিছু পাড়া-মহল্লায় বাড়ির আঙিনায় বেশ আলোচনা। বিশেষ করে যেখানে ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া 'বাঙাল'দের সংখ্যা বেশি।

আমি নিজেও কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে আছি। মে থেকে শরণার্থীজীবন কলকাতায়। বাড়ি ছেড়েছিলাম ২৭ এপ্রিল। সীমান্ত অতিক্রম করি ৩০ এপ্রিল। বাড়ি থেকে বের হয়ে কষ্ট লাগছিল মা-বাবা-মাসি-মেসো-দুইবোন শিমু ও অঞ্জুদি, মাদলদা প্রমুখের জন্য। রাউজান পৌঁছে থামতে হয়েছিল। পরে ভয়ও হচ্ছিল, আবার এক ধরনের রোমান্টিকতাও অনুভব করছিলাম, বিশেষ করে কলকাতা যাচ্ছি কথাটা ভেবে।

শরণার্থীজীবনে কাকা নিগমানন্দ মুৎসুদ্দীর বাসা স্থায়ী ঠিকানা হলেও কলকাতার অন্যত্র এবং আশপাশে কেটেছে অনেকটা সময়। দুই-একটা পত্রিকায় লিখেছি। বিভিন্ন সমাবেশে গেছি, সেমিনারে গেছি, অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছি। দক্ষিণ কলকাতার লেইক গার্ডেন্স এলাকায় জহির রায়হানের বাসায় থেকেছি, তার 'স্টপ জেনোসাইড' ও অন্যান্য ছবির টুকটাক কাজ করেছি। একই ভবনের দ্বিতীয় তলায় সপরিবারে থাকতেন আলমগীর কবির। জহির ভাইয়ের ফ্ল্যাটে ও সিঁড়িতে দেখা হয়েছে কয়েকবার। তাকে সব সময় ব্যস্ততার অবয়বে দেখা গেছে। কথাবার্তা খুব একটা হতো না। যশোর পতনের খবর পেয়ে জহির ভাই ঢাকা যাওয়ার পরিকল্পনা করে যশোরের উদ্দেশে কলকাতা ছেড়ে গেছেন। সাংবাদিক আবদুল খালেক, হামিদুর রহমান, অভিনয় কুমার দাশের সঙ্গে দেখা করা জরুরি। ওরা বিভিন্ন এলাকায় থাকেন। 'স্বাধীনতা' নামে পত্রিকা প্রকাশ করাটা তো শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আজমল হুদা মিঠু এক হাজার টাকা দিয়েছিলেন, কিছু প্রাথমিক কাজ হয়েছিল। তিনি প্রকাশক হবেন এমনটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়ে গেলে এ প্রকাশনার আর প্রয়োজন হবে না বলেই মনে হয়। ভাবছি ঢাকায় নতুন কোনো কিছু কি করা যাবে? পাক্ষিক চিত্রিতা আবার বেরুবে? দৈনিক বাংলায় নতুন করে চাকরি পাব? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে-দেখা হবে সহপাঠীদের সঙ্গে?

সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ হাসান ইমাম, উদয়ন চৌধুরী, চিত্ত বর্ধন, মিতা প্রমুখের সঙ্গেও দেখা করার কথা ভাবলাম। তাদের কাছে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যেতে পারে। ওরা সবাই কলকাতায়। তারা ফিরবেন কবে?

সন্ধ্যার আগেই রেডিওতে জানা গেল পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করেছে। রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি ভারত ও বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরার কাছে কোমরের বেল্ট ও পিস্তল জমা দেন। এ খবর শুনে স্বস্তি পেলাম। আকাশবাণী ও বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে পরে আরও বিস্তারিত জানা গেল। বলা হলো, বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, ভারতীয় ও বাংলাদেশি বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান, এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। কয়েকবার শুনলাম খবরটি। মা, ছোট বোন সীমু খবর শুনে খুশি। ওদেরও ভাবনা কবে দেশে ফিরে যাওয়া যাবে। দোতলার জ্যাঠামশাই, জ্যাঠিমা এবং প্রতিবেশীদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সবাই বেশ কিছুক্ষণ গল্প করলেন।

সকালে প্রথম সুযোগেই দৈনিক পত্রিকা হাতে নিতে হবে। ঢাকার খবরটা আরও বিস্তারিতভাবে পড়তে হবে। অবরুদ্ধ জীবনের অবসানে সারা দেশ আনন্দিত। কেমন আছে ঢাকার মানুষ?

আমি মাঝে মাঝে ফিরে যাচ্ছি ১৯৭১-এর উত্তাল দিনগুলোতে। মিছিলের নগরী ঢাকায় প্রতিদিন কাটে নতুন উদ্দীপনায়, নতুন জাগরণে। দিনে বিশ্ববিদ্যালয় আর কর্মস্থল পাক্ষিক চিত্রিতা ও দৈনিক পাকিস্তান এবং প্রেস ক্লাব। সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝে ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এফডিসি) স্টুডিওতে খবর সংগ্রহ আর রাতে মহসীন হল। সর্বত্র এক ধরনের অস্থিরতা। সবার ভাবনা সামনের দিনগুলো নিয়ে। কী হবে? জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কি বসবে? আওয়ামী লীগ কি পাকিস্তানের শাসনভার পাবে? রাত জেগে মহসীন হলে রুমে রুমে আলোচনা।

পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের একটা পর্ব শেষ হলো। বাংলাদেশ জয়লাভ করল। রাতে আর কোথাও গেলাম না। একবার মনে হয়েছিল এসপ্ল্যানেড এলাকায় যাই। দেখি কলকাতার সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী। আবার মনে হলো এ ভাবনাটার কোনো মানে হয় না। এখানকার সাধারণ মানুষের এটা নিয়ে এতটা ভাবার কী আছে। এমনিতেই কষ্টের জীবন মধ্যবিত্ত আর নিুবিত্তের মানুষের। তারা এখন নিজ নিজ গৃহে ফেরার তাড়ায় আছেন। বাস-ট্রেন আর ট্রামে ভিড় ঠেলে তাদের যেতে হবে অনেকটা পথ। তবে এ সময়ে ঢাকায় থাকতে পারলে বিজয়ের আনন্দ মিছিলে অংশ নিতে পারতাম। সেটাই মনে হচ্ছিল বারবার। বলতে পারতাম সেই স্লোগান সার্থক হয়েছে-বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে এই স্লোগান দিয়েছিলাম পল্টনে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। সেই স্লোগান আরও জোরালো হয়েছিল একাত্তরের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে।

এসব ভাবতে ভাবতেই ১৬ ডিসেম্বর রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমানোর আগে বা ঘুমের মধ্যেই যেন দেখলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ঘুরছি, সহপাঠী দীপংকর, রাহাত, শিহাব, কাজল, সুস্মিতা, ফেরদৌস, রফিক, সেলিনা, খসরু প্রমুখ যেন সামনে; আবার দৈনিক বাংলা ভবন ভেসে এলো চোখের পর্দায়। পুরানা পল্টন, স্টেডিয়াম, বায়তুল মোকাররম যেন দেখতে পাচ্ছি। নীলক্ষেত রেলক্রসিং পার হয়ে নিউমার্কেটের বইয়ের দোকান। মহসীন হলের বারান্দা দিয়ে হাঁটছি। ভেসে বেড়াচ্ছি ঢাকার আকাশে।

চিন্ময় মুৎসুদ্দী : সাংবাদিক

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
ন্যূনতম ১ মিলিয়ন বা তদূর্ধ্ব ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
সফল কোন ব্যবসায়ীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে খুঁজতে হবে

॥ শেখর ভট্টাচার্য ॥

এই উপমহাদেশভুক্ত কোনো দেশে 'বিজয় দিবস' বলতে কোনো দিবস নেই। বাংলাদেশ ও বাঙালির 'বিজয় দিবস' তাই অনন্য। বিশ্বের কোনো জাতি এত 'দাম' দিয়ে স্বাধীনতা বা মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেনি। অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলা করে লাখো প্রাণের বিনিময়ে এই বিজয় অর্জন করতে হয়েছে কেবল বাঙালীকে।

এই বিজয় কি শুধু পাকিস্তানি শত্রুসেনার বিরুদ্ধে বিজয় ছিল? বিষয়টিকে এত সরলভাবে দেখলে বিজয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুধাবন করা সহজ হবে না। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। ভাষা ও সংস্কৃতি অবিচ্ছিন্ন। ভাষা, সংস্কৃতির অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

এই জাতীয়তাবোধ আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় বাঙালী জাতিকে। শুধু কি অসাম্প্রদায়িকতা? ভাষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন জাতিকে নব্য ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, মানুষে-মানুষে বৈষম্য বিলোপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। এ কারণে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র-সংস্কৃতি এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে শহীদের রক্তস্নাত এক মহিমান্বিত বিজয়।

বিজয় দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে খুঁজতে হবে।

জানতে হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে, সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ হাতের লাঙল, নৌকার বৈঠা, মাছ ধরার জাল ফেলে দিয়ে দুর্দমনীয় বীরে রূপান্তরিত হলো কিভাবে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের গল্প বেশি পাওয়া যায় না। এই গল্প সরাসরি পাওয়া যায় জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে এবং নানা প্রামাণ্য গ্রন্থে। সারা বছর নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্য একটি গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। আর এই অমূল্য গ্রন্থটি হলো 'একাত্তরের চিঠি'।

রণাঙ্গন থেকে লেখা এই চিঠিগুলো যেকোনো পাঠক অনুভব করতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় বীরদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস।

'একাত্তরের চিঠি' যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঠানো মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলন। এই অমূল্য চিঠিগুলো সংকলিত করে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল ২০০৯ সালে। যেসব মুক্তিযোদ্ধার চিঠি এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের বেশির ভাগই পাকিস্তানি হায়েনাদের হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বাধীনতার শপথ এবং বাঁধভাঙা আবেগের অসামান্য অনুভূতিকে বিজয় দিবসের প্রাক্কালে অনুভব করার জন্য রণাঙ্গন থেকে পাঠানো শহীদ জিন্নাত আলীর একটি চিঠি পাঠ করা আবশ্যক। চিঠিটি লেখা হয়েছিল ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র ৯ দিন পর। জিন্নাত আলী তাঁর মাকে লিখছেন- 'মা, আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ, আমি আপনাদের দোয়ায় এখনও পর্যন্ত ভালো আছি; কিন্তু কত দিন থাকতে পারব বলা যায় না। বাংলা মাকে বাঁচাতে যে ভূমিতে আপনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন, যে ভাষায় কথা শিখিয়েছেন, সেই ভাষাকে, সেই জন্মভূমিকে রক্ষা করতে হলে আমার মতো অনেক জিন্নার প্রাণ দিতে হবে। দুঃখ করবেন না মা। আপনার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যদি আপনার এই নগণ্য ছেলের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়, সে রক্ত ইতিহাসের পাতায় সাক্ষ্য দিবে যে, বাঙালি এখনও মাতৃভূমি রক্ষা করতে নিজের জীবন পর্যন্ত বুলেটের সামনে পেতে দিতে দ্বিধা বোধ করে না।' এ রকম অসংখ্য চিঠি আছে গ্রন্থটিতে।

৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে যে বিজয় এসেছিল এই সুবর্ণ ভূমিতে, সেই বিজয় পতাকা যাঁদের রক্তে স্নাত হয়েছিল, তাঁরা হলেন আমাদের সশস্ত্র, নিরস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতাহীন মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার জন্য তাঁদের প্রাণের আবেগ ছিল দুর্দমনীয়। সীমাহীন দেশপ্রেমকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র দিয়ে দমন করা যায় না। একাত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীনসহ যুদ্ধবিদ্যায় সর্বোচ্চ পারদর্শী দেশগুলো ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধীপক্ষ। এসব দেশের আধুনিক মারণাস্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের পাঁজর বিদীর্ণ করে ফেলার জন্য। নির্মম সত্য হচ্ছে, চীনা ও মার্কিনদের মারণাস্ত্র এবং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধকৌশল পরাভূত হয় 'ভীতু' ও 'ভেতো' বাঙালির সীমাহীন দেশপ্রেমের শক্তির কাছে। একাত্তরের চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন অল্পশিক্ষিত তরুণ, কামার, কুমার, জেলে, কৃষক, মজুরসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ। মাতৃভূমির গ্লানিমোচনের জন্য, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার উদ্দেশ্যে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুক্তির জন্য যুদ্ধে। তাঁদের না ছিল যুদ্ধবিদ্যায় প্রশিক্ষণ, না ছিল যুদ্ধের জন্য ন্যূনতম প্রস্তুতি। আধুনিক মারণাস্ত্র কতটা ভয়াবহ এ বিষয়ে কোনো ধারণা না নিয়েই তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৃত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁরা বুঝতে পারেন কী অসম যুদ্ধে তাঁরা লিপ্ত হয়েছেন। যুদ্ধ যতই অসম হোক, দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে তাঁরা কোনো অবস্থায়ই পিছু হটে যাননি। অসীম সাহসে বুক চিতিয়ে লড়াই করে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধে দেশের ডাকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়ে এসে, বিদ্রোহ করে যাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধ করেছেন প্রশিক্ষণের প্রথা অনুযায়ী। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা দেশপ্রেমের আবেগকে যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত করে লড়াই করে গেছেন।

লাখো শহীদের রক্তের দামে কেনা এই বাংলাদেশ, এই দেশটিকে কি আমরা শহীদের স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি? আমরা দেশ এবং জাতি হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করেছি, কিন্তু এই মহিমান্বিত বিজয়ের জন্য যে অসাম্প্রদায়িকতা, বৈষম্যহীনতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল, তা কিন্তু এখনো আমরা অর্জন করতে পারিনি। অর্জিত উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার একটি বড় সম্পর্ক আছে। স্বাধীনতা ও সব মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করা না গেলে গাণিতিক উন্নয়ন হবে- এই কথাটি বলা যায়, কিন্তু বৈষম্য হ্রাস করা কঠিন হবে। আধুনিক যুগে এই বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে উঁচু গলায় কথা বলেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। এই কথাটি বঙ্গবন্ধু তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন বহু আগেই। এ জন্য তিনি মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গকে নিয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতাসংগ্রামের সূচনালগ্নে। বঙ্গবন্ধু 'স্বাধীনতা' ও 'মুক্তি' দুটি শব্দকে দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। স্বাধীনতাকে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির অর্থে ব্যবহার করেছিলেন আর মুক্তি বলতে সব ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনকে বুঝিয়েছিলেন। এ কারণে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে সজ্ঞানে তিনি বলেছিলেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাই আমরা দেখে থাকি, খুব স্বাভাবিকভাবে বাহাত্তরের সংবিধানে বৈষম্য নিরসন ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বিজয়ের ৫২ বছর অতিক্রম করার এই সময়ে আমরা হয়তো 'স্বাধীনতার' অনেক সুফল পেয়েছি, কিন্তু মুক্তির সংগ্রামের সুফল আমরা পাইনি বললেই চলে। মুক্তির সংগ্রাম এখনো চলমান।

স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী অতিক্রম করে বাংলাদেশ ৫৩ বছরে পা দিয়েছে। এটি খুব কম সময় নয়। এবার দৃষ্টি দিতে হবে রাষ্ট্রকে আরো মানবিক করে গড়ে তোলার আন্দোলনে আর এই কাজটি করতে পারে সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া দল আওয়ামী লীগ। মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারেন তৃণমূল থেকে উঠে আসা নেতারা। যেমন- বঙ্গবন্ধু উঠে এসেছিলেন টুঙ্গিপাড়ার নিভৃত গ্রাম থেকে। কত ত্যাগ, দেশের প্রতি কত ভালোবাসা, অঙ্গীকার, দায়বদ্ধতাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একজন মহান নেতা হতে পেরেছিলেন; যাঁকে অনন্তকাল বাংলাদেশ ও বাঙালি অনুসরণ করে যাবে। এ রকম নেতার দেখা পাওয়ার জন্য আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে। রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে 'শৌখিন' রাজনীতিবিদদের হাত থেকে। রাজনীতিকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও সাধারণ মানুষের সহজ অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ। আমরা কি পারব তা করতে? পারতেই হবে আমাদের। কারণ সার্বিক মুক্তিই পারে বিজয়ের আস্বাদ প্রদান করে প্রাণ-প্রাচুর্যময় একটি দেশ উপহার দিতে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 1137
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাজার দরে ঔষধ বিক্রি করি

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়,
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট,
- ফ্যাক্স সার্ভিস,
- ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড,
- ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

ডিসেম্বর ২০২৩ ভিসা বুলেটিন পরিবার ভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতাঃ

প্রথমঃ (এফ-১)ঃ ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ০১, ২০১৫।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র ও কন্যা।

এ. (এফ-২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সের সন্তান। ফেব্রুয়ারী ০৮, ২০১৯।

বি. (এফ ২বি)ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র এবং কন্যা (২১ বছর বয়সী এবং ২১ উর্ধ্ব বয়সী)ঃ সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৫।

তৃতীয়ঃ (এফ-৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র ও কন্যাঃ জানুয়ারী ৮, ২০০৯।

চতুর্থঃ (এফ-৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই বোনঃ এপ্রিল ২২, ২০০৭।

কুইন্স থেকে মোহাম্মদ হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। আমার নিয়োগকর্তা ও এই-চআইবি ভিসা ক্যাটাগরিতে আমার জন্য স্পন্সর করেন। পরে আমার মালিক আমার জন্য গ্রিনকার্ডের আবেদন করেন। আমি কোভিডের সময় চাকরি হারিয়েছিলাম। সেই কারণে এখনও আমার আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ। আমার ক্রেডিট কার্ডের বিলও আমি পরিমোধ করতে পারি নি। আর এর কারণে একটি ব্যাংক আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

এ ব্যাপারে একজন এটর্নীর সাথে পরামর্শের পর আমি ব্যাংক্রাপ্সির জন্য ফাইল করার পর আমি ব্যাংকের কোন দায় পরিশোধ করি নি। গত বছর আমি একটি ভালো কাজ করেছি। এখন আমি নিয়মিত আমার দায় পরিশোধ করে চলেছি। আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী। কিন্তু এখন আমি সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করেছি।

কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের বিল পরিশোধ না করায় এবং ব্যাংক্রাপ্সির ফাইল করায় আমি নাকি সিটিজেনশীপের যোগ্য নই। একটা ব্যাংক আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো, ক্রেডিট কর্ডের বিল না দেয়ার জন্য।

এদিকে ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন স্মার্ট ধারণা না থাকায় আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে ব্যাংক্রাপ্সি ফাইল করার কতদিন পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারব?

মোহাম্মদ হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত হওয়ার জন্য, নাগরিকত্বের আবেদনকারী শর্ত পূরণ করতে হবে। অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রের সিলেকটিভ সার্ভিসের জন্য অব্যাহতি লাভের উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত।

আবেদন করার সময় বয়স ১৮ হতে হবে;

গত ৫ বা ৩ বছরের জন্য বৈধ পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে, (নির্ভর করার কোন ক্যাটাগরিতে আবেদন করবেন তার উপর)ঃ যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত রেসিডেন্সি এবং শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকত হবে;

ইউএস সিটিজেনশীপ এবং ইমিগ্রেশনর ডিষ্ট্রিক্ট যেখানে থাকতে থাকতে চান সেই স্টেটের রেসিডেন্সি প্রমাণ করা;

ইংরেজি বলা ও লেখার দক্ষতা থাকতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আর সরকার সম্পর্কে জ্ঞানের প্রমাণ দিতে হবে;

মিলেটারি সার্ভিসের জন্য রেস্ট্রিস্টার করতে হবে (যদি একটি নির্দিষ্ট বয়সের পুরুষ হয়) এবং যখন প্রয়োজন তখন সার্ভিস দিতে সম্মত ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগর্তের শপথ নিতে হবে।



সৎ চরিত্রঃ

ন্যাচারালাইজেশনের আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা সৎ এবং নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস (ইউএসসিআইএস) প্রত্যেক আবেদনকারীর সৎ চরিত্রের মূল্যায়ন করবে কমিউনিটিতে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের মান বিবেচনায়। এন-৪০০ ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে ঋণ থাকলে সেটা প্রকাশ করতে হবে না এবং এমনকি সিভিল ল' স্যুট ও প্রযোজ্য হবে না।

এন-৪০০ আবেদনকারীদের ব্যাংক্রাপ্সি ও লোরক্লোজার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। এই সমস্ত কিছু নৈতিক চরিত্র বিচার করার কোন অংশ নয়। অর্থাৎ কাজ চলে যাওয়ার বা অন্যান্য আর্থিক সমস্যা আবেদনে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এর অর্থ ব্যাংক্রাপ্সি এবং ব্যাংকের মামলা সিটিজেনশীপ আবেদনে কোন নৈতিবাচক প্রভাব পড়বে না। চ্যাপ্টার ৭ ব্যাংক্রাপ্সি আবেদন করার তারিখ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সাধারণত কার্যকর থাকে। আপনার ব্যাংক্রাপ্সি আপনার সিটিজেনশীপ আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

পরিশেষে আপনাদের জন্যে যে পরামর্শ দিতে চাই তা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে এবং সামর্থ থাকলে অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনরা করা উত্তম। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সঠিক ও উত্তম পন্থাটি বেছে নিতে পারেন। এবং সেই সাথে আপনার কেসটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

সেই সাথে আরো একটি পরামর্শ, আমাদের এই বি-ভাগটি নিয়মিত পড়ুন এবং আপনার কেসের মতোই প্রায়, একই ধরনের কেস সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাইডেনের ভেটোয় বিরোধীরা এককাট্টা, তবে কি যুক্তরাষ্ট্রের দিন শেষ?

॥ পিটার ওসবর্ন ॥

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে একজন বিপ্লবী বলা যাবে না। তবে ৭৩ বছর বয়সী এই সাবেক পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী যেন বিপ্লবী চে গুয়েভারার মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থা উল্টে দেওয়ার সেই স্বপ্ন পূরণের মিশনে নেমেছেন। গত সপ্তাহে দোহা ফোরামে দেওয়া উদ্বোধনী ভাষণে গুতেরেস অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের নাম ধরে কিছু বলেননি। কিন্তু তিনি নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো দেওয়ার সিদ্ধান্তের যে কড়া সমালোচনা করেছেন তাতে বাইডেনের নাম উল্লেখ করার কোনো দরকার ছিল না।

দোহার ওই অনুষ্ঠানে গুতেরেস বলেন, 'আমি নিরাপত্তা পরিষদকে মানবিক বিপর্যয় এড়াতে চাপ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং একটি মানবিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার জন্য আমার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেছিলাম।' গুতেরেস সেখানে যা বলেছেন, তার মানে দাঁড়ায়,–যদি গাজায় কোনো গণহত্যা ঘটে থাকে, তাহলে তার জন্য জো বাইডেন দায়ী। অবশ্য ইতিমধ্যেই কেউ কেউ আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে 'জেনোসাইড জো' (গণহত্যাকারী জো) বলা শুরু করে দিয়েছেন। গাজায় ইতিমধ্যেই প্রায় ১৮ হাজার চার শ ফিলিস্তিনি নাগরিক নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা ২৮ বছর আগে স্রেব্রেনিকায় গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যার দ্বিগুণ। তাই এটি মোটেও হেলাফেলার বিষয় নয়।

আমি নিজে একজন আইনজীবী নই। তবে গত অক্টোবরে আন্তর্জাতিক আইন ও সংঘাত বিষয়ক আট শতাধিক বিশেষজ্ঞ গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বাহিনী গণহত্যা চালাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

ওই বিশেষজ্ঞরা ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলার তীব্রতা ও ভয়াবহতা নিয়ে জোরালো প্রমাণ পেশ করেছিলেন এবং তাঁরা ইসরায়েলি নেতাদের গণহত্যা সংঘটনের উসকানি দেওয়া বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা যত ভয়াবহ পরিস্থিতির পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়ে এখন অনেক ভয়ানক। যদি একটি আন্তর্জাতিক আদালত এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার করে এবং তার অস্থায়ী রায় নিশ্চিত করে, তাহলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিশ্চিতভাবেই গণহত্যায় মদদ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন। সেই রায় বাইডেনকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়েও ভয়ানক অপরাধে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করবে। এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই, চলতি সপ্তাহেই বাইডেনের তেজ পড়ে গেছে। তিনি দেরি করে হলেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে গাজা যুদ্ধের কারণে জনসমর্থন হারানোর বিষয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং বিলম্বে হলেও ইসরায়েলের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণকে 'নির্বিচার' বলে উল্লেখ করেছেন।

'নির্বিচার' বোমা হামলা সরাসরি একটি যুদ্ধাপরাধ। আর এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পূর্ণাঙ্গ মার্কিন সমর্থনে এবং মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করেই গাজায় নির্বিচার বোমা হামলা হয়েছে।

দোহা ফোরামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণার রেশ এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, সেটিকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাধারণভাবে অনুগত দেশ জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, তিনি জাতিসংঘে মার্কিন ভেটোর কারণে অত্যন্ত হতাশ। সাফাদি বলেছেন, 'ইসরায়েল মনে করছে, তারা খুন-খারাবি করে সহজেই পার পেতে পারে। একটি দেশ সারা পৃথিবীকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাচ্ছে আর সারা পৃথিবী সেই একটি দেশকে থামাতে একেবারেই অক্ষম হয়ে আছে।' সাফাদি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সেই দেশ যে কিনা ইসরায়েলকে তার যাবতীয় কুকর্মের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে যাচ্ছে। দোহাতে আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের প্রত্যেকেই একমত, শান্তি আলোচনা পরিচালনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে আমেরিকানদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যদিও আন্তর্জাতিক শান্তির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারে সে বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। তবে এ বিষয়ে চীন তার হাত খুলতে শুরু করেছে। একটি প্যানেল আলোচনায় চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রাক্তন কাউন্সেলর ড. হুইয়াও ওয়াং গাজা ইস্যুতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। দোহা ফোরামে 'মাল্টি পোলার' বা বহু পক্ষের একটি গুঞ্জন শোনা গেছে যার অন্তর্নিহিত মানে দাঁড়ায়, মার্কিন আধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের সমাপ্তিসূচক এই 'মাল্টি পোলার' শব্দবন্ধটি রাশিয়া এবং ইরান উভয়ের কাছে সুমিষ্ট সংগীতের মতো মনে হতে পারে।

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসাইন আমিন আবদুল্লাহিয়ান অনলাইনে ওই ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন।



ইতিহাসের এক বিস্ময়কর মোচড়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নেতানিয়াহুকে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতাদানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের চালু করা কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থাকেই অসম্মান করেছে। গাজা পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতা দোহা বিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেখানে জাতিসংঘের মহাসচিব গুতেরেস তাঁর আলোচনায় বলেছেন, গাজার ভয়ংকর ঘটনায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের এই ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবর্তিত কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নিরাপত্তা কাঠামোর জরুরি সংস্কারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই কাঠামো খুবই দুর্বল এবং পুরোনো। এর মাধ্যমে ৮০ বছর আগেকার একটি অকার্যকর ব্যবস্থা চালু আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আন্তোনিও গুতেরেস হতাশার সুরে বলেছেন, নিরাপত্তা পরিষদ ভূকৌশলগত বিভাজনে একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

ইতিহাসের এক বিস্ময়কর মোচড়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নেতানিয়াহুকে যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতাদানের মাধ্যমে তাদের নিজেদের চালু করা কথিত উদার বিশ্ব ব্যবস্থাকেই অসম্মান করেছে।

এই দোহা সম্মেলন দেখিয়েছে, ফিলিস্তিনি জনগণের সাহস, দুর্ভোগ এবং তাঁদের সহিষ্ণুতা বিশ্ব ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে খোদ জাতিসংঘের মহাসচিব সেই ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে বাগ্মী কণ্ঠে পরিণত হয়েছেন।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজি থেকে অনূদিত

পিটার ওসবোর্ন মিডল ইস্ট আইয়ের নিয়মিত কলাম লেখক



বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভোটযুদ্ধ

॥ আবু সাঈদ খান ॥

নির্বাচন গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। এর মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়, পার্লামেন্টে বিরোধী দলের অবস্থানও নিরূপিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে নির্বাচন অনন্য ভূমিকা পালন করেছে, পরিণত হয়েছে অধিকার আদায়ের হাতিয়ারে।

১৯৩৭ সালে প্রথম ব্যাপক জনগণের ভোটে ভারত শাসন আইনের (দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৩৫) অধীনে বঙ্গীয় গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেটি ছিল পৃথক নির্বাচন। মুসলিম আসনে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কৃষক প্রজাদের মাঝ থেকে ওঠা আবুল কাশেম ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি (কেএসপি)। কেএসপি জমিদারি উচ্ছেদ ও মহাজনী ঋণ মওকুবের মতো যুগান্তকারী নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। তা মোকাবিলায় মুসলিম লীগকেও অনুরূপ বক্তব্য নিয়ে ভোটের মাঠে নামতে হয়। এ নির্বাচন সম্পর্কে প্রখ্যাত রাজনীতিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন, 'যুদ্ধটা দৃশ্যত: কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলীম লীগ এই দুইটি দলের পার্লামেন্টারি সংগ্রাম হইলেও ইহার পরিণাম ছিল সুদূরপ্রসারী। আমরা কর্মীরা এই নির্বাচনের রাজনৈতিক গুরুত্ব পুরাপুরি তখনও উপলব্ধি করিতে পারি নাই সত্য কিন্তু সাধারণভাবে কৃষক-প্রজাগণের এবং বিশেষভাবে মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ-অকল্যাণের দিক হইতে এ নির্বাচন ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন, এটা আমরা তীব্রভাবেই অনুভব করিতাম।' (আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' পৃ: ৯৭)। এই নির্বাচন ছিল তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। খাজা নাজিমুদ্দীন নিজ জমিদারি এলাকায় পটুয়াখালীতে প্রার্থী হলেন। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন ফজলুল হক। 'একদিকে ইংরাজ লাটের প্রিয়পাত্র স্যার নাজিমুদ্দীনের পক্ষে সরকারি প্রভাব ও ক্ষমতা এবং নাইট-নবাবদের দেদার টাকা, অপরদিকে খেতাববিত্তহীন প্রজা-নেতা হক সাহেবের পক্ষে তাঁর মুখের বুলি 'ডাল-ভাত' ও সমান বিত্তহীন প্রজা কর্মীরা। রোমান্টিক আদর্শবাদী ছাত্ররা স্কুল-কলেজের পড়া ফেলিয়া বাপ-মায়ের দেওয়া পকেটের টাকা খরচ করিয়া চারিদিক হইতে পটুয়াখালী ভাংগিয়া পড়িল। এর ঢেউ পটুয়াখালীতে সীমাবদ্ধ থাকিল না। সারা বাংলার বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রেও ছড়াইয়া পড়িল। হক সাহেব খাজা সাহেবের প্রায় ডবল ভোট পাইয়া নির্বাচিত হইলেন। তাঁর বরাবরের নিজের নির্বাচন কেন্দ্র পিরোজপুর হইতেও তিনি নির্বাচিত হইলেন।' (পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৮-৯৯)।

নির্বাচনের রায়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পাশাপাশি কৃষক প্রজা পার্টি তৃতীয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। কংগ্রেস রাজি না হওয়ায় প্রজা পার্টি-মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। অনেক প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে হক-লীগ সরকারের পক্ষে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্ভব হয় না। তবে ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে খাজনা বৃদ্ধির ধারা ১০ বছর স্থগিত এবং জমিদারের ধার্যকৃত সব ধরনের আবওয়াব ও সালামি বিলোপ করা হয়। মহাজনী আইন প্রণয়ন ও ঋণ সালিশি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে প্রজাকুলের ওপর চেপে থাকা মহাজনী সুদের বোঝা অনেকাংশেই লাঘব হয়।

দেশভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন সামনে রেখে বাংলার মুসলমানরা স্লোগান দেয়–'হাতমে বিড়ি, মুমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা মিশেছিল। তবে এর আড়ালে ছিল অর্থনৈতিক মুক্তির আকৃতি। অবিভক্ত বাংলায় জমি ও চাকরি ছিল উচ্চ বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের করতলে। প্রজারা ছিল মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু। মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু শিক্ষিত যুবকদের চাকরি মিলছিল না। সেটিও ছিল বর্ণ হিন্দুদের করায়ত্তে। এ ব্যাপারে কংগ্রেসের নির্লিপ্ততা মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলনে শামিল করিয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অভিন্ন দাবিতে তপশিলি ফেডারেশনের ব্যানারে পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের রায়ের ভিত্তিতে দেশভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। সমস্যা দাঁড়িয়েছিল সিলেট নিয়ে। গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের অব্যবহিত পরই পাকিস্তান আন্দোলনের সৈনিকদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান অতীতের সব গ্লানি মুছে একাট্টা হয়। তারা অসাম্প্রদায়িক ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনায় শানিত হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আরেকটি ভোটযুদ্ধ মুসলিম লীগের তরুণ তুর্কিদের নবযাত্রায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। সেটি ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল টাঙ্গাইল (নাগরপুর, মির্জাপুর ও বাশাইল থানা) উপনির্বাচনে। একদিকে মুসলিম লীগের প্রার্থী করটিয়ার প্রভাবশালী জমিদার খুররম খান পন্নী, অপরদিকে প্রতিবাদী ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের প্রার্থী শামসুল হক। এ নির্বাচন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন, 'আমরা ঠিক করলাম, শামসুল হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়তে। শামসুল হক সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? হক সাহেবেরও টাকা নাই, আর আমাদেরও টাকা নাই। তবু যেই কথা সেই কাজ। শামসুল হক সাহেব টাঙ্গাইল চলে গেলেন, আমরাও যে যা পারি টাকা জোগাড় করলাম। কয়েক শত টাকার বেশি জোগাড় করা সম্ভব উঠল না। ছাত্র ও কর্মীরা ঘড়ি-কলম বিক্রি করেও কিছু টাকা দিয়েছিল।' (শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত জীবনী, পৃ: ১১৫)। এই নির্বাচনে শামসুল হক বিপুল ভোটে বিজয়ী হলেন; যা মুসলিম লীগের বিদ্রোহী কর্মীদের মধ্যে নতুন জোয়ার এনেছিল। এ বিজয় আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ছিল অনন্য ঘটনা। মুসলিম লীগ মোকাবিলায় শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টিসহ বিভিন্ন সরকারবিরোধী দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি সমুন্নত রাখতে প্রণয়ন করা হয় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত একুশ দফা। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে গণজোয়ার আছড়ে পড়ে। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনও এক বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার কাছে পরাজিত হন। শেরেবাংলার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হলো। বছর না ঘুরতেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ৯২ক ধারা জারি করে হক সরকারকে বরখাস্ত করেন। যুক্তফ্রন্ট অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে পারল না। তবে '৫৪ সালের ভোটযুদ্ধে যে গণজোয়ার তৈরি হয়েছিল, তা সমাজগর্ভে অন্তঃসলিলার মতো বহমান থাকল।



১৯৫৮ সালে জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানের মার্শাল ল'র থাবায় সর্বজনীন ভোটাধিকার লুণ্ঠিত হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের এখতিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০ হাজার (৪০ হাজার + ৪০ হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত হয়। জনগণ ওদের পরিহাস করে বলত, আইয়ুবের ৮০ হাজার ফেরেশতা। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের (বিডি মেম্বার) ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে মোকাবিলা করার জন্য মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী মিলে সম্মিলিত বিরোধী দল (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি-কপ) গঠন করে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ আলি জিন্নাহর বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহকে কপের প্রার্থী করা হয়।

বিডি মেম্বাররা ছিলেন আইয়ুবের শাসনামলের সুবিধাভোগী। ফলে আইয়ুবকে পরাজিত করার কোনো বাস্তবতা ছিল না। নির্বাচনে আইয়ুব বিজয় হলেও, পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধী দলগুলোর প্রচার-প্রচারণায় আইয়ুববিরোধী জনমত গড়ে ওঠে। পূর্ব পাকিস্তানের কিছু জেলায় মিস জিন্নাহ জয়লাভ করে। এখানে তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় দ্বিগুণ।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের সব মোহ ঘুচে যায়। গণঅভ্যুত্থানের সৈনিক ছাত্র-যুবকরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। তবে সবাই তখন নন্দিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে তাকিয়ে। বঙ্গবন্ধু চাইছিলেন, চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে জনগণের ম্যান্ডেট।

১৯৭০ সালের নির্বাচনকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। লোকসংখ্যানুপাতে আসন নির্ধারণ করার বিষয়টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ইতিবাচক ছিল। তবে মাথার ওপর ছিল লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের খড়্গ।

নির্বাচনের আবহের মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ঘোষণা করেন, ভোটের আগে ভাত চাই। তখন মোজাফ্ফর ন্যাপ ঘোষণা করে–ভোট ও ভাত দুই-ই চাই। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশসহ কিছু বিষয়ে আপত্তি থাকার পরও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ক্ষুব্ধ নকশালপন্থিরা দেয়ালে লেখে–'শুয়োরের বাচ্চা জনগণ/তোমরা করো নির্বাচন/আমরা চললাম সুন্দরবন।'

মনে পড়ে, নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে। তখন মওলানা ভাসানীর অনুসারীরা স্লোগান দেয়, আমরা করেছি পণ, হতে দেব না নির্বাচন। এর জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরাও করেছি পণ, হতেই হবে নির্বাচন। নির্বাচনে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

শেখ মুজিবের নৌকা হয়ে ওঠে বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তারা নৌকায় ভোট দিতে মনস্থির করে। তখন মোজাফ্ফর ন্যাপের বেশ কিছু ত্যাগী নেতা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধিকারপন্থি জনতা ভোট ভাগ করতে চাইছিল না। তাই জনগণের মধ্য থেকে আওয়াজ ওঠে–মোজাফ্ফরের কুঁড়েঘর ভাইঙ্গা-চুইরা নৌকায় ভর।

সত্তরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০ আসন লাভ করে এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টিতে পরিণত হয়। এ নির্বাচনী ম্যান্ডেট আওয়ামী লীগকে দিয়েছিল অজেয় শক্তি; যা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থনলাভে সহায়ক হয়েছিল। আন্দোলন ও নির্বাচন দুই-ই ছিল মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার, যা যুগপৎভাবে মুক্তিসংগ্রামকে পৌঁছে দিয়েছিল একাত্তরের সিংহদ্বারে।

পরাধীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের নির্বাচনে কোনো কোনো স্থানে কারচুপির অভিযোগ থাকলেও, সামগ্রিক বিচারে ওইসব নির্বাচন ছিল গ্রহণযোগ্য। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচনের সেই মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। ব্যাপক কারচুপি, ভোট ডাকাতি, প্রার্থী হাইজ্যাক, নীল নকশা বা সিট ভাগাভাগি নির্বাচন, ভোটারবিহীনসহ ইত্যাদি নির্বাচন ব্যবস্থা কলুষিত করে। এর সমাধান হিসেবে তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী, ১৯৯১ সালে দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে প্রশংসিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে যুক্ত হয়। ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি বিলুপ্ত হওয়ায় নির্বাচন আবার মর্যাদা হারিয়েছে। বাংলাদেশের ৫২তম বিজয়বার্ষিকীতে জাতির সামনে প্রশ্ন, আমরা কি এই মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারি না?

লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও গবেষক

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অজস্র অনাবিল সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী

ও

টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে

প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



আলতাফ হোসেন

বিশিষ্ট রাজনিতিক ও কার্যকরি পরিষদ সদস্য

কুলাউডা এসোশিয়ন অব ইউএস

মেগা প্রকল্পের অর্থনৈতিক তাৎপর্য

॥ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ॥

বাংলাদেশের জন্মের পর গত ৫২ বছরে যে অবিশ্বাস্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি, অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন হয়েছে, তা বিশ্ববাসীর কাছে 'ডেভেলপমেন্ট মিরাকল' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ উন্নয়নের পেছনে রয়েছে জনগণের অংশীদারত্ব, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের সফল কর্মতৎপরতা এবং সর্বোপরি সরকারের সময়োচিত পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নীতি সহায়তা। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, দুস্থ, অভাবী মানুষের জন্য খাদ্য সংগ্রহ এবং দেশের স্থিতিশীলতার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার কয়েক বছর নিরলস পরিশ্রম করে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু কৃষির উন্নয়নে সবুজবিপ্লবের সূচনা করেন এবং সমবায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণসহ মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নেও উদ্যোগী হন। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু জাপান সফরকালে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলেই যমুনা সেতু নির্মাণের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। গত শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে মেঘনা ও যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সূচনা হয়।

সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ সব সরকারের সময়ই জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় ছিল। তবে ২০০৯ সাল থেকে পরপর তিন মেয়াদ ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় থাকার ফলে বর্তমান



সরকারের সময়ই বেশিরভাগ মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে সরকারপ্রধান শেখ হাসিনার উদ্যোগ, সাহস, উন্নয়নবান্ধব কর্মতৎপরতা, উন্নয়ন সহযোগীদের সরকারের প্রতি আস্থা ও সহযোগিতা মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করেছে।

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ৪.৫ শতাংশ হারে বাড়তে থাকে, যা ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গড়ে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকার মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাহসী উদ্যোগ নেয় এবং একের পর এক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যরে বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। প্রায় দেড় দশক ধরে বাংলাদেশ উন্নয়ন অভিযাত্রায় দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে। মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন এ উন্নয়ন-অগ্রযাত্রারই অংশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে দেশের সব জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং দেশের বিভিন্ন অংশের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। সেজন্য নানা ছোট-বড় প্রকল্প গ্রহণে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পেরেছেন।

এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই দেশ এগিয়েছে পরিকল্পনামাফিক। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও শতবর্ষব্যাপী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্ল্যান) গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুর দশক থেকে অদ্যাবধি বিশ্ব অর্থনীতি বেশ কয়েকবার মন্দার মুখোমুখি হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে দুবছর করোনা মহামারি এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর কারণে বিশ্ব অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন, সরবরাহ চেইনে বিপর্যয়, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতিও সমস্যাজর্জরিত হয়। এ অবস্থায়ও দেশের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন অভিযাত্রা থেমে থাকেনি। বরং নানা প্রতিকূলতার ভেতরেও মেগা প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের কর্মসংস্থান, ভোগচাহিদা, উৎপাদন ও বাজারব্যবস্থা সচল রেখেছে। এ পর্যায়ে কয়েকটি মেগা প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হলে ওপরের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যাবে।

পদ্মা সেতু: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার শাসনের প্রথম মেয়াদেই (১৯৯৬-২০০১) পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং জাপান সরকার পরিচালিত প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০১ সালের ৪ জুলাই মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করে পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ নেন। নানা গুজব, আলোচনা-সমালোচনায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও গড়িমসি করলে প্রধানমন্ত্রী ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। দেশের জনগণের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ একটি অবিশ্বাস্য অর্জন, আমাদের সামর্থ্যরে পরিচায়ক, আমাদের সততা এবং প্রধানমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাসের বিজয়। প্রমত্তা পদ্মা নদীর ওপর ১০ দশমিক ৪৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে (ভায়াডাকটসহ) সড়ক ও রেল সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সঙ্গে রাজধানীসহ উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। প্রায় ৩২ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ সেতুর অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর অর্থনীতি, যোগাযোগ, উৎপাদন, শিল্পায়ন, পর্যটন ইত্যাদিতে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য ও পরিবর্তন এসেছে। শুধু তাই নয়, ২০২২ সালের ২৫ জুন এ সেতু উদ্বোধনের পরদিন থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত টোল বাবদ ১১৭১ কোটি ৭২ লাখ টাকা আদায় হয়েছে, যার দৈনিক গড় আদায় ২ কোটি ২০ লাখ টাকার ওপর। রেলসহ এ সেতু পুরোদমে চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হবে। বলতে গেলে, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন অন্যান্য মেগা প্রকল্পের পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচিত।

ঢাকা মেট্রোরেল: ঢাকা শহরের যানবাহন সমস্যা নিরসনকল্পে বিশ্বব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় ২০০৭ সালে স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান গৃহীত হয়। বর্তমান সরকার ২০১৩ সালে এ কৌশলগত পরিকল্পনা আংশিক সংশোধন করে গ্রহণ করে। নগরীর দুঃসহ যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ছয়টি এমআরটি রুটের একটি 'এমআরটি-৬' জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, পরিকল্পনা, টেন্ডার প্রক্রিয়া ইত্যাদি ২০১১-১৫ সাল পর্যন্ত শেষ করে ২০১৬ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী এর নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন। গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর উত্তরার দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোরেল চালু হয়। গত ৪ নভেম্বর মতিঝিল পর্যন্ত মোট ২০.১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যরে মেট্রোরেল চালু করা হয়েছে। এ রুট আরও ১.১৬ কিলোমিটার বাড়িয়ে কমলাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হলে উত্তরা-কমলাপুর রুটে মেট্রোরেল পুরোদমে চালু হবে। বর্তমানে মেট্রোরেলে প্রতিদিন এক লাখের বেশি যাত্রী ভ্রমণ করছে। মেট্রোরেলের চলাচল ঢাকার জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। এ রুটের সাফল্যজনক চালুর পর অন্য কয়েকটি এমআরটি লাইন নির্মাণের ব্যাপারে ইতোমধ্যে জাপান সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে : ঢাকা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২১ কিলোমিটার দূরত্ব সহজে অতিক্রমের জন্য তথা ঢাকা শহর বাইপাস করে উত্তরবঙ্গ থেকে ভারী যানবাহনসহ যাত্রীবাহী বাস চলাচলের জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ২০১০ সালে, যার নির্মাণকাজ উদ্বোধন করা হয় ২০১১ সালের প্রথমদিকে। এটি দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ পিপিপি প্রকল্প। নানা কারণে এ প্রকল্প নির্মাণে কিছুটা বিলম্ব হয়। ২০২৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আংশিক চালুর উদ্বোধন করেন। ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মাণকাজ শেষ হলে এক্সপ্রেসওয়েটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হবে। এ উড়াল সড়ক থেকে বিভিন্ন স্থানে ওঠানামার জন্য র‍্যাম্পসহ (২৭ কিলোমিটার) মোট দৈর্ঘ্য হবে ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। ঢাকা-আশুলিয়া আরও একটি উড়াল সড়ক নির্মিত হচ্ছে। উভয় এক্সপ্রেসওয়ে যুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার যানজট নিরসন, পরিবহণ সময় সাশ্রয় ও ব্যয় কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল: কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু হয় ২০১১ সালে। বাংলাদেশ ও চীন সরকার জিটুজি অর্থায়নে এ টানেল নির্মাণ করে। এ টানেল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১০ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৬ হাজার ৭০ কোটি এবং বাকি ৪ হাজার ৬২০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন। ২০১৬ সালের অক্টোবরে মূল নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে শেষ হলে এটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এ টানেলের নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল। এ টানেল চট্টগ্রামের আনোয়ারার শিল্পাঞ্চল, কে ইপিজেড, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতসহ পার্বত্য জেলার সঙ্গে চট্টগ্রাম শহরের যোগাযোগ সহজ করবে। চীনের সাংহাই শহরের আদলে কর্ণফুলীর দুই তীরে গড়ে উঠবে নান্দনিক শহর। শিল্প, বিদ্যুৎ অবকাঠামো ও পর্যটনশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ টানেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল: ৭ অক্টোবর ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন ঢাকাস্থ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল। তবে এটি বিমান ও যাত্রী চলাচলের জন্য এখনো খুলে দেওয়া হয়নি। ইতোমধ্যে এ টার্মিনালের প্রায় ৮৫ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ টার্মিনালের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন। জাপানের মিৎসুবিশি ও ফুজিতা এবং কোরিয়ার স্যামসাং এভিয়েশন এ টার্মিনালের নির্মাণকাজ করছে। এটি নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে ২১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকা দেবে বাংলাদেশ সরকার। বাকি টাকা জাপান সরকারের ঋণ সহায়তা। এ টার্মিনাল চালু হলে বছরে সেবা পাবেন প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রী। বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দুটি টার্মিনাল রয়েছে। এ দুই টার্মিনালের মোট আয়তন ১ লাখ বর্গমিটার। দ্বিতীয় টার্মিনালের আয়তন হবে ২ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার। সিঙ্গাপুর চাঙ্গি বিমানবন্দরের আদলে নির্মিত এ টার্মিনাল চালু হলে পৃথিবীর নামকরা এয়ারলাইনগুলো ঢাকায় তাদের বিমান চলাচল শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। রাজস্ব সংগ্রহসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ বিমানবন্দর হবে আরও একটি মাইলফলক।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র: বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি সমস্যা নিরসনে অন্য বহু দেশের মতো বাংলাদেশও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই লক্ষ্যে বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষর করে। প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলারে নির্মীয়মাণ এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে। এ প্ল্যান্টের দুটি ইউনিটের প্রতিটিতে ১২০০ মেগাওয়াট করে মোট ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। প্রথম ইউনিটটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এবং দ্বিতীয়টি ২০২৪ সালের জুন নাগাদ বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা ছিল। তবে করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পটি বেশ অনেকটা পিছিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম এনে টেস্ট রান করা হয়েছে। পুরোদমে উৎপাদন শুরু হলে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনো ঘাটতি থাকবে না বলে আশা করা যাচ্ছে।

ওপরের মেগা প্রকল্পগুলো ছাড়াও গত এক যুগে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও রাষ্ট্রের ঋণ সহায়তা নিয়ে আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। কোনো কোনোটির বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে; যেমন-মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মহেশখালী গভীর সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল সংযোগ, পূর্বাচল ৩০০ ফুট প্রশস্ত এক্সপ্রেসওয়ে, যমুনা নদীতে বিকল্প রেলসেতু নির্মাণ, খুলনা-মোংলা রেল প্রকল্প, আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা ইত্যাদি। এসব মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সাহসী ও দূরদর্শী পদক্ষেপের ফসল। সরকারের ধারাবাহিক স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা এবং দেশের সার্বিক অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির কারণেই মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। কারণ বৈদেশিক ঋণের পাশাপাশি প্রতিটি প্রকল্পেরই সরকারি অংশ থাকে। দেড় দশক ধরে গড়ে প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির কারণেই অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সামর্থ্য অর্জিত হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন-পরবর্তী সময়ে দেশের কর্মসংস্থান, রাজস্ব আহরণ, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং ভোগচাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। দু-একটি প্রকল্প ছাড়া অধিকাংশ প্রকল্পের রেট অব রিটার্ন ধনাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল তৈরি হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তাদের অভিজ্ঞতা বাড়ছে, সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মানের কাজের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন বেশকিছু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। ফলে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। উন্নয়নের লাইফলাইন এ প্রকল্পগুলো যেমন জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হচ্ছে, তেমনি নানা ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ প্রশমিত করছে।

লেখক: সাবেক সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান, বর্তমানে জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত

ফিলিস্তিনে মানবতা মার খাচ্ছে

কাজী সুফিয়া আখতার

ভূ-রাজনীতিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদগ্র প্রতিযোগিতার কারণে বিশ্বব্যাপী মানুষের মূল্য কমে যাচ্ছে। ক্রমেই কমে যাচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও মনুষ্যত্ববোধ। আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মোহে অন্ধ শাসক শ্রেণি নিজ নিজ রাষ্ট্রকে অমানবিক কার্যকলাপের দিকে ঠেলে দেয় পরিকল্পনামাফিক, রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কথা তুলে ধরে। ফলাফল, বেঘোরে প্রাণ যায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও নারীর।

রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধে দুই পক্ষেরই বহু নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে। অন্যদিকে গাজায় হামাস ও ইসরায়েল যুদ্ধে মূলত মারা যাচ্ছে ফিলিস্তিনের নিরীহ মানুষ। ইসরায়েল এই যুদ্ধে প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। ফলে বেসরকারি লোকজন, বিশেষ করে শিশু ও নারীরা অধিকসংখ্যায় মারা যাচ্ছেন। ইসরায়েল বাহিনীর নিষ্ঠুরতায় সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ আজ বাকরুদ্ধ, শোকাভিভূত।

জাতি-ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-শ্রেণি-নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য একটিই মাত্র পৃথিবী। সেখানে জাতিগত ধ্বংসের এমন উন্মত্ত আয়োজন কেন? এ কোন সভ্যতার বাহক ইসরায়েলের সরকার? আর তাদের শক্তিশালী সমর্থক ও অব্যাহত সমরাস্ত্র সরবরাহকারী বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের এটি কোন মানবাধিকারের নীতি? খোদ যুক্তরাষ্ট্রের এই অমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিদিন মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে। যুদ্ধ বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। তা-ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসনের টনক নড়ছে না।

বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে গাজার অনেক হৃদয়বিদারক খবর ও ছবি প্রকাশিত হচ্ছে। অবরুদ্ধ গাজায় ২৩ লাখ ফিলিস্তিনি বহুমাত্রিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। প্রতি ১০ মিনিটে একজন শিশু মারা যাচ্ছে। এরই মধ্যে ৬০ শতাংশ মানুষ যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ইসরায়েল শরণার্থী শিবিরে, হাসপাতালে বোমা নিক্ষেপ করেছে। আহত মানুষকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানও কঠিন হয়ে পড়েছে। যারা সারা পৃথিবীতে মানবাধিকারের সবক দিয়ে বেড়ায়, তাদের মানবাধিকার শেখাবে কে?

কয়েক দিনের যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় আরো ভয়ংকর আক্রমণ শুরু করেছে। জল, স্থল ও আকাশপথে একযোগে আক্রমণ চালাচ্ছে। মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হাসপাতালে, স্কুলে আশ্রয় নিয়েও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। খিদে নিয়ে বাচ্চারা কাঁদছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও এক ফোঁটা পানি নেই। বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিষ্পাপ শিশুরা কাঁদছে। তাদের কষ্টে, দুঃসহ বেদনায় সান্ত্বনা দেওয়ার মানুষ নেই। গাজার কোথাও যেন আশ্রয় নেওয়ার জায়গা নেই। স্কুল, হাসপাতাল কোথাও মানুষের নিরাপত্তা নেই। অকল্পনীয় বিপর্যয় ও বিধ্বস্ত অবস্থা। পরিস্থিতি দেখে-শুনে মনে হয়, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা যেন শিশুর রক্ষ আনন্দ অনুভব করছেন।

গাজা উপত্যকায় আজ কেবলই হাহাকার। খাদ্য নেই, বিদ্যুৎ নেই, পানি নেই, অসুস্থ, বৃদ্ধ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। কোথাও লুকিয়ে প্রাণ বাঁচানোর মতো নিরাপদ স্থান নেই। হায় রে মানুষ! নিজ ভূমিতে তাদের একি দুরবস্থা! আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘনের এমন ভয়ংকর উদাহরণ আর কয়টা আছে?

উত্তর, দক্ষিণ বা মধ্য নয়, সমগ্র গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের কোনো নিরাপত্তা নেই। নিরাপদে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। একাত্তরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল, বর্তমানে ইসরায়েল একইভাবে গাজা উপত্যকায় গণহত্যা চালাচ্ছে। হাতে গোনা কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া সারা পৃথিবী গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানাচ্ছে। কিন্তু ইসরায়েল সরকার কোনো কিছুতেই কর্ণপাত করছে না। জাতিসংঘের আহ্বানকেও আমলে নিচ্ছে না।

ফিলিস্তিনিদের অসহায় মৃত্যু বিশ্বের সব মানবিক মানুষকে বিচলিত করছে। নিজভূমে পরবাসী জীবনের বঞ্চনা থেকে ফিলিস্তিনের জনগণ মুক্তি পাক, তারা এই কামনা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যুক্তরাজ্যের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মের ফলে ফিলিস্তিনের ওপর শতাব্দী ধরে যে অবিচার, শোষণ, নির্যাতন ঘটে চলেছে, তার অবসান ঘটুক। জাতিগত নিধন বন্ধ হোক। এমন দাবি নিয়ে সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশের মানুষও সোচ্চার।

যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না। যুদ্ধে দুই পক্ষের অগণিত নিরপরাধ মানুষ মারা যায়। মানবিক ক্ষতি সাধিত হয়। মাটি, জল, বায়ু দূষিত হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ যুদ্ধ নয়, শান্তি চায়। অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা হোক।

লেখক: গবেষক ও নারী অধিকার কর্মী

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে

প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



জাবেদ আহমেদ

সাধারণ সম্পাদক
কুলাউডা বাংলাদেশি এসোশিয়েশন, ইউএসএস

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে

প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



শাহ আলাউদ্দিন

সাধারণ সম্পাদক
কুলাউডা বাংলাদেশি এসোশিয়েশন, ইউএসএস

মাহির বার্ষিক আয় ৮ লাখ, চড়েন ৫৬ লাখ টাকার গাড়িতে!



বিনোদন ডেস্ক: চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির বার্ষিক আয় ৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা। নগদ ও ব্যাংক মিলিয়ে নিজের নামে টাকা রয়েছে প্রায় আড়াই লাখ। ব্যবহার করেন ৫৬ লাখ টাকার জিপ! রয়েছে ৩০ তোলা স্বর্ণ, যার দাম ১৫ লাখ টাকা। তবে তার কোনো স্থাবর সম্পদ নেই। ব্যাংকঋণ রয়েছে ১৮ লাখ ২০ হাজার ৫২০ টাকা।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত তার হলফনামা থেকে জানা গেছে এসব তথ্য। হলফনামায় ব্যবহার করা হয়েছে তার পুরো নাম– শারমিন আকতার নিপা মাহিয়া।

হলফনামায় তিনি নিজের পেশা লিখেছেন চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ও ব্যবসায়ী। সে অনুযায়ী, ব্যবসা থেকে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ৩ লাখ টাকা। পেশা থেকে দেখিয়েছেন ৪ লাখ টাকা। অন্যান্য খাত থেকে আয় দেখিয়েছেন ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। যদিও সেখানে খাত সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

মাহির হলফনামা বলছে, তার নগদ রয়েছে দেড় লাখ টাকা আর ব্যাংকে জমা ১ লাখ ১৪ হাজার ৫৫৮ টাকা। তার স্বামী রকিব সরকারের হাতে নগদ রয়েছে ৩ লাখ টাকা আর তার নামে ব্যাংকে জমা ২৫ কোটি ৮১ লাখ ৫৫০ টাকা।

৫৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা দামের জিপ ব্যবহার করেন মাহিয়া মাহি আর স্বামী চড়েন ৮৩ লাখ টাকা দামের টয়োটা হ্যারিয়ার গাড়িতে। নিজের নামে রয়েছে ৩০ তোলা স্বর্ণ, যার মূল্য দেখিয়েছেন ১৫ লাখ টাকা। স্বামীর রয়েছে ৫০ তোলা স্বর্ণ, যার দাম দেখানো হয়েছে ২৫ লাখ টাকা। নিজের নামে কিছু না থাকলেও তার স্বামীর নামে রয়েছে ৮০ হাজার টাকার আসবাব ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী।

বছরান্তে মিমের হিসাব-নিকাশ!

বিনোদন ডেস্ক: শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) 'মানুষ' মুক্তি পেলো দেশের প্রেক্ষাগৃহে। সিনেমার একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম। এটি নির্মাণ করেছেন এ দেশের নির্মাতা সঞ্জয় সমাদ্দার। সুতরাং দেশের দর্শকের কাছে সিনেমাটি নিয়ে আসা তাদের জন্য আনন্দের। 'মানুষ' সিনেমায় নায়ক-নায়িকা চরিত্রে টালিউড সুপারস্টার জিৎ ও সুস্মিতা চ্যাটার্জি আর খল চরিত্রে জীতু কমল অভিনয় করেছেন। নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন জিৎ।



নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম বলেন, ছবিটা দেখার পর কলকাতার অনেকেই আমাকে মেসেজে, ফোনে ভালোলাগা জানিয়েছেন। এমনও দেখেছি, ছবি চলছিল, আমার যখন এন্ট্রি হলো, তখন দর্শক হাততালি, শিস দিচ্ছিলেন। এছাড়া অনেক ইতিবাচক রিভিউ চোখে পড়েছে। আর এখন দেশে মুক্তি পাচ্ছে। আশা করছি এখানকার দর্শকও পছন্দ করবেন।

মিম বলেন, পরিচালক সঞ্জয়দা আমাদের দেশের মানুষ। টালিউডে তার পরিচালিত প্রথম সিনেমা এটি, মুক্তি পেয়েছে ভারতে। এটাও গর্বের বিষয়। মিম বলেন, আসলে অনেক সিনেমার প্রস্তাব আসে কিন্তু গল্পটা তো আমাকে টাচ করতে হবে। সে রকম পাইনি।

তাহলে কি এই মুহূর্তে কোনো সিনেমাতেই কাজ করছেন না? মিমের স্পষ্ট জবাব, সে রকম না। মিম বলেন, ওয়াহিদ তারেকের পরিচালনায় 'দিগন্তে ফুলের আগুন' সিনেমার কাজ শেষ করলাম। এখন পোস্ট প্রোডাকশন চলছে। আর দেশে এখন ছবি কয়টা হচ্ছে? এমন তো না যে, অনেক ছবি হচ্ছে, আমিই করছি না। সে রকম তো না। যে গল্প-চরিত্রে আমি নিজে সন্তুষ্ট হতে পারব, সে রকম কাজের অপেক্ষায় আছি।

মিমকে সর্বশেষ প্রেক্ষাগৃহে দেখা গেছে গত ২২ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়া 'অন্তর্জাল' সিনেমায়। দীপংকর দীপন পরিচালিত এই সাইবার ক্রাইম থ্রিলার বেশ বড় পরিসরে বানানো হয়েছিল। এর প্রত্যাশাও ছিল অনেক কিন্তু মুক্তির পর কাঙ্খিত সাড়া মেলেনি। এর কারণ কী হতে পারে?

অভিনেত্রী জবাব দেন এভাবে- দেখুন, প্রযোজকের জায়গা থেকে তারা সন্তুষ্ট। আর এটা একেবারে নতুন ধাঁচের একটা সিনেমা। এ রকম গল্প আমাদের দর্শকের গ্রহণ করতেও তো একটা সময় লাগবে। সেই হিসেবে একেবারে মন্দ গেছে, তা বলব না। আর সব সিনেমা তো সমান সফল হবে না। কিছু কাজ হিট হবে, কিছু অ্যাভারেজ আবার কোনো সিনেমা ফ্লপ হবে; এটাই তো আর্টিস্টের জীবন।

সবশেষে বছরান্তের ছোট্ট অনুভূতি ব্যক্ত করেন মিম, সবমিলিয়ে ভালোই গেছে। দুটো বড় ছবি মুক্তি পেল। একটি ওয়েব সিরিজ। কয়েকটা নামি ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করলাম। এই তো।

পপি ম্যাডাম কি বলেছেন আমি তার হাজবেন্ড?

বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নায়িকা সাদিকা পারভীন পপি। তিন বছরের বেশি সময় ধরে কোনো কাজের খবরে নেই, তাকে দেখা যায় না চলচ্চিত্র অঙ্গনের কোনো আড্ডায়ও। এর মধ্যে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। এরপর আবার উধাও। এর কয়েক দিন পরই তিনি নিজের বিয়েসংক্রান্ত খবরের শিরোনাম হন।



এমনও শোনা গেছে, সন্তানের মা হয়েছেন পপি। তবে স্বামী কে, কবে সন্তান হলো, তারা কোথায় থাকেন, তা কেউ বলতে পারেননি। কয়েক মাস বিরতির পর আবারো খবরের শিরোনাম হলেন। এবার বলা হচ্ছে- পপির স্বামী আদনান কামাল জাহাজ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তার সন্তানের নাম আয়াত।

গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এক খবরে জানা গেল, আদনান কামাল নামের এক ব্যবসায়ীকে বিয়ে করেছেন চিত্রনায়িকা পপি। এ সংসারে আয়াত নামে তার দুই বছর বয়সি সন্তানও রয়েছে। এ নিয়ে পপির কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পপির বিয়ের খবরটি প্রকাশ্যে আসার পর জাহাজ ব্যবসায়ী আদনান কামাল বলেন, গতকাল সারা দিন আমার কাছে কয়েক হাজার ফোন এসেছে। আমি বিরক্ত। আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করছে, যেন আমি রিমান্ডে আছি। অনেকে এমনও লিখেছেন- আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। আমাকে এসব করে রীতিমতো ভাইরাল করে দিয়েছে। আমার ওয়াইফও বিষয়টি বেশ উপভোগ করছে।

কথায় কথায় আদনান কামাল বলেন, আমি পুরান ঢাকার ছেলে। মানুষের ইজ্জত-সম্মান অনেক বড় জিনিস। কাউকে ছোট করে কেউ কখনো বড় হতে পারে না। যে সাংবাদিক লিখেছেন, তাকে আমি বকা দেব না। তার মা-বাবা কষ্ট করে পড়াশোনা করিয়ে সাংবাদিক বানিয়েছেন। সম্মানজনক একটা পেশায় কাজ করছেন তিনি; কিন্তু তিনি তো এভাবে না বুঝে লিখতে পারেন না। নিশ্চিত না হয়ে কারও ছবি এভাবে দেওয়া উচিত নয়। পুরো ব্যাপারে আমি খুব সারপ্রাইজড।

তবে এ রকম নিউজ নিয়ে পড়ে থাকলে তো আর আমার চলবে না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, জেনে লিখুন। না জেনেও যদি লিখতে চান, তা-ও লিখুন; কিন্তু খারাপ লাগছে এটা দেখে, আপনারা আমার তিন সন্তানকে নিয়ে লেখালেখি করছেন, এটা খুবই কষ্টদায়ক।

কিন্তু আপনার সঙ্গে চিত্রনায়িকা পপিকে জড়িয়ে কেন কথা হচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাবে কামাল বলেন, পপি ম্যাডাম আমাদের পারিবারিক বন্ধু। আমার ওয়াইফের বড় বোনের ফ্রেন্ড। ২০১৮ সালে আমার ছোটবোনের বিয়েতেও এসেছিলেন। গায়েহলুদের অনুষ্ঠানেও এসেছিলেন। আমাদের শো করেছেন।

তিনি বলেন, শাহরুখ খানও বিয়েতে নাচতে যান, তাই বলে কি শাহরুখ খানের লগে ওই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়? আমরা ঢাকাইয়া মানুষ। খাওন-দাওনের মানুষ। কেউ আসলে খাওন-দাওন না করে ছাড়ি না। এখন যদি আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে কিছু বলে, তাহলে কী বলব!

ওই ব্যবসায়ী বলেন- জানেন, আমার ওয়াইফকেও জিজ্ঞেস করেছি, পপির সঙ্গে তাদের পরিচয় কবে থেকে। সে জানিয়েছে, ২০০৪ থেকে তাদের পরিচয়। বাসায় যাওয়া-আসা। তখন তো আমার বিয়েও হয়নি। আমার বিয়ে হয়েছে ২০১১ সালে।

কথার একপর্যায়ে আদনান কামাল বলেন, পপি ম্যাডাম কি কোথাও বলেছেন আমি তার হাজবেন্ড?

এরপর আদনান কামালের কাছে প্রশ্ন ছিল তাহলে আপনার সঙ্গে বিয়ের কথা উঠল কেন? এর উত্তরে বলেন, আমার জীবনে এ ধরনের কথা কখনই ওঠেনি। পারিবারিক বন্ধুত্বের কারণে পপি ম্যাডামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুর মতো। তিনি আমাদের বাড়িতে আসছেন, আমরা তার বাড়িতে গেছি; কিন্তু এটাকে এভাবে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কোনো মানেই হয় না।

আপনাদের সংসারে আয়াত নামের একটি সন্তান রয়েছে বলেও খবর এসেছে? 'না, না, এটা মিথ্যা কথা। আমার তিন সন্তান। বড় মেয়ে আদিবা, ছোট মেয়ে আজরীন ও ছেলে আলভী। আমার মনে হয়, সমাজে আমাকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এ কাজ প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীরা করেছেন। আমার তিন-চারজনকে সন্দেহ হয়েছে। তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তারপর নামটা বলতে চাই।



আমি খুব বিপদে আছি, চারপাশে সব ফেরেশতা : অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক: কখনো শাকিব খান আবার কখনো বুবলীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিয়ে সারা বছর আলোচনায় আছেন চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস। এসবের মাঝে নতুন ঝড় তুলেছে গান বাংলার চেয়ারম্যান ফারজানা মুন্নি এবং চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাসের কথোপকথনের একটি অডিও রেকর্ড ভাইরাল নিয়ে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই ফোনালাপ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন ফারজানা মুন্নি। যেখানে সরাসরি জানিয়েছেন, অপু বিশ্বাস তার অনুমতি না নিয়েই কলটি রেকর্ড করেছেন। তখন তিনি মানসিকভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন না।

এ ঘটনার পর বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিয়েছেন অপু। যেখানে তিনটি বাক্যে কাউকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন তিনি, যা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন নেটিজেনরা।

নিজের ফেসবুক পেজে একটি স্ট্যাটাসে অপু বিশ্বাস প্রথম পয়েন্টে লেখেন- 'মানুষ হয়ে খুব বিপদে আছি, চারপাশে সব ফেরেশতা!' দ্বিতীয় পয়েন্টে খানিকটা ব্যাঙ্গ করে তিনি লিখেছেন- 'এতদিন আমার আবেগ কাজ করেছে, বিবেক কাজ করেনি'। তৃতীয় পয়েন্ট লেখেন- 'স্ক্রিপ্ট অনেক দুর্বল'।

স্ট্যাটাসটির মন্তব্য ঘরে একজন লিখেছেন- 'আবার নতুন কিছু ঘটার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি।' আরেকজন লিখেছেন, 'ধৈর্য রাখুন, সবাই আপনাকে ঠকালেও মহান আল্লাহপাক আপনাকে কোনদিনও ঠকাবেন না! ইনশাআল্লাহ।'

২০০৬ সালে আমজাদ হোসেন পরিচালিত কাল সকালে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্রে পা রাখেন অপু বিশ্বাস। ৭২টিরও বেশি চলচ্চিত্রে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তিনি।

সবশেষ ঈদে মুক্তি পেয়েছে অপু বিশ্বাস অভিনীত সিনেমা 'লাল শাড়ি'। অভিনয়ের পাশাপাশি সরকারি অনুদানের এ সিনেমা প্রযোজনা করেন তিনি।



কমিউনিটির ভালোবাসায় সিক্ত টাইম টেলিভিশন ও বাংলাপত্রিকা

(প্রথম পাতার পর)

তুলে দেন কংগ্রেসম্যান ও প্রতিনিধি সভায় ডেমোক্র্যাট দলের নেতা হেকিম জেফরি। ইউএস কংগ্রেসে নিউইয়র্কের ৮ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি তিনি। আরও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামস। বক্তৃতায় হাকিম জেফরিস টাইম টেলিভিশনের উদ্বোধনী দিনের কথা স্মরণ করে বলেন, মাত্র ৯ বছরে প্রতিষ্ঠানটি কমিউনিটির গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিসরে ভূমিকা রাখতে পারছে, এটা গৌরবের। একই কথা উঠে আসে মেয়র এরিক অ্যাডামসের কণ্ঠেও।

অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমেও ফুটিয়ে তোলা হয় এই কমিউনিটির উন্নয়নে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছে তার নানা দিক। সম্পাদক ও সিইও আবু তাহের তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার যাত্রাকালের নানা চড়াই উৎড়াই। এবং সামনে এগিয়ে চলার শপথ। বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর অতিমারির সময়ে এই দুটি সংবাদমাধ্যমকে হাতিয়ার করে কমিউনিটিকে সর্বোচ্চ চেষ্টায় সহায়তা দিতে তারা পাশে ছিলেন সেটা উল্লেখ করেন আবু তাহের। একই সঙ্গে সেই প্রচেষ্টায় কমিউনিটির অনেককেই যেমন পাশে পেয়েছিলেন সেটাও কৃতজ্ঞতারা সাথে স্মরণ করেন তিনি। আর সে কারণেই এই বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত হাফিজ আব্দুল্লাহ মুত্তাকি, বাইবেল থেকে পাঠ করেন ডেভিড সরকার এবং গীতা থেকে পাঠ করেন সবিতা দাস। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পর বক্তৃতামালা, শুভেচ্ছা বার্তা ও বিভিন্ন উপস্থাপনা দিয়ে তা এগিয়ে যেতে থাকে। কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিস, মেয়র এরিক অ্যাডামস ছাড়াও এতে বক্তা ছিলেন কংগ্রেসম্যান জামাল বোম্যান, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের তিন তরুণ মোটিভেশনাল স্পিকার প্রিসিলা, মরিয়ম মাসুদ ও ফাতিহা আয়াত। আরো বক্তব্য রাখেন স্টেট সিনেটর জন লু, উগান্ডান বংশোদ্ভুত ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানি, অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার, সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, নিউইয়র্কে মূলধারার রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশী মেরী জোবায়দা, অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর কুইক মানি এক্সচেঞ্জ'র সিইও মনির হোসাইন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ডা. মাসুদুর রহমান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ডিষ্ট্রিক্ট এট লার্জ এটর্নি মইন চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ আলী, ফার্মাসিস্ট সাহাব আহমদ, ফ্লোরিডা থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক দিনাজ খান, এটর্নী প্যারি ডি সিলভা, শহীদ উদ্দিন, শেখ আল মামুন সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে আরও যারা অভ্যাগত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন সিটি কাউন্সিলম্যান স্টিফেন রাঘা ও সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এটর্নী নাজমুল আলম, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সোসাইটির ট্রাষ্টি সদস্য ও বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মুনার কোরআন বিতরণ বিভাগের প্রধান প্রফেসর মওলানা রুহুল আমীন, মুনার মিডিয়া বিভাগের প্রধান, আনিসুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার ও কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কবীর আহমেদ চৌধুরী, ড. জাহাঙ্গীর কবীর, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন, মঈনুজ্জামান চৌধুরী, কাজী আজম, ফিরোজ আহমেদ, আহবাব চৌধুরী খোকন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কমিউনিটির প্রতিটি অর্জনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে টাইম টেলিভিশন। প্রতিটি সংকটে শত প্রতিকূলতা ও ঝুঁকির মাঝেও উপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে পিছপা হয়নি। প্রতিষ্ঠার ৯ বছরে টাইম টেলিভিশনের সাফল্যের প্রশংসা ফুটে উঠেছে তাদের কথায়, উপস্থিতিতে। আগামী দিনে একটি পরিপূর্ণ গণমাধ্যম হিসেবে টাইম টেলিভিশন কমিউনিটির প্রত্যাশা পূরণে আরো সৃজণশীল কাজ করবে- এমন প্রত্যাশা ব্যাক্ত করেছেন সকলে।

সবশেষে বাংলাদেশ থেকে আগত এবং নিউইয়র্কের স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী ও বাউল কালা মিয়া সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাপা'র শিল্পীরা দলীয় নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ফাতেমা শাহাব রুমা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কমিউনিটির ভালোবাসায় সিক্ত টাইম

(প্রথম পাতার পর)

আগে মাইরি দেখেছেন নিউইয়র্ক অফিস অব ভিকটিম কমপেনসেশন এরই মধ্যে কতটা কি করে। অর্থসহায়তা কিংবা কাউন্সেলিংয়ের মতো সেবা দেওয়া হয় কিনা। এসব দেখেই তিনি নতুন বিলটি এসেছেন।'

২০২১ ও ২০২২ সালে এখানে ৮৩০০টি জন অপরাধী তৎপরতার শিকার হয়ে এখানে রিপোর্ট করেছেন। যার মধ্যে ব্যক্তিগত জখম, হত্যাকান্ড, সম্পদহানির মতো ঘটনা রয়েছে। এর মধ্যে ৭৯০০টি দাবিই গ্রহণ করা হয়েছে ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে।

এই সব অপরাধের ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য যাচাই করতে বিভাগের পক্ষ থেকে পুলিশের সংস্থাসমূহ, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয়, শিশু সুরক্ষা সেবা, আদালত ও অন্যান্য ক্রিমিনাল জাস্টিস এজেন্সির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। মাইল্ডির আনা বিলে, অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে এমন ঘটনা আদৌ ঘটেছে কিনা তা প্রমাণে আইনপ্রয়োগকারীদের যে কাগজপত্র দেওয়ার বিধান ছিলো তা বাতিল করা হয়েছে।

'কেউ একজন বুলেটবিদ্ধ হয়ে নিহত হতে পারেন, কিন্তু একটি বুলেট তাদের গোটা পরিবারের জীবনটাকেই তছনছ করে দিতে পারে না' বলেন মাইরি। তিনি জানান, বিলটি লেখার আগে তিনি কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে সঠিক প্রয়োজনটি সুনিশ্চিতভাবেই এতে উঠে আসে।

নতুন আইনটি ২০২৫ এর ৩১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে বলে গভর্নর হোকুলের দফতর থেকে পাঠানো একটি মেমোতে বলা হয়েছে। গভর্নর বলেন, তিনি এই বিলে স্বাক্ষর করেছেন কারণ তিনি জানেন, স্রেফ আইনীপ্রয়োগকারীর তরফ থেকে কাঙ্খিত সহায়তা মিলবে না, এমনটা ভেবেই অনেকে অপরাধের শিকার হয়েও তা সংশ্লিষ্ট দফতরকে জানান না।

'শাহাব উদ্দীন- আমীন' প্যানেল জয়ী

(শেষের পাতার পর)

'শাহাব উদ্দীন- আমীন' প্যানেল ও 'কয়েছ-আলম' প্যানেল।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের এবারের নির্বাচনে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ১১টি পদে ১৪জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ পর্যন্ত টানা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, রোববারের নির্বাচনে 'শাহাব উদ্দীন- আমীন' প্যানেলে সকল প্রার্থীই জয়ী হয়েছেন। এই প্যানেলের বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- শাহাব উদ্দীন, সহ সভাপতি- ডা. আহসান উল্লাহ, সেক্রেটারী- আমিন হোসাইন, জয়েন্ট সেক্রেটারী- মোহাম্মদ এ রহীম, ট্রেজারার- মোহাম্মদ শফোত খান, জয়েন্ট ট্রেজারার- মোহাম্মদ মোতাইর হোসাইন ও প্রোজেক্ট অর্গানাইজার- আব্দুস সালাম মিয়া। ইতিপূর্বে এই প্যানেল থেকে ৪জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এরা হলেন: জেটি প্রোজেক্ট অর্গানাইজার মহিত পারভেজ, কার্যকরী সদস্য আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ এ ইসলাম ও জসিম আহমেদ সাদেক।

আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ এম এ কাইয়্যুম। কমিশনের সদস্যরা হলেন যথাক্রমে আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, মিসবাহ আহমে, মো. জসিম উদ্দিন ও আব্দুল বারী।





অধিনায়ক থাকা না থাকা নিয়ে মুখ খুললেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের উদ্দেশে দেশছাড়ার আগে সাকিব আল হাসান জানিয়েছিলেন, বৈশ্বিক আসর শেষে তিনি আর অধিনায়কত্ব করবেন না। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো বিসিবিকে কিছু বলেননি তিনি। যে কারণে বিসিবি বলছে– এখনো সব ফরম্যাটের অধিনায়ক সাকিবই। গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিসিবির ক্রিকেট অপরারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস জানিয়েছিলেন, তিন ফরম্যাটেই বাংলাদেশের অধিনায়ক এখনো সাকিব আল হাসান। এর পর নিজের অধিনায়কত্ব নিয়ে শনিবার এক অনুষ্ঠানে মুখ খুলেছেন টাইগার অধিনায়ক।



নেতৃত্ব প্রসঙ্গে সাকিব বলেছেন, এই সিরিজের পর আমাদের নির্বাচনটাও শেষ হবে। নির্বাচন শেষে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব। কীভাবে দেশের ক্রিকেটকে এগিয়ে নেওয়া যায়। সবাই মিলে চিন্তা করে যেটা ভালো মনে হয় আমরা সেটিই করব। যদি মনে হয় আমার আরও কিছু দিন কন্টিনিউ করা উচিত তা হলে সেটিই করব। তিনি আরও যোগ করেন, আর যদি মনে হয়, শান্ত-মিরাজ-লিটনরা আছে, ভালো কিছু করার সম্ভাবনা ওদের মধ্যে আছে। ওরা আরও বেশি ইয়াং, এনার্জেটিক। খারাপ হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখি না।

এর আগে সাকিব অধিনায়কত্ব নিয়ে জালাল বলেছিলেন, মিডিয়াতে তার স্টেটমেন্টটা দেখেছি। অবশ্যই এটা আনন্দের ব্যাপার, এখন সে দেশের ক্রিকেটের ওপর বেশি ফোকাস করবে বাইরের ফ্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট থেকে। তো এটা আমাদের জন্য বড় একটা স্বস্তিদায়ক খবর। আমরা চাই সাকিব আমাদের এখানে যতগুলো ফরম্যাট আছে, সে যাতে আমাদের দেশের জন্য খেলে এটিই আমাদের কামনা।

সাকিবকেই লম্বা সময়ের জন্য নেতৃত্বে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বিসিবির এ কর্মকর্তা বলেছিলেন, এখানে আসলে রিকনসিডারের পার্টটা আসে না। স্টিল সে আমাদের অধিনায়ক। এখন আমরা শান্তকেই দিয়েছি। শান্তকে আমরা বলেছি যে, সামনে দুটা সিরিজ আছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে, যার জন্য তাকে আমরা অধিনায়কত্ব দিয়েছি।



পার্থ টেস্টে নতুন মাইলফলকে বাবর

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তানের তারকা ব্যাটার বাবর আজম একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছেন। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পার্থ টেস্টের তৃতীয় দিনে তিনি এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন। খবর ক্রিকেট পাকিস্তানের। ২৯ বছর বয়সি এই ব্যাটসম্যান পঞ্চম পাকিস্তানী হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৩ হাজার রান অতিক্রম করেছেন। তার দুর্দান্ত গড় ৪৯.০৮, শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের মধ্যে সর্বোচ্চ। ৩০১ ইনিংস জুড়ে, আজম ৩১টি সেঞ্চুরি ও ৮১টি হাফসেঞ্চুরি করেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের দিক দিয়ে রয়েছেন ইনজামাম-উল-হক। তিনি ২০ হাজার ৫৪১ রান সংগ্রহ করেছেন। আর তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে রয়েছেন ইউনিস খান, মোহাম্মদ ইউসুফ, জাভেদ মিয়াঁদাদ ও বাবর আজম।

এদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টের তৃতীয় দিনশেষে চালকের আসনে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে ৩০০ রানে এগিয়ে অজিরা। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৪৮৭ রানের জবাবে ২৭১ রানে অলআউট হয়ে ফলো-অনে পড়ে পাকিস্তান। কিন্তু সফরকারীদের ফলো অন না করিয়ে ২১৬ রানে এগিয়ে থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনশেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ৮৪ রান করেছে তারা।

দ্বিতীয় দিন শেষে নিজেদের প্রথম ইনিংসে ৫৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৩২ রান করেছিল পাকিস্তান। ৮ উইকেট হাতে নিয়ে ৩৫৫ রানে পিছিয়ে ছিল উপমহাদেশের দলটি। ইমাম উল হক ৩৮ ও নাইটওয়াচম্যান খুররাম শাহজাদ ৭ রানে অপরাজিত ছিলেন।



যুব এশিয়া কাপের নতুন চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ১০ আসরের মধ্যে এককভাবে ৭ বার চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। একবার শিরোপা জিতে আফগানিস্তান। এবার শিরোপা জিতল বাংলাদেশ। ২০১২ সালে টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসরে ফাইনাল ম্যাচটি টাই হওয়ায় ভারত-পাকিস্তানকে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। এবারের আসরেও হট ফেভারিট ছিল ভারত। তাদেরকে সেমিফাইনালে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ফাইনালে উঠে বাংলাদেশ। রোববার (১৭ ডিসেম্বর) অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের দশম আসরের ফাইনালে আরব আমিরাতকে ১৯৫ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে নতুন চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ।

যুব এশিয়া কাপের টানা দ্বিতীয় এবং সবমিলে তৃতীয়বারের আয়োজক দেশ আরব আমিরাত। গতবারের মতো এবারও আরিমাতেই অনুষ্ঠিত হয় অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। স্বাগতিকরা টুর্নামেন্টের ফেভারিট দল পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রথমবারের মতো ফাইনালে উঠে বাংলাদেশের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করে।

রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠায় আরব আমিরাত। আগে ব্যাট করতে নেমে আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরি আর রিজোয়ান হোসেন ও আরিফুলের জোড়া ফিফটিতে ভর করে ৮ উইকেটে ২৮২ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর গড়ে বাংলাদেশ।

দলের হয়ে ১৪৯ বলে ১২টি চার আর একটি ছক্কায় ১২৯ রান করেন আশিকুর রহমান শিবলি। টুর্নামেন্টে এটা তার দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। এর আগে গত ১৩ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীলংকার বিপক্ষে ১৩০ বলে ১১৬ রানের লড়াকু ইনিংস খেলে দলকে সেমিফাইনালে তুলে দেন। আজ ফাইনালে শিবলি করেন সেঞ্চুরি। এছাড়া রিজোয়ান ও আরিফুল ৭১ বলে ৬০ আর ৪০ বলে ৫০ রান করে করেন।

যুব এশিয়া কাপের প্রথম শিরোপার লক্ষ্যে ৩০০ বলে ২৮৩ রানের টার্গেট তাড়ায় ইনিংসের শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে যায় আরব আমিরাত। টুর্নামেন্টের স্বাগতিকরা ইনিংসের শুরু থেকে সময়ের ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে ২৪.৫ ওভারে ৮৭ রানে অলআউট হয়। বাংলাদেশ দলের হয়ে মারুফ মৃধা ও রোহানাত দৌলত বর্ষন ৩টি করে উইকেট নেন। ২টি করে উইকেট নেন ইকবাল হোসেন ইমন ও শেখ পারভেজ হোসেন জীবন।

মরুভূমিতে কী খুঁজছেন সানিয়া মির্জা?

স্পোর্টস ডেস্ক: নিয়মিত সামাজিক মাধ্যমে দৈনন্দিন নানা আপডেট দিয়ে থাকেন সানিয়া মির্জা। পেশাদার ও ব্যক্তিগত জীবন ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতেই পছন্দ করেন ভারতীয় এই টেনিস তারকা। ছবি ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামে তার সর্বশেষ পোস্টে মরুভূমিতে খালি পায়ে থাকা অবস্থায় একটি ছবি আপলোড করেছেন তিনি।

ছবিটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের একটি মরুভূমিতে তোলা। এতে দেখা যায়, ধূসর রঙয়ের একটি লম্বা পোশাক পরে মরুভূমির বুকে দাড়িয়ে আছেন সানিয়া মির্জা। সেইসঙ্গে সোনার কানের দুল এবং তিনটি ব্রেসলেটের সেট দিয়ে সেজেছেন তিনি। ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, আপনি যা খুঁজছেন তা বাইরে নয়, আপনার ভেতরেই রয়েছে।

ভক্তরা তার সৌন্দর্য এবং স্টাইল দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তার শেয়ার করা এই ছবিতে কমেন্টবক্সে একজন লিখেছেন, তিনি অবশ্যই আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর নারীদের মধ্যে একজন। আরেকজন লিখেছেন, আপনার অসাধারণ অনুগ্রহ ও শক্তি সত্যিই বিশ্বব্যাপী প্রতিধ্বনিত হয়। বাহ খুব মিষ্টি এবং সুন্দর চেহারা। আরেকজন ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, তুমি আমার প্রিয় টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মালিকের সঙ্গে বিয়ের কারণে সানিয়া শুধু ভারতেই নয় পাকিস্তানেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই দম্পতি ২০১০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইজহান নামে তাদের পাঁচ বছরের একটি ছেলে রয়েছে।

গত বছর বিবাহবিচ্ছেদের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পরে তাদের সম্পর্ককে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে সানিয়া বা শোয়েব কেউই এখনও তাদের বিবাহবিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি।



‘দেখানো’র নির্বাচনে নতুন কী দেখা যাবে?

॥ হাসান মামুন ॥

নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিপক্ষ না থাকলে কোনো ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ যে হয় না- সেটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। প্রকাশ্যে না হলেও একান্ত আলাপে সরকার সমর্থকরাও এটা স্বীকার করছেন। সরকারও চাইছে আসছে নির্বাচনে বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখাতে; সেটা সমমনা দলগুলোর মধ্যে হলেও। মাঠের বিরোধী দল বিএনপি পারত বিদ্যমান পরিস্থিতিতেই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভিন্ন একটা পরিস্থিতি দেখতাম। এর আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালের নির্বাচনে কিন্তু তারা অংশ নিয়েছিল। তবু সেটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি। ‘অংশগ্রহণমূলক’ হলেও নির্বাচন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নাও হতে পারে, তার ভালো উদাহরণ ২০১৮-এর নির্বাচন। সে অভিজ্ঞতার কারণেও বিএনপি এবারের নির্বাচনে আসতে রাজি হয়নি। এবারের নির্বাচনের ওপর অবশ্য প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের গভীর দৃষ্টি রয়েছে। নতুন এ উপাদানটিও বিএনপিকে নির্বাচনে উৎসাহী করতে পারেনি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সরকারও চায়নি তারা আসুক। সেটা তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাড়তি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করত। তার বদলে এখন সহজ হয়ে গেছে নির্বাচন পার করাটা!

বাধা একটাই- জোটসঙ্গী ও সমমনা যাদের আনা গেল, তাদের শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে ধরে রাখা। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কিন্তু নির্বাচন থেকে সরে যাওয়া যায়। ভোট গ্রহণ চলাকালেও নির্বাচন বর্জন করা সম্ভব। ফলও প্রত্যাখ্যান করা যায়। সংসদে যোগ দিয়েও পদত্যাগের সুযোগ রয়েছে। এ অবস্থায় নির্বাচনে অংশ নিয়ে সরকারকে সহায়তায় যারা এগিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে এমন কিছু করা যাবে না, যাতে তারা বেঁকে বসে। তাদের ধরে রেখে বরং দেখানোর চেষ্টা করতে হবে, বিএনপি নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে থাকলেও এটাকে ‘অংশগ্রহণমূলক’ করা যায়। সংসদকেও ‘বহুদলীয়’ রূপে হাজির করা সম্ভব। যারা এ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হলো এটা করে দেখানো।

কাকে ‘দেখানো’ হচ্ছে, সেটা অবশ্য প্রশ্ন। বিশ্ব সম্প্রদায়ের যে অংশটি এখানে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায়, তারা কি এমন নির্বাচন এই প্রথম দেখছে? দেশের মানুষও কি এ ধরনের নির্বাচন আর দেখেনি? বয়সের কারণে যারা সামরিক শাসনামলের ‘পাতানো নির্বাচন’ দেখেনি, তারাও নিকট অতীতে ২০১৪ সালে এমন নির্বাচন হতে দেখেছে। ২০১৮ সালেরটিও ‘আসন ভাগাভাগির নির্বাচন’ ছিল বলে মনে করা হয়। এমন অভিযোগও রয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন পাবে বলে সমঝোতার ভিত্তিতে খোদ বিএনপিই এতে অংশ নিয়েছিল। তাদের হয়তো আশা ছিল, ক্ষমতায় ফিরতে না পারলেও সংসদে প্রধান বিরোধী দলের হৃত অবস্থান পুনরুদ্ধার করা যাবে। তার পরেরটা পরে দেখা যাবে!

কিন্তু নির্বাচনে জাতীয় পার্টি (জাপা) বেরিয়ে আসে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে। বিএনপি পায় মোটে ৭টি আসন। এত কমসংখ্যক আসন নিয়ে কী করবে, সেটা ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে দলটি। একটা পর্যায়ে সংসদ থেকে বেরিয়ে আসে তারা; কিন্তু রাজপথেও সেভাবে দাঁড়াতে পারেনি। দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি তাদের। এ কাজে



প্রশাসন থেকে সরকার পেয়েছে নজিরবিহীন সহায়তা। সেটা পাওয়ারই কথা। কেননা, ততদিনে প্রশাসনযন্ত্রে ক্ষমতাসীনদের অদৃষ্টপূর্ব কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছে। এ অবস্থায় মাঠে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা প্রায় অসম্ভব। তা সত্ত্বেও পশ্চিমা চাপের সুবাদে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নজির গড়তে পেরেছিল বিএনপি। নিত্যনতুন বাধার মুখেও বড় বড় জমায়েত রচনায় সক্ষম হয় দলটি। জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতেও সক্ষম হয়। তবে ২৮ অক্টোবরেই ঘটে এর পরিসমাপ্তি। সেদিন কী ঘটেছিল, তা মোটামুটি সবার জানা। সেটি পুঁজি করে নির্বাচনের আগে কেমন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাও কারও অজানা নয়। পশ্চিমা প্রতিশ্রুতিতেও নির্বাচনে এসে বিএনপি যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে না পারে, সরকার সেটা নিশ্চিত করেছে। সে কারণেই বোধ হয় তপশিল ঘোষণার আগমুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ‘নিঃশর্ত সংলাপ’-এর প্রস্তাবও ফিরিয়ে দেয় সরকার। তার ‘নির্বাচনের ট্রেন’ ছেড়ে দিয়েছে তখন। এতে যাত্রী হয়েছে শুধু সমগোত্রীয়রা। এভাবে যেতে যেতেই নির্বাচনকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ’ করে দেখানোর চেষ্টা চলছে এখন।

চেষ্টাটা একান্তই সরকারের। নির্বাচনে এক ধরনের ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা’ দেখাতে তারা এমনকি নিজ দল থেকে স্বতন্ত্র ও ডামি প্রার্থী রাখতে ইচ্ছুক। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে- কেউ যেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যেতে না পারেন। ক্ষমতাসীনরা স্পষ্টতই চাইছেন ২০১৪ সালের নির্বাচনের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে। সেটা নিতান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও। আর নির্বাচন কমিশন বলছে, ‘আগের রাতে ভোট’ হয়ে যাওয়ার মতো অভিযোগ আর উঠতে দেওয়া হবে না। সে জন্য কেন্দ্রে ব্যালট পেপার পাঠানো হবে ভোটের দিন ভোরে।

ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টাও এবার করা হবে। এ জন্য স্বয়ং সরকারপ্রধান নাকি চাইছেন সমমনা দল, এমনকি জোটসঙ্গীরা নিজ সক্ষমতায় ভোট করুক। কিন্তু তাদের কারোরই নাকি সক্ষমতা নেই জিতে আসার। আগে হয়তো কারও কারও ছিল; তবে গত ১৫-১৭ বছরে সে সক্ষমতা হারিয়েছেন। ২০০৮ সাল থেকে সরকারের সহযোগী জাপারও ভোট কমেছে এবং এমনকি ‘নিজেরা নিজেরা’ নির্বাচনে জিতে আসার সক্ষমতাও কমেছে। যাদের কিছুটা সক্ষমতা রয়েছে, তাদেরও মনোভাব হলো, এ ধরনের নির্বাচনে ‘ঝুঁকি নেওয়া’র কী দরকার! এদের অভিন্ন চাওয়া- ক্ষমতাসীন দলের এমনকি স্বতন্ত্র প্রার্থীও যেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না থাকেন।

এদিকে ক্ষমতাসীন দল নিজেই আছে স্বতন্ত্র ও ডামিদের নিয়ে দুশ্চিন্তায়। তাদের ক’জনকে মাঠে রাখবে, ক’জনকে বসিয়ে দেবে- সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কমছে না। এ অবস্থায় জোটসঙ্গী ও সমমনা দলগুলোর এমপি হতে ইচ্ছুকদের নির্বিঘ্নে জেতার ব্যবস্থা করা কঠিন। এমন ধারার নির্বাচনে সব দলেই এমপি হওয়ার আকর্ষণ তো বেড়েছে। এ অবস্থায় পশ্চিমা চাপে বেকায়দায় থাকা সরকারকে ‘অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন’ অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে যারা এগিয়ে এসেছেন, তাদের সবারই আছে নির্বিঘ্নে এমপি হওয়ার চাহিদা। সরকার এখন কী করবে? হয় দলীয় প্রার্থীদের বসিয়ে দিয়ে জোটসঙ্গী ও সমমনাদের প্রত্যাশিত মাত্রায় জিতিয়ে এনে পুরস্কৃত করা। নইলে নিজ দলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করে তাদের নতুন দল গড়তে বলা। তখন সেটাই হবে প্রধান বিরোধী দল। এ অবস্থায় জাপা হয়তো নির্বাচন বর্জন করবে।

মাঠের বিরোধী দল নির্বাচনে নেই; সংসদের বিরোধী দলও নেই; এতে নির্বাচনটি আরও প্রশ্নবিদ্ধ হবে হয়তো। তাতেও সমস্যা নেই, নতুন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে। ‘কিংস পার্টি’গুলোর পারফরম্যান্স ভালো হলে অবশ্য জাপার দরকষাকষির ক্ষমতা এমনিতেই কমত। জোটসঙ্গীদেরও যেটুকু কদর রয়েছে, তা থাকত না।

এখন কীভাবে কী করা, সেটা স্থির করবে ক্ষমতাসীন দলের হাইকমান্ড। নির্বাচন যেভাবে খুশি করে ফেলতে পারবে তারা। আরেকটি মেয়াদ ক্ষমতায় থাকার ক্ষেত্রে দেশের ভেতর থেকে গণ্য করার মতো কোনো বাধা তো নেই। অবস্থা এমন যে, ৩০০ আসনেই জেতা বোধ হয় সম্ভব। সেটা তো আর হয় না। তাই নিজেদের আসন যথাসম্ভব কমিয়ে, সহযোগীদের দিয়ে-থুয়ে নির্বাচনকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ’ ও সংসদকে ‘বৈচিত্র্যময়’ দেখানোর কাজটা করতে হবে সযত্নে। তবু গোড়ার প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে- কাকে দেখানো?

আর এসব দেখে তারা কি ‘লা-জবাব’ হয়ে থাকবেন?

লেখক: সাংবাদিক, বিশ্লেষক



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারস প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৮৯৬ প্রার্থী

(প্রথম পাতার পর)

বর্তমানে নির্বাচনে বৈধ প্রার্থির সংখ্যা ১ হাজার ৮৯৬ জন।

জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ২ হাজার ৭১৬ জন প্রার্থী। রিটার্নিং কর্মকর্তার যাচাই-বাচাইয়ে বাতিল হয়েছে ৭৩১ জনের প্রার্থিতা। নির্বাচন কমিশনে আপিল জমা পড়ে ৫৬০টি। এর মধ্যে মঞ্জুর হয়েছে ২৮৬ টি। নামঞ্জুর হয়েছে ২৭৪ টি। তিনি আরও বলেন, সোমবার প্রত্যাহারের শেষ দিনে ৩৪৭টি প্রার্থিতা প্রত্যাহার হয়েছে। এ ছাড়া আরপিও ১৬ এর ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৫টি স্থগিত রয়েছে। এদিকে গণতন্ত্রী পার্টি নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ায় এবারের নির্বাচনে ২৭টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে বলেও জানান তিনি।

আ.লীগের প্রার্থী থাকছে ২৬৩ আসনে

জাতীয় পার্টি (জাপা) ও শরিকদের ছাড়া দেওয়ার পর আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা ২৬৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অর্থাৎ, এবারের নির্বাচনে ৩৭টি আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী থাকছে না। তবে প্রায় সকল আসনেই আওয়ামী লীগ নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে রয়েছেন। এদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের ৬ প্রার্থীও নৌকা প্রতীকে ভোট করবেন। সব মিলিয়ে দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৬৯টি আসনেই থাকছে নৌকা প্রতীক। অন্যদিকে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দেওয়ায় ২৬ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বাকি ৫ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর প্রার্থিতা নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে বাতিল হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ২৫৮ জন। এবার জোটের শরিকদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগির পর সেই সংখ্যা আরও ৫ জন বাড়ল। রোববার বিকেলে ইসিতে আসন ছাড়ের চিঠি হস্তান্তরের পর আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপুব বড়ুয়া জানান, জাপাকে ২৬টি এবং ১৪ দলের শরিকদের ৬টি আসন ছেড়ে দিয়ে তারা ২৬৩ আসনে ভোট করবেন। তবে ছেড়ে দেওয়া ৬টি আসনে ১৪ দলের শরিকরাও নৌকা প্রতীকে ভোট করবেন। ফলে নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোটে থাকছেন মোট ২৬৯ জন। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি যে ২৬টি আসনে ছাড় পেয়েছে, সেখানে তারা দলীয় প্রতীক লাঙ্গল নিয়েই ভোট করবেন বলে জানা গেছে।

গত ২৬ নভেম্বর ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ২৯৮ আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। ফাঁকা রাখা হয় নারায়ণগঞ্জ-৫ ও কুষ্টিয়া-২ আসন। রোববার ওই দুই আসন জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী সেলিম ওসমান এবং ১৪ দলের শরিক জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ২৯৮ জনের মধ্যে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে ৪ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়। পরে ইসিতে করা আপিলে ২ জন প্রার্থিতা ফেরত পান। পাশাপাশি আপিলে নতুন করে আরও ৩ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়। সব মিলিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত ৫ জনের প্রার্থিতা বাতিল হয়। তারা হলেন: যশোর-৪ আসনের এনামুল হক বাবুল, বরিশাল-৪ আসনের শাম্মী আহমেদ, ফরিদপুর-৩ আসনের শামীম হক, ময়মনসিংহ-৯ আসনের আব্দুস সালাম ও কক্সবাজার-১ আসনের মো. সালাহ উদ্দীন আহমেদ। এই ৫ আসনে বর্তমানে আওয়ামী লীগের কোনও প্রার্থী নেই। তবে ইসির সিদ্ধান্তে প্রার্থিতা হারানো কয়েকজন উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন। আপিলে কেউ প্রার্থিতা ফিরে পেলে তারা নির্বাচনের মাঠে যুক্ত হবেন।

ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং! গাড়িতেই থাকবে পরীক্ষার প্রযুক্তি

(প্রথম পাতার পর)

হবে মদ্যপ হয়ে কেউ গাড়ি চালালে তার পরীক্ষার প্রযুক্তি। ন্যাশনাল হাইওয়ে ট্রাফিক সেফটি প্রশাসন এই নতুন বিধান আনছে। মঙ্গলবার নতুন এই প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারলে ১৩,০০০ এর বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। যা এ দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের এক তৃতীয়াংশ।

সড়কে প্রাণহানির অন্যতম প্রধান কারণ এই ড্রাঙ্ক ড্রাইভিং। বিষয়টা হতাশাজনক। এপর্যন্ত অনেক প্রাণহানি ঘটেছে এই কারণে, বলেছেন ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন এর ডেপুটি সেক্রেটারি পলি ট্রোটেনবার্গ। প্রস্তাবিত বিধান হবে সড়কে মদ্যপ হয়ে গাড়ি চালানো প্রতিরোধ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ। কারণ এর বাস্তবায়ন হলে গাড়িতেই থাকবে এর প্রতিরোধক প্রযুক্তি।

কবে নাগাদ এই বিধান কার্যকর করা হতে পারে তার তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি প্রস্তাবে। বলা হয়েছে, এমন প্রযুক্তি যখন সত্যিকারেই প্রয়োগযোগ্য হবে তখনই এর বাস্তবায়ন হবে। প্রযুক্তিটি হবে স্পর্শ কিংবা নিশ্বাসের মাধ্যমে অ্যালকোহলের উপস্থিতি নির্নয়। এছাড়া ক্যামেরা থাকবে যাতে চোখ পড়লেও ধরা পড়বে চালক মদ্যপ কিনা।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন মদ খেয়ে সড়ক দুর্ঘটনা পড়ার কারণে বছরে ২৮০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়। যার মধ্যে ধরা হয়েছে, হতাহতদের আয়, হারানো জীবন মান ও মেডিকেল খরচ।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

সাক্ষাৎকারে ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শারমীন মুরশিদ

প্রথমে ঘরছাড়া, এর পর দেশছাড়া

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহেরীন আরাফাত

নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা মানুষটির রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। বহু মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে করেছে ঋদ্ধ। সেসব অভিজ্ঞতা তিনি কথোপকথনে তুলে ধরেছেন

প্রশ্ন : একাত্তরের ২৫ মার্চ আপনারা কোথায় ছিলেন?

শারমীন মুরশিদ: ২৫ মার্চ রাতে যখন অপারেশন সার্চলাইট শুরু হলো, তখন ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। চারপাশে চলছিল বীভৎস যুদ্ধযজ্ঞ। সারারাত ছিলাম বিছানার নিচে। জানালায় উঁকি দিতেও পারছিলাম না–তারা গুলি করতে পারে! দেখলাম, কী করে তারা জিপে রক্তাক্ত শার্ট পতাকার মতো উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাইকে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে–কেউ যেন ঘর থেকে বের না হয়। আমার মনে আছে, জানালায় উঁকি দিয়ে দেখছি, আমাদের পেছনের একটি বাড়িতে পাকিস্তানি সেনারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল; নিমেষে গুলির আওয়াজ। পরে জানতে পারলাম, তারা কিছু বাড়িতে মানুষ মেরেছে। মা-বাবা ধরেই নিয়েছিলেন, ক্র্যাক-ডাউন যখন হলো, সেনাবাহিনী যখন নেমে গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে গেছে, তখন যে কোনো মুহূর্তে তারা আমাদের বাসায় প্রবেশ করবে। আমরা রীতিমতো অপেক্ষমাণ। কিন্তু তারা আসেনি। ২৬ গেল। ২৭ মার্চ যখন কিছুক্ষণের জন্য কারফিউ ভাঙল, বাবা বাসা থেকে বের হয়ে ছুটে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেসব মানুষ, যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর একসঙ্গে কাজ করেছেন, তাদের এভাবে মেরে ফেলা হবে, তা কীভাবে তিনি মেনে নিতে পারেন! বাবা নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলেন না। পাগলের মতো ছোটাছুটি করছিলেন।

২৭ মার্চের রাত পার হওয়ার পর আমার মামা বাসায় এসে বললেন, এখনই চলো। তোমাদের ভীষণ বিপদ। আমি তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। এর পর আমরা গ্রামের দিকে ছুটি; ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে। তবে সেখানেও নিরাপদ বোধ করেননি মা-বাবা। এক দিন পরই নৌকায় করে আমরা অন্য একটি গ্রামে যাই। গ্রামের নাম চাউরা। কিছুদিন পর সেখান থেকেও আমাদের সরে যেতে হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব কঠিন ছিল। বাবা দ্বিধায় ছিলেন। মা সিদ্ধান্ত নিলেন–আমাদের ওপারে চলে যেতে হবে। প্রথমে ঘরছাড়া হলাম, এর পর দেশছাড়া। যখন যাচ্ছি, তখন দেখলাম, আমার মা-বাবার চোখে পানি।

সীমান্ত পার হওয়ার সময় বাবা মাটি ছুঁয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আমরা সীমান্ত পার হলাম আগরতলা দিয়ে। শোভা মাসি (শোভা বসু) মায়ের সঙ্গে কলকাতায় পড়তেন। তিনি আমাদের জন্য যেন ফেরেশতা হয়ে আসেন। কিছুদিনের জন্য আমরা চার ভাইবোন আগরতলায় শোভা মাসির কাছে থেকে গেলাম। মা-বাবা বিমানে করে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে।

প্রশ্ন : ওপারে কাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?

শারমীন মুরশিদ: শোভা মাসির কাছে থাকা অবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে। জায়গাটি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বিশ্রামাগার হয়ে ওঠে। সেখানে কয়েক মাস থাকার সুযোগে অনেক যোদ্ধা এবং নিঃস্বার্থ যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হুমায়ুন চৌধুরী, জাহানারা ইমামের ছেলে শাফী ইমাম (রুমী), সামাদ ভাই এবং আরও অনেকে ছিলেন। কেউ এক বেলা বিশ্রাম বা এক বেলা খাওয়ার জন্য আসতেন। এক বিকেলে দুটি সামরিক জিপ আমাদের দোরগোড়ায় এসে থামল। মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর খালেদ মোশাররফ ঘরে প্রবেশ করলেন। ততদিনে এ দু'জনের সাহস ও বীরত্বের কথা মানুষের মাঝে পৌঁছে গিয়েছিল।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার কে অনুপ্রেরণা ছিলেন?

শারমীন মুরশিদ: আমার দাদা আলী আহমেদ খান বাংলা পর্ষদের পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন, মা নূরজাহান মুরশিদ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম সরকারের দূত হিসেবে কাজ করেন। বাবা খান সারওয়ার মুরশিদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনেক কাজ করেছেন। পরিবারের এই রাজনৈতিক ও সমাজসচেতন আবহই আমাদের চার ভাইবোনকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন কীভাবে?

শারমীন মুরশিদ: একাত্তরে আমার বয়স ছিল অনেক কম; তখন কিশোরী। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার বিষয়টি খুব পরিকল্পিত ছিল না। ছায়ানটের সনজীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক ১৭৫ জনের একটি গানের দল করলেন। এই দলের লক্ষ্য হলো, শরণার্থী শিবিরে গান গাইবে, ক্যাম্পে গান গাইবে। মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবে। সেই সঙ্গে তহবিল গঠন করবে। আবৃত্তি, গান, নাচ; সব নিয়ে একটা রূপান্তরের গল্প তৈরি করা হলো–কেমন করে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের শোষণে পড়ল; কেমন করে যুদ্ধে গেল; এর পর যুদ্ধ জয়ের পর কেমন করে বাংলাদেশ তৈরি করছে। এ গল্পটা গান-কবিতা-নাচের মধ্য দিয়ে মঞ্চস্থ করতাম। এভাবেই আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ।

প্রশ্ন : সে সময়ের কোনো বিশেষ স্মৃতি?

শারমীন মুরশিদ: যখন শিবিরে গান করতে যেতাম, তখন শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা হতো। তাদের সঙ্গে নিজেদেরও উদ্বুদ্ধ করতাম আশার বাণী শুনিয়ে। তবে অনেক অসহায় লাগত। কারণ, কেউ জানতাম না এর শেষ কোথায়।

আমাদের ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হতো না। এক দিন ট্রাক থামার পর দেখা গেল, কে যেন এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে এসেছে। সেই মিষ্টি পেয়ে সবাই যে কী লাফালাফি কর-ছিলাম! যেন জীবনে প্রথমবার মিষ্টি খাচ্ছি! তারেক মাসুদের 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রে ওই অংশটা আছে। এই চলচ্চিত্র মুক্তিযুদ্ধে গানের দলের কনট্রিবিউশন স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেছে। আরেকটা বিশেষ স্মৃতি, যখন মুক্ত এলাকায় গান করতে গেলাম, আমাদের পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে পা দিলাম। ওই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়!

সেটা ছিল উত্তরবঙ্গে। মেজর জিয়াউর রহমানের সেক্টরে। ওই এলাকার দায়িত্বে ছিলেন মেজর গিয়াস। এ জন্য অবশ্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি নিতে হয়েছিল।



চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান

















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান

















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান

























চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান



















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান



















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান



















চিত্রে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান
















পৃথিবী কি প্রস্তুত এখন
বিমল গুহ

অবেলায় বাতাসের কানে বাজে মানুষের আর্তচিৎকার
ভারী হয়ে ওঠে চারপাশ
আর্তমানবতা কাঁদে পথে-প্রান্তরে গাজা স্ট্রিপে
মানবসৃষ্ট ক্রোধ তছনছ করে লোকালয়;
পৃথিবী কি পরমাণু আয়ুধের সাক্ষী হতে প্রস্তুত এখন?

মানবজীবনস্রোত ঘন-নীল সাগরের ক্ষণজন্ম ঢেউয়ের আখ্যান;
মানুষ কি কান পেতে শুনেছে একাকী কোনোদিন
উপকূলে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের ক্রন্দন?
সাগরের ঢেউ জানি সংঘবদ্ধ স্রোত অভিন্ন অহিংস আকার
মানুষ কী করে পারে ক্রূরহাতে মানুষের প্রাণ তুলে নিতে?

অলুক্ষণে বেলা যায়, চারদিকে ঘোর অমানিশা
একুশ শতক কেন প্রলয়ের শঙ্খনাদ বাজায় আকাশে
পৃথিবী কি পরমাণু আয়ুধের সাক্ষী হতে প্রস্তুত এখন?

তাঁকে ঘিরে
কাজল চক্রবর্তী

সামান্য মেঘের আশ্রয়ে ভেসে ভেসে
কতদূরে যাবে তুমি! দৃষ্টির বাইরে
গিয়ে যদি আর একবার প্রেমতাপে
জার্মানির দেয়াল চুরমার করেছিলে
সেই শক্তিকে সঙ্গী করে বিভাজিত নদী
তুমি তোমার শক্তিতে সব নদী-নালা
ভালোবাসা দিও, পারাপারের সেতু দিও
একভাষাপথ দিও বাংলার মানচিত্র জুড়ে
বাঙালী আবার বাঁচুক, সবুজ বর্ণমালায়
দীপ্তপদে হাঁটুক যথার্থ বাঙালী জেনেভায়

লাল কার্ডিগান
আলম মাহবুব

ঐ যে সংসদ ভবন, সুখের সরপুর
যেন সুবর্ণ গ্রাম একটা সব পেয়েছির মতো
ওখানে অষ্টপ্রহর উপচানো ডেগচির ঝোলের নহর
যোগের সমীকরণে কালিক ভাবনা আলো ফেলে
ছেঁড়া জামায়
ছায়া ছিঁড়ে উড়ে যায় বৃক্ষ
একটু একটু বাংলাদেশ প্রতিদিন বেড়ে ওঠে
নান্দনিক ছায়ায় নিজস্ব স্বভাবে
পায়ের শব্দে গোধুলির প্রজাপতিরা হেমন্ত বিলায়
স্তব্ধতার যাপন থেকে শীতার্ত বিকেল হাঁটে আলোর নীচে
ভুল রাজনীতির কালো ফুল পড়ে থাকে ধুলার লিপিতে
উপনিবেশের কুহু গান গতকালও ছিল আঙিনায়
আজ নবান্ন, তাই স্বপ্নের কোলাহল খুব বেশী
বেদনার ভোর পেরিয়ে আশালতা দীর্ঘ হয়
স্মৃতির অসুখ ডানা মেলে রোদ্দুরে
হাওয়াই চপ্পলে দীর্ঘশ্বাস ওড়ায় নক্ষত্রের লাল কার্ডিগান।

মেঘফুল
পুলিন রায়

আহত কোন যোদ্ধার
বুকে বেঁচে থাকা এক
মেঘফুল
আমাকে ঘুমুতে দেয় না
কেবল হাত ইশারায় ডাকে
চোখে তার স্বপ্নরাঙা ভোর,
মনের অলিন্দে জমে আছে
পৃথিবীর সকল শান্তস্নিগ্ধ নদীজল।
আকুল হয়ে হাত বাড়ায়
কানে কানে বলে যায়
মাধবীলতা দল
শূন্যে উড়াও বিজয়ডঙ্কা
বাতাসে নাচুক সত্যের জয়,
নষ্টকুসুমের মতো ফেলে দাও
মিথ্যের বেসাতি
জেগে উঠো মাটির সন্তান,
জেগে উঠো যোদ্ধার উত্তরাধিকার।
মেঘফুলের কাতর আহ্বান
ভেসে যায় নদীর শিয়রে বৃষ্টির কানে
সমুদ্রপারে গাঙচিলের
পাখায় বসা নির্জনে গান গাওয়া দেবদূত-
সবাই সচকিত হস্ত-মুখ ফেরায়
মেঘফুল কেবল হাসে আর হাসে...

অতৃপ্ত ছবি কলা
এবি ছিদ্দিক

ছ্যাঁৎ করে উঠে যদিও...কারণ..অকারণ
পোড়া বুক বের হয়ে আছে খানিকটা
অবশিষ্টাংশে মুক আবেদন স্পষ্ট...

মানুষের ভাষা অদ্ভুত রকমে দুর্বোধ্য!
ছবি কলায় ইতিবৃত্ত বলতে চায়...
পীড়নের চিহ্ন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়
হৃদয়ে হাহাকার রইয়ে গ্যাছে...

শিল্পকলায় মানুষ বেঁচে আছে
বুকের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হয়...
ছলাকলা..বলা কওয়া একান্ত অভিধান

অন্তহীন পথে মানুষ চিরকাল অতৃপ্ত!
ছন্দোবদ্ধ জীবন... উদযাপন করে মাত্র!

নির্বিকার
কোমল দাস

তবুও যেনো মনের চরে বন্দি নিঃসঙ্গ ইচ্ছেগুলো...

ভাটার আবর্তে জোয়ার আসে অবলীলায়,
কতইনা নির্ঘুম রজনীতে বুক ভেসেছে চোখের জলে
বুঝিনি কখনও, তবু সীমাহীন আশঙ্কা জমেছে অন্তরধামে
তেজস্ক্রিয় মন স্বপ্ন আঁকতো ইচ্ছেমত, অথচ নিছক
সে সব।

তবুও স্বপ্ন দেখা...
যেনো স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকা, হোক জেগে অথবা ঘুমিয়ে
তাছাড়া, স্বপ্নতো দেখবেই, নিয়তি যেটুকু এঁকে রেখেছে প্রতিচ্ছবি।

অবশেষে, আলোকিত কত ভোরের স্বপ্নও আঁধারে বিকিয়ে যায়
অনাকাঙ্ক্ষিত নিয়তি সখ্যতা গড়ে, প্রদীপ্ত স্বপ্নের সাথে
নিরাশার কাছে স্বপ্নের উদাত্ত প্রয়াস পুনর্বার
অবশ্য, নিরাশাদেব নির্বিকার জনমে জনমে।

তবুও আজো নিরাশার নীড়ে আশা পৌঁছেছে কিনা, জানা নেই...

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No:(718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

শাফাত হাসান- মাহিয়া রহমান'র বিবাহ সম্পন্ন

নিউইয়র্কের সুপরিচিত চিকিৎসক দম্পতি ডা. মাহফুজুল হাসান ডিডিএস ও ডা. বর্ণালী হাসান এমডি'র পুত্র শাফাত হাসান এবং মোহাম্মদ রহমান ও শাহিদা চৌধুরীর কন্যা মাহিয়া রহমান-এর বিবাহ গত ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার লং আইল্যান্ডের একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সপরিবারে উপস্থিত থেকে বর-কনে কে আর্শীবাদ করেন।









TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়



ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com

MLS

যোগাযোগ

Cell: 917-502-6445



গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬

যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ব্রুকলীনে ৫০ জনের অবৈধ অস্ত্র জমা, মিললো ৪০০ ডলার করে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গান বাই ব্যাক কর্মসূচির অধীনে নিউইয়র্কের ব্রুকলীনে ৫০টিরও বেশি অবৈধ অস্ত্র জমা পড়েছে। ফ্ল্যাটবুশে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পাওয়া সাড়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গনজালেজ। 'আজ আমরা সফল একটি কর্মসূচি সম্পন্ন করলাম, বলেন গনজালেজ। আমরা ৫০টি অস্ত্র পেয়েছি যার মধ্যে ঘোস্ট গান ও মারণাস্ত্রগুলোও রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা ব্রুকলীনকে আরও একটু নিরাপদ করে তুলতে পারলাম।'

ব্রুকলীন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। গত দুই বছরে মোট ৪০০টি অস্ত্র জমা পড়েছে। অস্ত্র সহিংসতা কমিয়ে আনা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, বলেন গনজালেজ। নগরকে নিরাপদ করতে এর বিকল্প নেই। এ বছর ব্রুকলীন এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি করেছে। গত বছরের তুলনায় অস্ত্র সহিংসতা ২৫ শতাংশ কমে এসেছে। গত বছরেও এর সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় কম ছিলো। সুতরাং এটি একটি সুংবাদ।

শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সালে মিশনারি ব্যাপটিস্ট চার্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যে একটি স্বয়ংক্রিয় ও সক্রিয় অস্ত্র জমা করেছে তাকেই ৪০০ ডলারের একটি ব্যাংক কার্ড দেরোয়া হয়েছে। একাধিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রতিটিতে আরও ২০০ ডলারের ব্যাংক কার্ড দেওয়া হয়েছে।

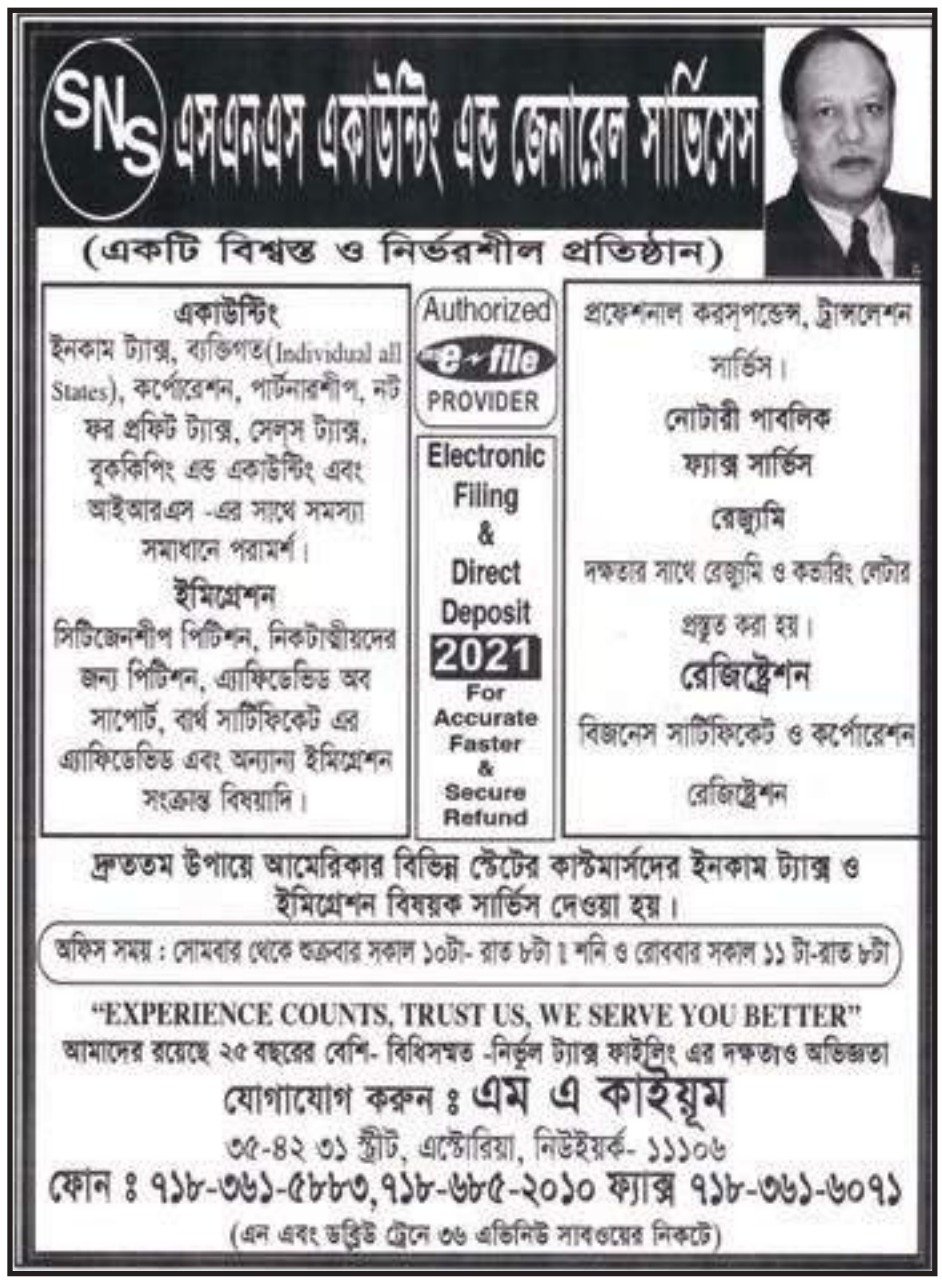
আনুষ্ঠানে বলা হয়, বাজার দর উচ্চ, নিত্য খরচ অনেক বেশি আর ক্রিসমাসের আগে ৪০০ ডলার হাতে পাওয়া কম কথা নয়, সুতরাং অনেকেই তাদের অবৈধ অস্ত্রটি জমা দিতে চাইবে। সেটাই হয়েছে। আর এই অর্থ তাদের পরিবারের উপকারেই আসবে। মাত্র এক মাস আগেই অবৈধ অস্ত্র রাখার দায়ে পুলিশ ৩২৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। এ বছরের মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৪.০৭৯ জন।

৭টি অনিয়মে ভেঙ্গে পড়েছে ব্রঙ্কসের ভবনটি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে একটি ভবনের একাংশ ধসে পড়েছে। সোমবার বিকালে এই ঘটনা ঘটে। এতে দুজন আহত হয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার রাতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখানে ধ্বংসস্তুপের নিচে কারও অস্তিত্ব খুঁজে পায়নি বলে জানিয়েছে। ধ্বংসস্তুপ কোথাও ১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে যা সরিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানায় এফডিএনওয়াই। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেগুলো সরানোর কাজ চলছিলো। সেকারণে ঘটনাস্থলের আশেপাশের সড়কগুলোতে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়নি। বার্নসাইড ও ইউনিভার্সিটি এভিনিউর সড়কে কয়েকটি স্ট্রিটে এখনও কোনো যানবাহন চলছে না। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট জানায়, তারা সোমবার বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে কল পেয়ে এই ঘটনাস্থলে যায়। মরিস হাইটসের ফেলান পেসের কাছে বিলিংসলি টেরাস নামের ভবনটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে তারা দুই জনকে সামান্য আহত অবস্থায় পায় বলে জানায় এনওয়াইএফডি। দ্রুত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ লাইন বন্ধ করে ভবনটিতে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ারের কর্মীরা।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নিউইয়র্ক সিটি এমার্জেনসি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের কমিশনার জাকারি ইসকল। তিনি বলেন, ভবনটির বাসিন্দাদের জন্য দ্রুত পিএস ৩৯৬ এর সেবাকেন্দ্র খোলা হয়। সেখানে ডেকে নেওয়া হয় চারটি বাস। যাতে এর ভেতরে ভবনটির বাসিন্দারা উষ্ণতার মধ্যে অবস্থান করতে পারেন। এছাড়া অ্যামেরিকান রেড ক্রসের কর্মীরা বাসিন্দাদের সব ধরনের সেবা দেন।

রেডক্রস জানায় ৩৭ টি পরিবারের ১৩৮ জন মানুষ এই ভবন ধসের ঘটনায় গৃহহীন হয়ে পড়েন। ভবনটি এক-চতুর্থাংশ ভেঙ্গে পড়েছে বলে জানান ফায়ার কমিশনার লরা কাভানা। ডিপার্টমেন্ট অব বিল্ডিং এর রেকর্ড বলছে, গত ছয়মাসে এই ভবনটির বিষয়ে বেশ কয়েকটি অভিযোগ তারা পেয়েছে যা ছিলো এর নির্মাণ প্রক্রিয়ার দুর্বলতা সম্পর্কিত। ডিওবি'র কমিশনার জেমস অডো সাংবাদিকদের জানান, সাতটি প্রকাশ্য অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে এই ভবনটি নির্মাণে। যার দুটি ভবন ডিপার্টমেন্ট এবং ৫টি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের বিধান।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

নির্বাচন কমিশনের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

নির্বাচন কমিশনের সম্প্রতি ঘোষিত সিদ্ধান্তটি অতি প্রয়োজনীয় এবং একে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে ওই মন্ত্রণালয় যেন ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এমন কোনো সভা-সমিতি বা শোভাযাত্রা হতে না দেয়, যেখানে নির্বাচনবিরোধী ভাষণ বা বক্তব্য থাকবে।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচন বানচাল করার জন্য একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী যেভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে, সে অবস্থায় ৭ জানুয়ারির নির্বাচন সুষ্ঠু এবং শঙ্কামুক্ত করার জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সব আইনসংগত ক্ষমতাই নির্বাচন কমিশনের রয়েছে এবং সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদসহ রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপলস অর্ডারের বিধানাবলি অনুযায়ী সব রাষ্ট্রযন্ত্রকে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত মানতে হবে এবং তদনুযায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে কমিশনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তকুচক্রী মহল, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচন বানচাল করে দেশে অসাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। তাদের পূর্বসূরি জিয়া-মোশতাক ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট এমনটি করেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে, বিএনপি নিয়োগকৃত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন এমনটি করেছিলেন ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নির্বাচন নস্যাৎ করে এবং দেশে বেআইনি পন্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে মূলত একটি সামরিক স্বৈরাচারী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সেভাবেই অবৈধ, অসাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এই দেশদ্রোহী মহলটি। তারা বলে বেড়াচ্ছে, এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা নাকি তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করবে।

কিন্তু নির্বাচন কমিশন পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে আইন স্বীকৃত সভা-সমিতি, শোভাযাত্রার ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা হবে না, তবে নির্বাচনবিরোধী কর্মকাণ্ড বা বক্তব্য প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে হবে। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে মত প্রকাশের যে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, তা নিরঙ্কুশ নয় এই অর্থে যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনাযোগ্য কোনো মত প্রকাশ করা যাবে না। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ২৯ অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে এবং আইন মান্য করেই প্রত্যেকে তার অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারবে।



নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক পথযাত্রার প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ।

বলতে গেলে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পূর্বশর্ত। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ২১ অনুচ্ছেদে নির্বাচনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নির্বাচনের নিশ্চয়তাকে প্রতিটি মানুষের অখণ্ডনীয় অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে কটি মূল আদর্শ আদায়ের জন্য বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার অন্যতমটি ছিল গণতন্ত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই কালবিলম্ব না করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালেই জারি করেছিলেন রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপলস অর্ডার, নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করার জন্য। তাঁর নির্দেশে প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা হয়েছিল ১১৮ থেকে ১২৬ অনুচ্ছেদে বিধানাবলি লিপিবদ্ধ করে।

নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছিল সাংবিধানিক মর্যাদা এবং পূর্ণ স্বাধীনতা। এটির ওপর অর্পণ করা হয় যথাসময়ে রাষ্ট্রপতি, সংসদ সদস্যদের নির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের দায়িত্ব, যেটি করতে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে বাধ্য বৈকি।

নির্বাচন যেন কোনো মহল বানচাল করতে না পারে সে জন্য আমাদের দন্ডবিধি আইনেও সাজার ব্যবস্থা রয়েছে। দন্ডবিধির ১৭১(ক) থেকে ১৭১(ঝ) ধারায় নির্বাচনসংক্রান্ত অপরাধগুলো এবং সেসব অপরাধের জন্য সাজার বিবরণ রয়েছে। ১৭১(গ)(১) ধারা মতে, নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করা অথবা করার চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৭১(২)-এর বিভিন্ন উপধারা অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যাপারে কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শনকে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। ১৭১(১)ধারায় নির্বাচনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের যে কথা বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী নির্বাচন বর্জন করার জন্য বিবৃতি দেওয়া তার অন্তর্ভুক্ত। অপরাধগুলো আপস অযোগ্য। দন্ডবিধির ১৪৫ ধারা মতে, বেআইনি জমায়েতে অংশ নেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় নির্বাচন নস্যাৎ করার দাবি জানিয়ে এ ধরনের সভা-শোভাযাত্রায় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীই শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপলস অর্ডারের বেশ কয়েকটি ধারায়ও নির্বাচন বানচালের চেষ্টাগুলোকে আমলযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঘটতে পারে এমন অপরাধ রোধকল্পে আইন প্রয়োগকারীরা অগ্রিম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

এ কথাও ভুললে চলবে না; যেমন- গণমানুষের চলাচল অধিকারের কথা যেমন সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৩ অনুচ্ছেদে রয়েছে, তেমনি রয়েছে আমাদের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে। কোনো ব্যক্তির চলাচলের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে। যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবরোধের নামে মানুষের চলাচলের অধিকার খর্ব করছে বা করতে চাইবে, তারাও শাস্তিযোগ্য অপরাধের আসামি। অবরোধের মাধ্যমে কেউ যেন জনগণের চলাচলের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সাধারণ আইনেই আইন প্রয়োগকারীদের হাতে যথোপযুক্ত ক্ষমতা রয়েছে অবরোধকারীদের নিষ্ক্রিয় করার, গ্রেপ্তার করার এবং অবরোধপ্রক্রিয়া নষ্ট করার। প্রতিটি সাধারণ মানুষেরই প্রত্যাশা এই যে আইন প্রয়োগকারীরা নির্বাচন কমিশনের উল্লিখিত নির্দেশনা এমন কঠোরতার সঙ্গে পালন করবেন, যাতে কেউ যেন নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে দেশকে অরাজকতায় ঠেলে দিতে না পারে। আইন প্রয়োগকারীরা এরই মধ্যে তাঁদের দক্ষতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রমাণ করেছেন। আশা করা যায়, নির্বাচন বানচালের চেষ্টা যারা করবে, তাদেরও তাঁরা শক্তভাবে দমন করতে পারবেন।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

নির্বাচন কমিশনের সম্প্রতি ঘোষিত সিদ্ধান্তটি অতি প্রয়োজনীয় এবং একে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এই মর্মে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে ওই মন্ত্রণালয় যেন ২০২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত এমন কোনো সভা-সমিতি বা শোভাযাত্রা হতে না দেয়, যেখানে নির্বাচনবিরোধী ভাষণ বা বক্তব্য থাকবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাকেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেগুলার খাসমাংস ব্রাইন	$ 17.99
আমিন খাসমাংস ব্রাইন	$ 17.99
আমিন পায়রাবোনলেস ব্রাইন	$ 9.99
ফোলার খাসমাংস ব্রাইন	$ 18.99
পায়রার খাসমাংস ব্রাইন	$ 13.99
মুসলমানী খাসমাংস ব্রাইন	$ 12.99

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com









নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে মহানগর বিএনপি'র মানববন্ধন

(শেষের পাতার পর)

উপেক্ষা করে এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক বিএনপি নেতা-কর্মী অংশ নেন।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র আহবায়ক আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু।

মানববন্ধনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূঁইয়া, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপির আহবায়ক অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্য সচিব বদিউল আলম, কেন্দ্রীয় যুবদলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু সাঈদ আহমদ, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদ এইচ. চৌধুরী ও সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এ জি এম জাহাঙ্গীর হোসেন, ইমরান শাহ রন, আলহাজ আব্দুর রহিম, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, আনোয়ার জাহিদ, মানিক আহমদ, যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান, ব্রঙ্কস বরোর (পূর্ব) আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ সোলায়মান, নিউইয়র্ক মহানগর ব্রঙ্কস বরোর (পশ্চিম) আহবায়ক আনোয়ারুল আলম ভুইয়া, ম্যানহাটন বিএনপির আহবায়ক আব্দুল ওয়াদুদ তালুকদার, অ্যাভোকেট আতিকুর রহমান সাবু, ব্রঙ্কস বিএনপি নেতা মোহাম্মদ ফুল মিয়া, তোজাম্মেল হক তোতা, মো. আলী আশরাফ ভুইয়া, মফিজ উদ্দীন মাছুম, শরীফ হোসেন নীরব, সৈয়দ আব্দুল বাছিত, মোতালেব মিয়া, আব্বাস উদ্দীন, কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করে নির্বাচনী তফসিল বাতিল করার পাশাপাশি দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ইসলাম আলমগীর সহ দলের গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহার এবং তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন দাবী জানান।

ফরক্লোজারের পথে 'কথিত জালালাবাদ ভবন'

(শেষের পাতার পর)

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা এর এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে এসোসিয়েশনের বহিস্কৃত সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে সংগঠনের ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার আত্মসাৎকারী বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। গত ১০ ডিসেম্বর রোববার জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে আয়োজিত জণাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সভাপতি বদরুল হোসেন খান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম।

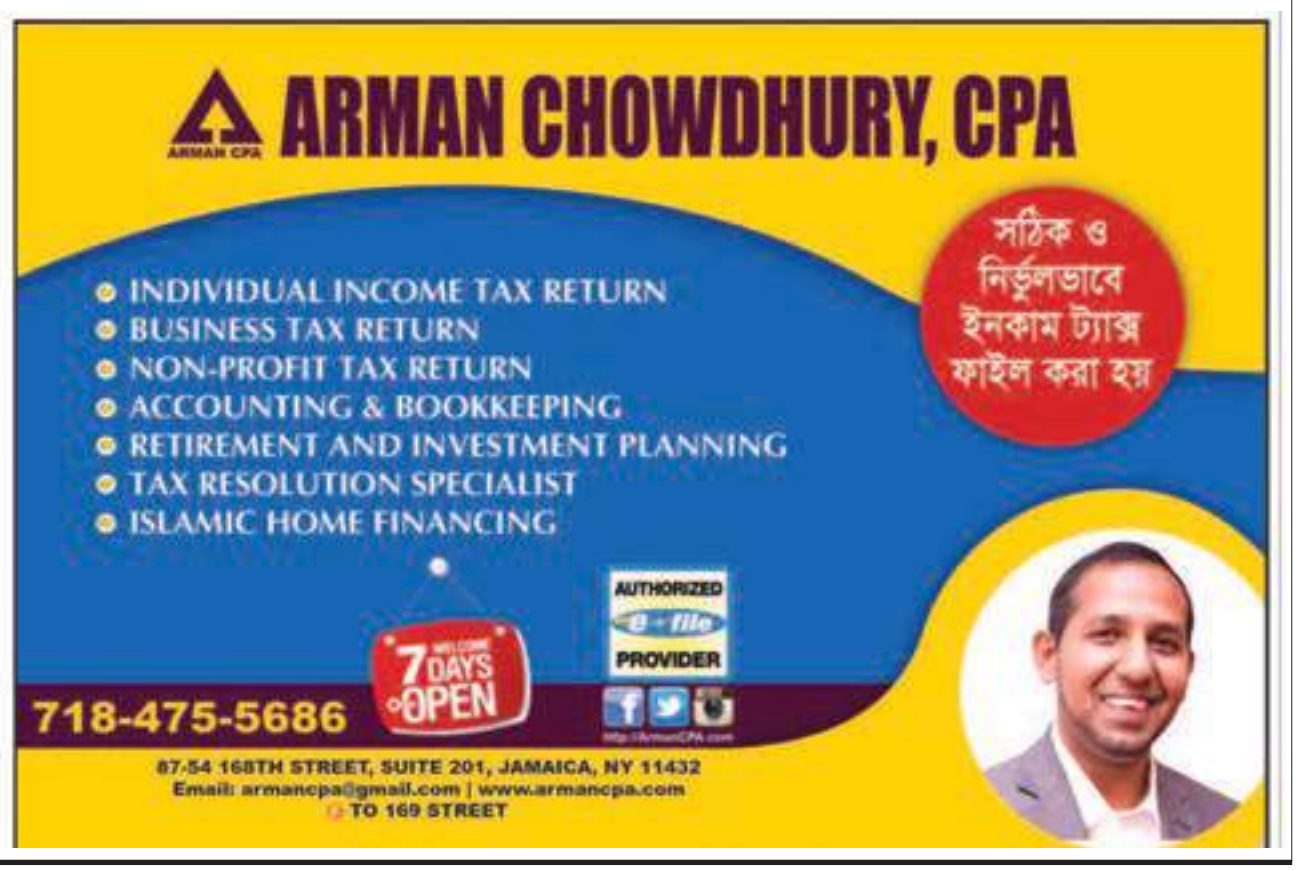
সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা অভিযোগ করে বলেন, মইনুল ইসলাম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে নিয়ম বর্হিভূতভাবে জালালাবাদের অর্থ তুলে 'কথিত জালালাবাদ ভবন' ক্রয় করে। এই অর্থ আদায়ে তারা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন। সংগঠনের নেতারা আশা করছেন মাননীয় আদালতের সুবিচারে জালালাবাদবাসী এই অর্থ ফেরত পাবে। সংবাদ সম্মেলনে নেতারা বলেন, জালালাবাদের ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে মইনুল ইসলাম যে বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন তা নিলামে উঠতে যাচ্ছে। ব্যাংক গত ৮ মাসে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে মর্টগেজ না পাওয়ায় তা ফরক্লোজারে যাবার পথে। এমতাবস্থায় জালালাবাদের প্রায় সোয়া ৩ লাখ ডলার নিয়ে উদ্বিগ্ন তারা। বিষয়টি বৃহত্তর সিলেটবাসীকে অবহিত করার জন্যই এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন।

সংবাদ সম্মেলনে বদরুল খান বলেন, মইনুল ইসলাম 'কথিত জালালাবাদ ভবন' এর বাড়িটি ক্রয়কালে অবৈধভাবে জালালাবাদের ফান্ড থেকে ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে ডাউন পেমেন্ট প্রদান করেন। বাড়িটি ক্রয়কালে সংগঠনের তহবিল থেকে অর্থ নেয়ায় আমরা লিয়েন হিসেবে দাবি করি। কিন্তু মইনুল ইসলাম গত ৮ মাস ধরে মর্টগেজ না দেয়ায় বাড়িটি ফরক্লোজারে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার কাগজপত্র আমরা ব্যাংক থেকে পেয়েছি। আর বাড়িটি ব্যাংক নিয়ে নিলে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে রোকন হাকিম বলেন, মইনুল ইসলামের অর্থ কেলেংকারির বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আশা করি সহসাই তার নিষ্পত্তি হবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বদরুন নাহার খান মিতা, সদরুন নুর, সহ সভাপতি মোহাম্মাদ লোকমান হোসেন লুকু, সফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ফয়সাল আলম, ক্রীড়া সম্পাদক মান্না মুনতাসির, কার্যকরী সদস্য শামীম আহমদ, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজবাহ মজিদ, আহমেদ জিলু, জুনেদ এ খান, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম, সাবেক ট্রাস্টি এডভোকেট নাসির উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।





দার্জিলিংয়ে আবারও জয় পেতে বিজেপির ভরসা হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : পরপর তিনটি লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিংয়ে জয় পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু আসছে বছর নির্বাচনে এই আসনটি ধরে রাখা কঠিন হবে দলটির জন্য। কারণ দার্জিলিংবাসী মনে করে বর্তমান সাংসদ রাজু বিস্তার অঞ্চলটির উন্নয়নে সেভাবে অবদান রাখতে পারেননি। বিজেপিও তা বুঝতে পেরেছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির বাজি হতে পারেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।



শ্রিংলা দার্জিলিংয়ের ভূমিপুত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশসহ একাধিক দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন তিনি। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হল হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তিনি সেই বিশাল কর্মযজ্ঞের মুখ্য কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। তাই দার্জিলিংবাসীকে বিশেষ বার্তা দেওয়ার জন্য এই লোকসভা কেন্দ্রে শ্রিংলাকে বিজেপি প্রার্থী করতে চলেছে এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে বড় কোনও পরিবর্তন না হলে এটা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

গতবারের জয়ীদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রগুলোর মানুষজন কি বলছেন সেই অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটি। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই রিপোর্ট অনুসারে বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন দার্জিলিং আসনে রাজু বিস্তাকে আবার মনোনয়ন দিলে আসনটি হারানোর ঝুঁকি আছে।

পাহাড়ে শক্তি বেড়েছে তৃণমূলের। সেই জায়গা থেকে দার্জিলিং ধরে রাখতে বিজেপির বাজি হতে চলেছেন শ্রিংলা। ভূমিপুত্রের হাত ধরে আসনটি ধরে রাখার জন্য পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে দলটি।

কপাল খুলছে ৬১ হাজার শরণার্থীর



ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : বেশ কয়েক বছর ধরেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা পরিকল্পনাগুলো নতুন বাসস্থানসহ একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের পথ দেখিয়েছে। এবার কপাল খুলছে ইউরোপের ৬১ হাজার শরণার্থীর। আগামী দুই বছরে এই শরণার্থীরদেরকে পুনর্বাসিত করার ঘোষণা দিয়েছে ইইউ। বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনার ইলফা ইয়োহানসন এ তথ্য জানিয়েছেন।

জেনেভায় জাতিসংঘের গ্লোবাল রিফিউজি ফোরামের এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে ১৪টি সদস্য রাষ্ট্রে অন্তত ৬১ হাজার মানুষকে মানবিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পুনর্বাসন করা হবে।'

এর মধ্যে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) পরিচালিত কর্মসূচির মাধ্যমে ৩১ হাজার মানুষকে পুনর্বাসিত করা হবে বলেও জানান তিনি। যদিও ইইউভুক্ত ২৭ দেশের মধ্যে কোনো ১৪টি রাষ্ট্র শরণার্থী গ্রহণ করবে তা জানান তিনি। রয়টার্স।





বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923

গভীর শ্রদ্ধায় শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত


















(শেষের পাতার পর)

এই আয়োজন ছাড়াও বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও জতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন পৃথক পৃথক আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করেছে। খবর ইউএনএ'র।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-উত্তর আমেরিকা'র শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োন করে। এরপর ডাইভার সিটি প্লাজায় নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ছাড়াও সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা পূষ্পমাল্য অর্পণ করেন। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

জুইস সেন্টারে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রবাসী শিল্পীরা দেশের গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এছাড়ও ছিলো দলীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক দেশের গান পরিবেশনা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জরপ্রিয় শিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী ছাড়াও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী চন্দন চৌধুরী ও শাহ মাহবুব। আবৃত্তি কওে গোপন সাহা।

ডাইভার সিটি প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোতবাতি জালিয়ে অর্থাৎ প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে এই পর্বে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। একুশে পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও নিউজার্সীর প্লেনসবরো সিটির নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান ড. নূরন নবী প্রদীপ প্রজ্জলন করেন। এরপর সেখানে উপস্থিত বীর মুক্তিযোদ্ধারা ও জোটের নেতৃবৃন্দ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন। এসময় কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের কাউন্সিলর (কূটনীতি ও প্রেস) নাসির উদ্দিন সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বীর মুক্তিযোদ্ধ ডা. মাসুদুল হাসান ও গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, সাংবাদিক ও লেখক হাসান ফেরদৌস, বিজ্ঞানী ড. জিনাত নবী, প্রবীন সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ, সাংবাদিক শিতাশু গুহ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ড. প্রদীপ কর, শহীদ বুদ্ধিজীবি পরিবারের সন্তান সাংবাদিক-লেখক ফাহিম রেজা নূর, কবি শামস আল মমিন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ্যানি ফেরদৌস, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রাসেক মালিক সহ আরো অনেকে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এখানে প্রস্তাবনা পাঠ করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-উত্তর আমেরিকা'র আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিথুন আহমেদ। এসময় ১৯৭১-এ শহীদ বুদ্ধিজীবিদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়। বাংলাদেশ কনস্যুলেট, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা), ড্রামা সার্কল, আমেরিকান-বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, নিউইয়র্ক সাহিত্য একাডেমী, রবীন্দ্র সম্মিলন পরিষদ, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, সুচিত্র সেন মেমোরিয়াল একাডেমী, জেনোসাইট ৭১, প্রজন্ম ৭১, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, একুশে চেনা পরিষদ, বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা), বেঙ্গলী ক্লাব ইউএস, শোটাইম মিউজিক প্রভৃতি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পূষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। সংশ্লিস্টরা একে একে শহীদ বেদীতে পুষ্প অর্পন করে শহীদ বুদ্ধিজীবিদেও প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এসময় শহীদ বেদী ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়।

উল্লেখ্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-উত্তর আমেরিকা বিগত ২৪ বছর ধওে নিউইয়র্কে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন করে আসছে। অর এবারই প্রথম সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় প্রথমবারের মতো ঢাকার রায়ের বাজারে প্রতিষ্ঠিত বদ্যভূমির আদলে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পূষ্পমাল্য অর্পণ করে দেশের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই বেদী নির্মান করেন শিল্পী জাহেদ শরীফ। অস্থায়ী শহীদ বেদীটি উপস্থিত বাংলাদেশী ছাড়াও ভিনদেশীদের দৃষ্টি কাড়ে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বাজে রেকর্ড গড়লেন

(শেষের পাতার পর)

জাতীয় দলের এই তারকা ব্যাটসম্যান রোববার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওপেনিংয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ বলে শূন্য রানে ফেরেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন ধরে অফ ফর্মে থাকা এই ওপেনার এদিন বল হাতেও সুবিধা করতে পারেননি। ৬ ওভার বোলিং করে ১০.৬৩ গড়ে রান খরচ করেন।

সৌম্যর এমন বাজে পারফরম্যান্সের দিনে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ৩০ ওভারে ২৪৫ রানের টার্গেট তাড়ায় বাংলাদেশ ৯ উইকেটে ২০০ রানে ইনিংস গুটিয়ে ৪৪ রানে হারে। এদিন শূন্য রানে আউট এবং ৬ ওভারে ৬৩ রান খরচ করে কোনো উইকেট শিকার করতে পারেননি সৌম্য। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষ কোনো ব্যাটসম্যানের ক্যাচও ধরতে পারেননি।

ওয়ানডেতে এক ম্যাচে ওভারে ১০-এর বেশি রান খরচ এবং ডাক মারা প্রথম বাংলাদেশী অলরাউন্ডার সৌম্য সরকার। বিশ্বে তার অবস্থান তিনে। এই তালিকায় আরও আছেন-

অলরাউন্ডার বোলিং বিশ্লেষণ প্রতিপক্ষ সাল

জহির খান ৭-০-৭২-০ পাকিস্তান ২০০৪
শাপুর জরদান ৭-০-৭১-০ আয়ারল্যান্ড ২০১৭
সৌম্য সরকার ৬-০-৬৩-০ নিউজিল্যান্ড ২০২৩
ইফতেখার আনজুম ৫-০-৫৩-০ শ্রীলঙ্কা ২০০

দীর্ঘদিন লেবু তাজা রাখতে

(শেষের পাতার পর)

লেবু কেনা তো হয় প্রচুর। তবে এই লেবু দীর্ঘদিন ভালো রাখতে প্রয়োজন সঠিক সংরক্ষণ পদ্ধতি।

অন্য সবজির সঙ্গে না রেখে প্লাস্টিকের পলিতে ভরে লেবু সংরক্ষণ করুন। এভাবে দীর্ঘদিন লেবু ভালো থাকবে। তবে লেবু ধুয়ে নেবেন। অনেকে লেবু বাজার থেকে এনে ধুয়ে রাখেন না। এটি সঠিক পদ্ধতি নয়।

সরাসরি রোদে নয়: লেবু সরাসরি রোদে রাখবেন না। তাহলে শুকিয়ে যাবে। ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন।

এয়ার টাইট জারে রাখুন: লেবু টুকরো করুন। তারপর এয়ারটাইট জারে রাখুন। এভাবে লেবু সংরক্ষণ করলে যখন-তখন বের করে নিতে পারবেন।

ফলের সঙ্গে নয়: লেবু এথেলিনের ক্ষেত্রে সংবেদশীল। তাই এথেলিন উৎপন্ন হয় এমন ফল যেমন অ্যাপ্রিকটস, আপেল, কলা ইত্যাদি থেকে দূরে রাখুন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

গোল্ডেন গ্লোবে মনোনয়ন

(শেষের পাতার পর)

গ্রেটা গারউইগের 'বার্বি', ক্রিস্টোফার নোলানের 'ওপেনহেইমার' এবং সেলিনের 'পাস্ট লাইভস'। সেরা অভিনেত্রীর মনোনয়ন পেয়েছেন লিলি গ্লাডস্টোন, কেরি মুলিগান, স্যান্ড্রা হুলার, অ্যানেট বেনিং, গ্রেটা লি, কাইলি স্প্যানি। সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পেয়েছেন ব্র্যাডলি কুপার, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, ব্যারি কেওগান, কিলিয়ান মারফি, অ্যান্ড্রু স্কট।

এছাড়াও সেরা পরিচালকের তালিকায় রয়েছেন গ্রেটা গারউইগ, ব্রেডলি কপার, ইয়রগোস ল্যান্থিমস, ক্রিস্টোফার নোলান, মার্টিন স্করসেস ও সেলিন সং।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

প্রবাসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

(শেষের পাতার পর)

'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩০ লাখ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর দোয়া-মাহফিল পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডে আহলুল বায়ত মিশন মসজিদের ইমাম ড. সাঈয়েদ মুতাওয়াক্কিল বিল্লাহ রাব্বানী। পরবর্তীতে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বাংলাদেশের ৫২ বছরের উন্নয়ন-অগ্রগতি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা পর্ব শেষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনা করেন নিউইয়র্কস্থ বহ্নিশিখা সংগীত নিকেতনের শিল্পীবৃন্দ। সবশেষে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কেক কেটে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এদিকে মিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ মহান বিজয় দিবস-২০২৩ উদযাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রবাসী বাংলাদেশী।

অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিকেল সাড়ে ছয়টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। আলোচনা পর্ব শুরুর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-উৎসর্গকারী বীর শহীদগণের স্মরণে একমিনিট নিরবতা পালন ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এর পর উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।





আগত অতিথিদের আলোচনা শেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতাসহ ১৫ আগস্টের শাহাদৎবরণকারী জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্য, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। ইতোমধ্যে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটেগরি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছি যা জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মর্যাদা ও সক্ষমতার স্বাক্ষর। বিগত কয়েক বছরে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন, মেট্রো রেল ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল নির্মাণসহ নানাবিধ মেগা প্রজেক্টের বাস্তবায়ন আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার অন্যতম নির্দেশক। বাংলাদেশ আজ ৩৫ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ।'

দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দারিদ্যের হার ২০২২ সালে কমে হয়েছে ৫ শতাংশ যা ২০১০ সালে ছিল ১১.২ শতাংশ। রাষ্ট্র হিসেবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকলের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরনে দিয়েছেন বিশেষ অগ্রাধিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মত উদ্যোগ আজ জাতিসংঘের রেজ্যুলেশনে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া অতিমারি কোভিড-১৯ এর ধাক্কা এবং তদ্‌পরবর্তী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবে যখন পৃথিবীর সকল দেশ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন, অর্থনীতির এমন প্রতিকূল সময়েও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অনেক সূচকে প্রতিবেশি দেশগুলোর চেয়ে এগিয়ে আছে।'

প্রবাসী বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, জনবহুল বাংলাদেশের প্রধান শক্তি তাঁর জনগণ আর প্রবাসীরা দেশের মায়া পেছনে ফেলে রাত দিন কষ্ট করে বাংলাদেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার অন্যতম চালিকাশক্তি। এ প্রসঙ্গে তিনি বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের আহবান জানান। প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের পাশাপাশি আপনাদের দেশের সংস্কৃতি ও দেশের ইতিহাসকে লালন করতে হবে যাতে বিদেশে জন্মানো এবং বড় হওয়া আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন এই সংস্কৃতিকে ধারণ করে আর প্রকৃত ইতিহাস জেনে বড় হয়। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, যে দেশেরই নাগরিক হই না কেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বুকে ধারণ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতির লালন করে যাব, মহান বিজয় দিবসের এই অনুষ্ঠানে আজ এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

বৃটেনের ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটি: লন্ডন থেকে আতিকুল ইসলাম জানান, যথাযোগ্য মর্যাদায়, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় ও পুষ্পস্তবক অর্পণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিজয়ের গৌরবময় ৫২ বছর উদযাপন করেছে বৃটেনের ওয়েলস বাংলাদেশ কমিউনিটি। মহাণ বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে গত ১৬ ডিসেম্বর শনিবার দুপুর ১২টা ১ মিনিটে একে একে শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটি, কাডিফ বিএনপি, ওয়েলস যুবলীগ, ওয়েলস ছাত্রলীগ, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকে, ৭১ এর ঘাতক দালাল নিমূল কমিটি ওয়েলস শাখা, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস সহ বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এর পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদনে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে কার্ডিফের শহীদ মিনার তথা ইন্ট্যারন্যাশনাল ম্যাদার লাংগুয়েজ মনুমেন্ট। শহীদ মিনারে আগতরা বিনম্র চিত্তে স্মরণ করলো সেই বীর সন্তানদের, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। আর আমরা পেয়েছিলাম লাল বৃত্ত-সবুজে খচিত একটি বিজয়ের পতাকা।

কার্ডিফ ইন্ট্যারন্যাশনাল ম্যাদার লাংগুয়েজ মনুমেন্ট তথা শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারী বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর পরিচালনায় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মনুমেন্ট ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আনোয়ার আলী, ট্রেজারার আনহার মিয়া, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনাল কনভেনার মুজিবুর রহমান, কার্ডিফ বিএনপি নেতা এম আসরাফ হোসেন, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ইউসুফ খান জিমি, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকে ওয়েলস এর সভাপতি আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, সেক্রেটারী জহির আলী, গ্রেটার সিলেট নিউপোর্ট এর জয়েন্ট কনভেনার নুরুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান মামনুর রশিদ, শামীম চৌধুরী ও ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল মনসুর, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা মহান বিজয় দিবস অর্জনের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বার বার সেই সব স্বজনদের কথা উচ্চারণ করে বলেন, এ বিজয় আমাদের অহংকার, দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আজকের এই দিনে বিজয়ের স্বাদ গ্রহণ করেছে বাঙালী জাতি। আর এই বিজয়ের পথে রক্ত ঢেলেছেন ৩০ লক্ষ শহীদ। ২ লক্ষ মা-বোন হারিয়েছেন সম্ভ্রম। যারা নিজেদেরকে আত্মাহুতি দিয়ে ও যে সকল মা বোনেরা সম্ভ্রমের জলাঞ্জলী দিয়ে বিজয়ের পতাকা বাংলার জমিনে স্থাপন করে দিয়ে গেল, তাদের এই ঋণ কোন দিন শোধ করা যাবে না। তবে প্রত্যেকেই দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তাদের এই ত্যাগের কথা কোনদিন স্মৃতি থেকে বাদ পড়বে না। যতদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন আনন্দের সহিত তাদের ঋণের বোঝা বহন করে যাব। তাদের আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করে যাব কারন তাদের নির্ভীকতার বিনিময়ে আমরা বিশ্বের দরবারে বিজয়ী জাতি হিসাবে স্বীকৃতিসহ একটি স্বাধীন রাস্ট্র পেয়েছি। শির উন্নত করে বাঁচার ও নির্যাতন এবং নিপীড়িনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার জ্ঞান আমরা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে। শোক আর রক্তের ঋণ শোধ করার গর্ব নিয়ে উজ্জীবিত জাতি প্রতিবছরের ন্যায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিজয়ের এই দিনে গোটা দেশ সহ বিশ্বময় প্রবাসীরা ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করছে। অতএব কোনদিন তাদের স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছা যাবেনা। তাদের স্মৃতির কথা থাকবে আমাদের হৃদেয়ে চীর অম্লান হয়ে থাকবে বলে উল্লেখ করে আমাদের নব প্রজন্মের সন্তানদের সামনে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রতি বক্তারা গুরুত্বআরোপ করেন।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.
starling diagnostics

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
খোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
খোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্কের সানিসাইডের ৪৮ স্ট্রীট ও স্কীলম্যান এভিনিউতে সেমি বেসমেন্ট স্টুডিও বাসা ভাড়া হবে। কাছেই ৭ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-৯৫৯৬
ডি-১৮/২৫

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCEএর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

পাত্র চাই

بسم الله الرحمن الرحيم

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







ইউনাইডেট হিন্দুস অব ইউএসএ'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

(শেষের পাতার পর)

আহবায়ক, শ্রী উত্তম কুমার সাহা সদস্য সচিব সহ মোট ১২ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি সকলের সহযোগিতায় প্রায় ১৫ দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রী ভজন সরকার (সভাপতি), শ্রী রামদাস ঘরামী (সাধারণ সম্পাদক) সহ ৭০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ, স্বামী দেবপ্রিয়ানন্দ গিরি মহারাজ (চিফ বোর্ড অব এডভাইজার) সহ মোট ৯০ সদস্য বিশিষ্ট এডভাইজার কমিটি, ডা. প্রভাত দাস চেয়ারম্যান, শ্রী সুশীল সিনহা মেম্বার অফ সেক্রেটারি করে মোট ১০২ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ডাইরেক্টর কমিটি ও শ্রী নিত্যানন্দ কিশোর দাস (চিফ বোর্ড অব ট্রাস্টি) গঠন করা হয়।

গত ১০ ডিসেম্বর, রোববার বিকেল ৪টায় সিটির গুলশান ট্যারেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় সর্বস্তরের ৪০০ মানুষ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শ্রী নিত্যানন্দ কিশোর দাস, স্বামী দেবপ্রিয়ানন্দ গিরি মহারাজ ও ভবতোষ মিত্রের নেতৃর্ত্বে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণে প্রণাম নিবেদন করে শ্রীমত ভগবৎ গীতা পাঠ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করা হয়। এছাড়াও ১৬ই ডিসেম্বর, বাংলাদেশের বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে সকল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংগঠনের সহসভাপতি ও নির্বাচন কমিশন অজিত চন্দ ও আশিস ভৌমিক নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের ভগবান শ্রী কৃষ্ণের চরণে প্রণাম রেখে শপথ বাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে অভিষেক উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রী সুশীল সিনহা, সদস্য সচিব উত্তম কুমার সাহা আলোচনার শুরুতে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সুশীল সিনহা তার বক্তব্যে বলেন, আজকের এই আয়োজনের সফলতা আপনাদের ভুলত্রুটি যা হয়েছে ও সকল ব্যর্থতা আমার কাঁধে নিয়ে আপনাদের সাথে থেকে বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দুদের অধিকার আদায়ের জন্য যা কিছু করণীয় আমার সাধ্যমত আমি করার চেষ্টা করবো।

উত্তম সাহা বলেন, প্রবাসে থেকে আজ আমাদের মাতৃর্ভূমিতে সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার্থে তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করতে হচ্ছে, যা দুঃখজনক। ২০২১ সালে আমাদের বাংলাদেশের মন্দির, মন্ডপ, বিগ্রহ ভেঙ্গে চুড়মার করা হয়েছে। বিভিষিকাময় মানবেতর জীবন যাপন করেছে আমাদের দেশের সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। যা আমরা কোন ভাবেই মেনে নিতে পারি না। বাংলাদেশের সনাতনী হিন্দুদের অধিকার আদায়ের এবং জীবনের নিরাপত্তার জন্য এই সংগঠনের জন্ম হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাই। বাংলাদেশ সরকার তার কমিটমেন্ট রক্ষা করুন। না হলে সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আরো বেগোবান হবে।

রামদাস ঘরামি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের ও প্রবাসের হিন্দু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষার্থে সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা কাজ করে যাবো। তিনি বলেন, আমাদের একটি নিজস্ব ফিউনারেল হোম থাকা খুব প্রয়োজন। র সকলের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে অতি শীঘ্রই আমরা একটি ফিউনারেল হোম তৈরী করতে চাই।

শ্রী ভজন সরকার বলেন, ভবিষ্যতে সকলের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে আমাদের ধর্মীয় রিতিনিতি রক্ষা করে সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেদের জীবনের নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষার্থে যা যা করণীয় আমরা আপনাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের যে কোন মন্ত্রণালয়ে এবং প্রয়োজনে সরকারের সাথে আলোচনা করে আমাদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ করে যাবো।

এছাড়াও সংগঠনের চেয়ারম্যান ডা. প্রভাত দাস, উপদেষ্টা শিতাংশু গুহ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এর সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা নবেন্দ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক ও কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর এবং সংগঠনের উপদেষ্টা যথাক্রমে ডক্টর দ্বিজেন ভট্টাচার্য, রূপ ভৌমিক, ডক্টর জিতেন রয়, ডক্টর দিলীপ নাথ ও বিষ্ণু গোপ, দেবাশীষ পাল, বিশিষ্ট শিল্পপতি উপদেষ্টা চন্দন সেন গুপ্ত, উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার রনিজত রায়, কৃস রুদ্র , অশোক ব্রক্ষচারী, সুকান্ত দাস টুটুল, সুশীল সাহা, রনিজত সাহা, মনিকা রায় চৌধুরী, অরবিন্দ কিশোর দাস,প্রদীপ মালাকার, নতুন কমিটির শ্রী ভবতোষ মিত্র, নিতাই নাথ, সবিতা দাস, জয়দেব গাইন, প্রনব রায় রুনু, সনিজত ঘোষ, পরেশ ধর, জলি সাহা, সুমিতা বিশ্বাস, সুবর্না সেনগুপ্ত, কেশব চক্রবর্তী, প্রিতিস বালা, তাপস সাহা, চম্পা নন্দী সরকার, সমীর সরকার, হিমেন রায়, সুমন দাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের হিন্দুরা আজ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আওতায় সরকারের ইন্দনে সঠিক বিচার না পেয়ে কারা ভোগ এবং আদালতে মামলা চালাতে গিয়ে সর্বশান্ত হয়ে গেছে। হিন্দু নির্যাতন এতো ঘৃন্য পর্যায়ে পৌছুছে যে, ১৯৭১ সালে হিন্দুর সংখ্যা ১৯% হতে আজ ৭.৯% এ এসে ঠেকেছে, মৌলবাদী সন্ত্রাসী ছাড়াও পরোক্ষ ভাবে সরকারী মদদে হিন্দুদের জমি দখল হচ্ছে। ১৫ বছর দেশ পরিচালনা করেও ২০১৮ সালে নির্বাচন ইসতেহারে সংখ্যালঘু কমিশন ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা বিল পাশ কিংবা সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। পরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্য ও নৈশ ভোজের আহ্বান জানিয়ে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুতিপা চৌধুরী সম্পা। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মানুষের চরম শত্রু ধোঁকাবাজ শয়তান

(শেষের পাতার পর)

আল্লাহর ব্যপারে ধোঁকা দিতে না পারে। আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়।"(সুরা ফাতির:৫-৬)

বড় প্রতারক হচ্ছে শয়তান। আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দেয়ার অর্থ হচ্ছে, শয়তান লোকদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। তার প্রতারণার জালে আটকাবার জন্য সেব্যক্তির ধরণ, ব্যক্তির আদত-অভ্যাস ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধরণের ধোঁকাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে। সে কখনো সকলকে একই ডান্ডাবেরী পরায় না। নিম্নে তাঁর ধোঁকাবাজীর কিছু কৌশল আপনাদের সামনে পেশ করা হলো:

সে লোকদেরকে এ কথা বুঝায় যে,আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই।কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তার সৃষ্ট এ বিশ্ব জাহানের সাথে কার্যত তার কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ছলেবলে কৌশলে সে মানুষকে রিসালাত অস্বীকারকারী বানায়।কিছু লোককে সে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দিবেন এবং তার এমন কিছু পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। যতই গোনাহ করো আল্লাহর এই পিয়ারা বান্দারা তোমদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে ছাড় করে নিবেন।সে লোকদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, আখিরাত বা পুরস্কার-শাস্তি ও জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছুই নেই। মরে যাওয়ার পর আমরা সবাই মাটির সাথে মিশে যাবো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো। তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও, ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো, আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৬৪) আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, ঈমানের ব্যাপারে যারা হালকা বা দুর্বল, শয়তান তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা তাদের পা পিছলিয়ে দেয়। শয়তান ডাকাতের মতো, সে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক ডাকাত বাহিনী নিয়ে একটি জনপদ আক্রমন করে এবং সে তার অনুগতদেরকে হুকুম দিতে থাকে, এদিকে লুটপাট করো, সাঁড়াসী আক্রমণ চালাও এবং সেদিকে ধ্বংস করো। শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বলতে এমনসব অসংখ্য জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতিতে ও বিভিন্নভাবে ইবলীসের মানব বিধ্বংসী অভিযানে সহযোগীতা করছে। এরপর শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাংগ ছবি আঁকা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও তা খরচ করার ব্যাপারে শয়তানের ইংগিতে নড়াচড়া করে, তার সাথে যেন শয়তান বিনা অর্থ ব্যয়ে শরীক হয়ে গেছে। পরিশ্রমে তার কোন অংশ নেই, অপরাধ,পাপ ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতিতে সে অংশীদার নয়, কিন্তু তার ইংগিতে এ নির্বোধ এমনভাবে চলছে যেন তার ব্যবসায়ে সে সমান অংশীদার বরং বৃহত্তম অংশীদার। এভাবে সন্তান তো হয় মানুষের নিজের এবং তাকে লালন পালন করার জন্য সে নিজের সব যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও সম্পদ ব্যয়ে করে কিন্তু শয়তানের ইংগিতে এ সন্তানকে সে এমনভাবে গোমরাহী ও নৈতিক চরিত্রহীনতার শিক্ষা দেয় যেন মনে হয় সে একা এ সন্তানের বাপ নয় বরং তার পিতৃত্বে শয়তানেরও শরীকানা আছে। এরপর বলা হয়েছে শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখে এবং মিথ্যার আকাশ কুসুম রচনা করে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু আল্লাহর প্রকৃত সচেতন বান্দার ওপর শয়তানের প্রভাব খাটে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যতেষ্ট।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৬৫) অর্থাৎ মানুষের ওপর শয়তান এমন কর্তৃত্ব লাভ করবে না, যার ফলে তাদেরকে জবরদস্তি নিজের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। শয়তান নিছক প্ররোচিত করতে ও ফুসলাতে এবং ভুল পরামর্শ দিতে ও মিথ্যা ওয়াদা করতে পারে। কিন্তু কথা গ্রহণ করা বা না করা হবে বান্দার নিজের কাজ। তারা তার পথে যেতে চাইলে বা না চাইলেও হাত ধরে তাদেরকে নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে.....শয়তানের এমন ধরনের কোন কর্তৃত্ব তাদের ওপর থাকবে না। দুর্বল ও শক্তিহীন সংকল্পধারী লোকেরা নিশ্চয়ই শয়তানের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে।

কিন্তু যারা আল্লাহর বন্দেগীতে অবিচল থাকবে তারা কখনো শয়তানের নিয়ন্ত্রণে আসবে না। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে, তাদের আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোন সহায় ও নির্ভরের প্রয়োজ্য হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাত ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যতেষ্ট হবে। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সে বললো:"তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করছো তেমনি আমিও এখন তোমার সরল-সত্য পথে এ লোকদের জন্যে ওঁত পেতে বসে থাকবো। সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে, সবদিক থেকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকরগুজার পাবে না।"(সুরা আরাফ:১৬-১৭) এটি ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। সে আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে। তার এ বক্তব্যের অর্থ এই যে, তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই যে অবকাশ দিয়েছো তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমি একথা প্রমাণ করার জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবো যে, তুমি মানুষকে মোকাবেলায় যে শ্রেষ্টত্ব দান করছো সে তার যোগ্য নয়। মানুষ যে কতবড় নাফরমান, নিমক হারাম ও অকৃজ্ঞ তা আমি দেখিয়ে দিবো।

আর শয়তান যে এখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তুমিই আমাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছো, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শয়তান নিজের গোনাহের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার অভিযোগ হচ্ছে, আদমের সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়ে তুমি আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং আমার আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিয়ে আমাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করেছো যার ফলে আমি তোমার নাফরমানী করেছি। অন্য কথায় বলা যায়, নির্বোধ শয়তান চাচ্ছিল, তার মনের গোপণ ইচ্ছা যেনো ধরা না পড়ে। বরং যে মিথ্যা অহমিকা ও বিদ্রোহ সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে সে পর্দার অন্তরালে সংগোপন করে রাখতে চাচ্ছিল। এটা ছিল একটি হীন ও নির্বোধসূলভ আচরণ। এহেন আচরণের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মহান আল্লাহ তার এ অভিযোগের আদৌ কোন গুরুত্বই দেননি।

কিন্তু ধোঁকাবাজ শয়তান কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালত থেকে ফায়সালা শুনিয়ে দেবার পর তার অনুসারী মানুষদেরকে বলবে:"আর যখন সবকিছুর মিমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে,"সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করেনি।তোমাদের ওপর তো আমার কোন জোর ছিল না,আমি তোমাদের আমার পথে আহবান ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপুর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।"(সুরা ইব্রাহিম ঃ ২২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানুষ! কোন জিনিস তোমকে তোমার রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।"(সুরা ইনফিতার:৬) তার কারণ সম্পর্কে দু আয়াত পরের আয়াতে বলেন, "কখনো না, বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে) তোমার শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করেছো।"(সুরা ইনফিতার:৯) অর্থাৎ এ ধরনের ধোঁকা খেয়ে যাওয়ার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ মানুষের অস্তিত্ব নিজেই ঘোষনা করছে যে, তা নিজেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। তাদের বাপ-মাও সৃষ্টি করেনি। মানুষের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তারা মানুষ হিসেবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। পৃথিবীতে তাদের সামনে কত রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ট ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধির দাবী ছিল, এসব দেখে মানুষ কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে দিবে এবং সেই রবের মোকাবেলায় কখনো নাফরমানী করার দু:সাহস করবে না। মানুষ এও জানে যে, তাদের রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। এও জানে জানে যে, তাদের রব মূর্খ অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও নেয়া হবে। সৎ-অসৎ কাজের জন্য বিচার, পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকা ইনসাফের দাবী।এসব সত্য মানুষের কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এরপরও শয়তানের ধোঁকায় পড়া মানে, পরকাল, বিচার দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম তথা আখিরাতকেই অস্বীকার করার শামীল। কারো অধীনস্ত কর্মচারী যদি তার উর্ধতন দায়িত্বশীলের ভদ্রতা ও কোমলতাকে দুর্বল ভেবে তার মাথায় চড়ে বসে, তখন তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করা হয়। কাজেই মানষের প্রকৃতি একথা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতা কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবেলায় দু:সাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়।

যে জিনিসটি তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই , নিছক মানুষের এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। শয়তান তাদের এ গাফলতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তারা এখন আল্লাহর ন্যায় বিচারে ভীত হয় না এবং এটিই তাদের নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / December 11 // 2023

বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : এতদিন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন ছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদরদপ্তর পেন্টাগন। ১৯৪৩ সাল থেকে এই গৌরব ধরে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু এবার সেটি হাতছাড়া হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন চালু হতে যাচ্ছে ভারতে। গুজরাটের সুরাটে তৈরি হয়েছে সুবিশাল এই অফিস ভবন। এটি তৈরি করতে জমি লেগেছে ৩৫ দশমিক ৫৪ একর, ব্যয় হয়েছে ৩৪ হাজার কোটি রুপি। ভবনটি আজ উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এনডিটিভি। নতুন করপোরেট ভবনটির নাম রাখা হয়েছে 'সুরাট ডায়মন্ড বার্স'। দেশ-বিদেশের হীরার ব্যবসা হবে এই ভবন থেকে। ভবনটি চালু হলে খুলে যাবে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত। উদ্যোক্তাদের দাবি, অন্তত দেড় লাখ মানুষ কাজ পাবেন সুরাট ডায়মন্ড বার্সে। বিশ্বের ১৭৫টি দেশের প্রায় চার হাজার ২০০ ব্যবসায়ী একসঙ্গে হীরা কেনাবেচা করতে পারবেন সেখানে।



তিন জিম্মি হত্যা করে চাপে ইসরাইল

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : ভুলক্রমে গাজা উপত্যকায় তিন জিম্মিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলি সেনারা।শুক্রবার গাজা সিটির সিজায়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় দেশটিতে বড় ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় জিম্মি মুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে ইসরাইল।

ধারণা করা হচ্ছে, হামাসের হাত থেকে পালাতে সমর্থ হয়েছিলেন এই তিনজন। কিন্তু দখলদার সেনাদের ভুলে করুণ মৃত্যু হয়েছে তাদের।

এ ঘটনাকে 'অবর্ণনীয় দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কারবি বলেছেন, 'এটা দুঃখজনক ভুল।'

জিম্মি হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার রাতেই তেলআবিবে বড় ধরনের বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা প্রতিরক্ষা সদর দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় অনেকে নেতানিয়াহু সরকারের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে বক্তব্য দেন।

জিম্মিদের মুক্ত করতে হামাসের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগে থেকেই ইসরাইলের ভেতর থেকে চাপ ছিল দেশটির সরকারের ওপর। তিন জিম্মি হত্যার ঘটনার পর এ চাপ আরও বেড়েছে।

একসঙ্গে তিন জিম্মিকে গুলি করে হত্যার ঘটনার পর বিষয়টি তদন্ত করেছে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) একটি দল। তদন্তের প্রাথমিক প্রতিবেদনের বরাতে জিম্মিদের হত্যার বিষয়টি বর্ণনা দিয়েছেন সেনাবাহিনীর এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা।

তিনি বলেছেন, ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন এক সেনা দেখতে পান, তার অবস্থান থেকে কয়েক মিটার দূরের একটি ভবন থেকে তিন ব্যক্তি বের হয়ে আসছেন। তাদের তিনজনের কারো শরীরেই কাপড় ছিল না। তিনজনের একজনের হাতে একটি সাদা পতাকা ছিল।

তাদের তিনজনকে ওই সেনা হামাসের সদস্য মনে করেন। তিনি সন্দেহ করেন, তাদের ফাঁদে ফেলতে হামাসের সদস্যরা এভাবে বাইরে বের হয়ে আসছে। এমন চিন্তা করে কোনো দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ওই তিনজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন তিনি এবং সঙ্গে 'সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী' বলে চিৎকার করা শুরু করেন।

ওই সেনার গুলিতে তিন জিম্মির দুইজন সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। অপরজন দৌড়ে আবার সেই ভবনেই ঢুকে পড়েন।

ওই মুহূর্তে ওই ব্যাটালিয়নের কমান্ডার বাইরে বের হয়ে আসেন এবং গুলি থামাতে নির্দেশ দেন।

তখন হিব্রু ভাষায় 'সহায়তা' চাওয়ার শব্দ শুনতে পান উপস্থিত অন্যান্য সেনারা।

যে তৃতীয় ব্যক্তি আবার দৌড়ে ভবনে ঢুকে পড়েছিলেন তখন তিনি বের হয়ে আসেন। কিন্তু কোনো কথা না শুনে আরেক সেনা আহত ওই জিম্মিকে গুলি করে হত্যা করেন।

কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আর নেই

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। কুয়েতের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাত দিয়ে মৃত্যুর খবর জানিয়েছে আলজাজিরা। গতকাল কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাত দিয়ে বলেছে, 'রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খুব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কুয়েতের আমির শেখ নাওয়াফ আল-আহমাদ আল-সাবাহ আর আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোক প্রকাশ করছি।' কুয়েতের নতুন আমির হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রিন্স শেখ মেশাল আল-আহমাদ। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কুনা জানিয়েছে, গত মাসে জরুরি স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে আমির শেখ নওয়াফকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে কুয়েতের তৎকালীন আমির ও তাঁর সৎ ভাই শেখ সাবাহ আল-আহমাদ আল-জাবের আল-সাবাহর মৃত্যুর পর দেশটির আমির হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন শেখ নওয়াফ। ক্ষমতায় আসার কয়েক দশক আগে



থেকেই কুয়েতের সরকারি বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ২০০৬ সালে কুয়েতের আমিরের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। ১৯৯০ সালে তেল সমৃদ্ধ উপসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটিতে ইরাকি সৈন্যদের হামলার সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এ ছাড়া কুয়েতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশটির বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছ থেকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। কুয়েতের আল-সাবাহ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে শেখ নওয়াফের। সদা বিনয়ী আর সাদামাটা জীবন-যাপনের জন্য তাঁর বেশ সুনামও ছিল।

তরুণ আমেরিকানদের বেশিভাগই ইসরাইল রাষ্ট্রের সমাপ্তি চায়

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : তরুণ আমেরিকানদের অর্ধেকের বেশি মনে করে যে ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আর থাকা উচিত নয় এবং পুরো এলাকাটিকে হামাসের শাসনে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে পরিণত হওয়াকে সমর্থন করে। একটি অনলাইন জরিপে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

মাসিক হার্ভার্ড ক্যাপস/হ্যারিস জনমত জরিপে সার্বিকভাবে অবশ্য হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপে হামাসের প্রতি ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গেছে।

গাজা উপত্যকায় ইসরাইল-হামাস অব্যাহত যুদ্ধের মধ্যে এই জরিপের ফলাফল প্রকাশিত হলো। জরিপে দেখা যায়, সার্বিকভাবে ৮১ ভাগ জবাবদাতা ইসরাইলকে সমর্থন করে। তবে তরুণদের মধ্যে সমর্থন ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে বিভক্ত দেখা যায়। অবশ্য, তরুণদের জবাবে বেশ কিছু অসংগ্নতা দেখা গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ৫১ ভাগ যদিও ইসরাইলের বদলে হামাস/ফিলিস্তিনির অস্তিত্ব দেখতে চাইলে ৫৮ ভাগ জবাবদাতা আবার মনে



করে যে গাজার শাসনক্ষমতা থেকে হামাসকে দূর করা দরকার। জরিপে দেখা যায়, ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপের ৬৬ ভাগ জবাবদাতা মনে করে যে ৭ অক্টোবর ইসরাইলের অভ্যন্তরে হামাসের হামলাটি গণহত্যা। তবে একইসময় ৬০ ভাগ মনে করে, ফিলিস্তিনিরা যে ধরনের দুর্দশায় রয়েছে, তাতে ওই হামলাটি ছিল যৌক্তিক। অর্থাৎ চূড়ান্ত ফলাফল হলো, অনেক তরুণ মনে করে গণহত্যা যৌক্তিক। জরিপে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হেইট স্পিচে কোনো সমস্যা নেই। জরিপে দেখা যায়, ৫৩ ভাগ তরুণ মনে করে যে ক্যাম্পাসে ইহুদি গণহত্যার আহ্বান জানানোর সুযোগ থাকা উচিত ছাত্রদের। অবশ্য, যদিও ৭০ ভাগ মনে করে যে এ ধরনের আহ্বানই হেইট স্পিচ। আবার ১৮-২৪ বছর বয়স গ্রুপের ৬৭ ভঅগ মনে করে যে হার্ভার্ড, এমআইটি এবং পেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সভাপতিরা সেমিটিকবিরোধিতায় যথেষ্ট করেছেন।





অভিবাসীদের নিয়ে মন্তব্যে, তোপের মুখে ট্রাম্প

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : যুক্তরাষ্ট্রের রক্ত খারাপ করছে অনিবন্ধিত অভিবাসীরা– এমন মন্তব্য করে আবারও বিতর্কের মুখে পড়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এ ধরনের মন্তব্য জেনোফোবিক (বিদেশিদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব) এবং নাৎসি বক্তব্যের প্রতিধ্বনি বলে অভিযোগ উঠেছিল আগেরবারই।

২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অভিবাসনবিরোধী একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ট্রাম্প। ২০২৪ সালের নির্বাচনে জিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় যেতে পারলে অবৈধ অভিবাসন প্রতিরোধ এবং বৈধ অভিবাসননীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

শনিবার নিউ হ্যাম্পশায়ারে একটি প্রচার সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন এ রিপাবলিকান নেতা।

সেখানে কয়েক হাজার সমর্থকের সামনে তিনি বলেন, ওরা (অনিবন্ধিত অভিবাসী) আমাদের দেশের রক্ত বিষাক্ত করে তুলছে। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা, সারা বিশ্ব থেকে তারা আমাদের দেশে আসছে।

ট্রাম্প এর আগে গত সেপ্টেম্বরে দ্য ন্যাশনাল পালস নামে একটি ডানপন্থি ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 'রক্ত বিষাক্ত করে তোলা' শব্দগুলো ব্যবহার করেছিলেন। তার ওই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে অ্যান্টি-ডিফেমেশন লিগ। এর নেতা জোনাথন গ্রিনব্যাট ট্রাম্পের মন্তব্যকে 'বর্ণবাদী, জেনোফোবিক এবং ঘৃণ্য' বলে অভিহিত করেছিলেন। ইয়েল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ফ্যাসিবাদের ওপর একটি বইয়ের লেখক জেসন স্ট্যানলি বলেছেন, ট্রাম্প বারবার এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা বিপজ্জনক। তার মতে, ট্রাম্পের কথায় নাৎসি নেতা অ্যাডলফ হিটলারের বক্তব্যের মিল রয়েছে।

স্ট্যানলি বলেন, তিনি (ট্রাম্প) এই শব্দগুলোকে সমাবেশে বারবার ব্যবহার করছেন। বিপজ্জনক বক্তৃ তার পুনরাবৃত্তি করা তার স্বাভাবিককরণ এবং এতে উল্লিখিত বিষয় বাস্তবায়নের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। এটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের নিরাপত্তার জন্য খুবই উদ্বেগজনক।

কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ, ওআইসি ও ইইউতে পাকিস্তানের চিঠি

ঢাকা ডেস্ক, ১৭ ডিসেম্বর : জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'বেআইনি' দাবি করে এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ, ওআইসি এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) কাছে চিঠি লিখেছে পাকিস্তান। দেশটির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জলিল আব্বাস জিলানি এ চিঠি লিখেছেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরোধের কথা স্বীকৃত। এ বিষয়ে বিচার বিভাগীয় রায়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত মর্যাদা নির্ধারণ করা যায় না। কাশ্মীরের মর্যাদা কী হবে সে সিদ্ধান্ত দিতে পারে না ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। এক্ষেত্রে তিনি জাতিসংঘের রেজ্যুলুশন বাস্তবায়নের দাবি জানান।

এ বিষয়ে খবর দিয়েছে অনলাইন জিও নিউজ। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটির খবরে বলা হয়েছে, তার পর আরও ধারাবাহিক অনেক পদক্ষেপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যা তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বদলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, এসব বেআইনি পদক্ষেপের সুস্পষ্টত লক্ষ্য হলো নিজেদের ভূখণ্ডে কাশ্মীরিদেরকে ক্ষমতাহীন করে দেওয়া।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জম্মু ও কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করতে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করাকে বৈধ বলে রায় দিয়েছে। এই রায় আন্তর্জাতিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের রেজ্যুলুশন ১২২(১৯৫৭)-এর লঙ্ঘন বলে দাবি করেন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিলানি।

তিনি বলেন, ভারতের এসব বেআইনি পদক্ষেপ



পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস জিলানি এসব চিঠিতে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আন্তর্জাতিকভাবে যে বিরোধপূর্ণ ভূখণ্ড স্বীকৃত, তার মর্যাদা আভ্যন্তরীণ আইন বা বিচার বিভাগীয় রায়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায় না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীরকে বেআইনিভাবে দখল করছে এং সেখানকার মানুষদের অধিকারকে দমন করছে বলে তিনি এর নিন্দা জানান।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, ভারত সরকার ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট বেআইনি এবং একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ধারা উপধারাকে টপকে যেতে পারে না। চিঠিতে তিনি জম্মু কাশ্মীরের বিরোধ বিষয়ক তাদের রেজ্যুলুশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি। একই সঙ্গে সেখানে ভারতের ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।

চিঠিতে আরও বলা হয়, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট থেকে জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত সরকার তা বন্ধ বা অবৈধ ঘোষণা করতে হবে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA CPA



বাংলাদেশ কন্স্যুলেটে বিজয় দিবস উদযাপন

প্রবাসে বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে দেশের ন্যায় প্রবাসেও বর্নাঢ্য আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও বাংলাদেশ কনস্যুলেট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করে। **জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন:** যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসবমূখর পরিবেশে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন নিউইয়র্ক-এ মহান বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে মিশনে দোয়া, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের স্লোগান ছিল বঙ্গবন্ধুর উক্তি 'আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। সেই গণতন্ত্র-যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে'। অনুষ্ঠানের শুরুতে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**



মানুষের চরম শত্রু ধোঁকাবাজ শয়তান

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সে প্রতারক যেন তোমাদেরকে **(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)**

খেলার খবর

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে বাজে রেকর্ড গড়লেন সৌম্য

স্পোর্টস ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরাজয়ের ম্যাচে বাজে নজির গড়লেন সৌম্য সরকার। **(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)**

হেলথ টিপস

দীর্ঘদিন লেবু তাজা রাখতে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শীতকাল ভোজনর-সিকদের প্রিয় ঋতু। নানারকম পিঠা-শাক-সবজিতে ভরপুর এ ঋতুতে লেবুর আলাদাই কদর। শীতে **(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)**

বিনোদন

গোল্ডেন গ্লোবে মনোনয়ন পেলেন যারা

বিনোদন ডেস্ক: আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ হয়েছে সম্প্রতি। এ তালিকায় সেরা সিনেমার মনোনয়ন পেয়েছে **(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)**

ইউনাইডেট হিন্দুস অব ইউএসএ'র নতুন কমিটি অভিষিক্ত

নিউইয়র্ক: ইউনাইডেট হিন্দুস অব ইউএসএ ইনক এর নব গঠিত কমিটির (দুই বছর মেয়াদী) অভিষেক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রী সুশীল সিনহা **(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)**

নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে মহানগর বিএনপি'র মানববন্ধন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনী তফসিল বাতিল ও শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগের দাবীতে এবার বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্ক সিটির টাইমস স্কয়ারে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি মানববন্ধন করেছে। বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) দুপুরে নিউইয়র্কের ব্যস্ততম টাইমস স্কয়ারে মানববন্ধন ও সমাবেশ আয়োজন করা হয়। প্রচন্ড ঠান্ডা **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সংবাদ সম্মেলনে বদরুল-রোকন

ফরক্লোজারের পথে 'কথিত জালালাবাদ ভবন'

বিশেষ প্রতিনিধি: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র ৩ লাখ ৩২ হাজার ডলার তুলে মইনুল ইসলাম যে বাড়ি ক্রয় করেছিল তা নিলামে উঠতে যাচ্ছে। ব্যাংক গত ৮ মাসে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে মর্টগেজ না পাওয়ায় তা (কথিত জালালাবাদ ভবন) ফরক্লোজারের পথে। সভাপতি বদরুল খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম নেতৃত্বাধীন **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)**

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ

গভীর শ্রদ্ধায় পালন শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রতি বছরের মতো এবছরও গভীর শ্রদ্ধায় নিউইয়র্কে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালিত হয়েছে। এবারই প্রথম সিটির জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় প্রথমবারের মতো ঢাকার রায়ের বাজারে প্রতিষ্ঠিত বদ্যভূমির আদলে নির্মিত অস্থায়ী শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে দেশের শহীদ বুদ্ধিজীবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট-উত্তর আমেরিকা'র উদ্যোগে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**




GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের নির্বাচন

'শাহাব উদ্দীন- আমীন' প্যানেল জয়ী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোলিয়ার আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের নির্বাচনে 'শাহাব উদ্দীন-আশীন' প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। রোববার (১৭ ডিসেম্বর) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২০২৪-২০২৭ সাল অর্থাৎ চার বছরের জন্য অনুষ্ঠিত এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্যানেল দু'টি ছিলো **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন


ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM


ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইনিশিয়াল এবং রিটার্নেজলীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com

আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বর্ষপূর্তী সংখ্যা

সাপ্তাহিক
২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বিশেষ সংখ্যা ॥ শুক্রবার ॥ পৌষ ০৪ ॥ ১৪৩০ ॥ জমাদিউস সাঃ ০৪ ॥ ১৪৪ ॥ December 18॥ 2023 ॥ USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

www.banglapatrikausa.com

বাংলা পত্রিকার সোনালী দিনগুলো

মাহবুবুর রহমান



আমি অবাক হই না, কেউ যদি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বাংলা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে, পদটি ছাড়ার তেরো বছর পরও। এক সময় আমার ছ'সাতটি পরিচয় ছিল, এখন একটি। পাবলিক লাইফে সাধারণত যাই না, কখনো গেলে পরিচয় দাঁড়ায় একটিই, বাংলা পত্রিকা'র সাবেক সম্পাদক। এর সাথে জড়িয়ে আছে আমার আবেগ। জড়িয়ে আছে যৌবনের প্রাণোচ্ছাস, শক্তি-বল। মেধার সাথে ঘাম। তেরো বছরের ওই সময়টা ছিল বর্ণাঢ্য, সোনায় মোড়ানো।

ছিয়ানব্বইয়ে আমাদের হিসাবটা ছিল খুব সহজ, কিন্তু চ্যালেঞ্জিং। সম্পাদনায় আমি, খবরে আবু তাহের, ব্যবস্থাপনায় নিয়াজ মাখদুম। বাকী সব কাজ করবো নিজেরা। তিন গাড়ীতে পত্রিকা বোঝাই করে আমরা তিনজন ছুটে যেতাম পাঁচ বরোর দোকানে দোকানে। কাঁধে বান্ডিল বয়ে সাজিয়ে দিতাম দোকানের তাকিয়ায়। আমরা শ্রমিক, আমরা মালিক। সে এক সুন্দর চেতনা। পত্রিকায় ভালো খবরের সাথে থাকতো টাটকা এক্সক্লুসিভ কলাম। (কাট-পেস্ট নয়)। আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও শফিক রেহমান বাংলা পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। আরো লিখতেন ফাজলে রশিদ, খসরুজ্জামান চৌধুরী, হাসান ফেরদৌস, মনজুর আহমদ, মিনার মাহমুদ, মঈনুদ্দিন নাসের, নিনি ওয়াহেদ, মোহাম্মদ মোহাদ্দেস, আমিনুল হক বাদশা, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সুব্রত বিশ্বাস, শওকত আলী, বশির আহমদ সহ দেশ-বিদেশের সুপরিচিত সাংবাদিক-কলামিস্ট। প্রতিথযশা সাংবাদিক এবিএম মূসা তাঁর সকল লেখা পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন।

বাংলা পত্রিকায় আসতেন দেশ-বিদেশের নামী লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ। তাঁদের সাথে আড্ডা, **(বাকি অংশ ২১ পাতায়)**

টাইম টেলিভিশন : পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকবো

আবু তাহের



সে ছিলো ভীতির এক কাল। মানব সভ্যতার থমকে থাকা সময়। কোভিড-১৯ এর কারণে লকডাউনের নামে ভীতিময় এক বন্দিদশা। কিন্তু আমরা টাইম টেলিভিশন, আমরা বন্দি থাকিনি। থেমে যাইনি। বলতে চাই, থামতে পারিনি। সময়কে সাথে নিয়ে চলার শপথই আমাদের থামতে দেয়নি। আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম পথে। খবর সংগ্রহের শপথে। শক্তি ছিলো মনোবল। আর হাতিয়ার হিসাবে হাতে ছিলো বুম-ক্যামেরা-ট্রাইপড। সেদিন ভীতির নগরে পরিণত হয়েছিলো এই নিউইয়র্ক। নি-উইয়র্ক কখনো ঘুমায় না, সেই আপ্তবাক্যও সেদিন মিথ্যা প্রমাণিত হতে বসেছিলো। তথ্য যতটা পাওয়া যেতো, তার চেয়ে বিপুল শক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়তো অপতথ্য। তাই আমরা নেমেছিলাম পথে। তুলে ধরতে প্রকৃত চিত্র। প্রকৃত দৃশ্য। যা ঘটেছে যেমন। যখন যেখানে। এটা প্রয়োজন ছিলো। সময়ের প্রয়োজন।

আমরা টাইম টেলিভিশন সেই সময়ের প্রয়োজনটাই মেটাতে চেয়েছিলাম। আমরা পেরেছি। কতটা পেরেছি তার হিসাব-নিকাশ হোক বিশ্লেষকের টেবিলে। কিন্তু আমরা জানি আমরা মাঠে ছিলাম। মানুষের পাশে ছিলাম। তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে। আর প্রয়োজনীয় কথামালা নিয়ে। নিদান সেই সময়ে আমরা সাথে পেয়েছি অনেককে। যারা টাইম টেলিভিশনের পর্দায় নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছিলেন ঘরে বসেই। আর মানুষের প্রয়োজনে কাজ করেছিলেন। কথা বলেছিলেন। দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ। আমাদের কৃতজ্ঞতা সেইসব মানুষদের প্রতিও। যারা সেই সময়ের প্রয়োজনটা উপলব্দি করে মানুষকে জানিয়েছেন তাদের করণীয় সম্পর্কে। আর কৃতজ্ঞতা সকল দর্শকের প্রতি যারা আমাদের **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**



হাকিম জাফরি



এরিক অ্যাডাম



জামাল বৌমান



ক্রিস্টিন গঞ্জালেস



জোহরান কে মামদানী

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি সাংবাদিকতার শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া হাউজ সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ২৭ বছর ও টাইম টেলিভিশনের নবম বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার এক সম্পন্ন হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য এবং নিউইয়র্কের কংগ্রেশনার ডিষ্ট্রিক্ট-৮ থেকে নির্বাচিত, হাউজ ডেমোক্র্যাটিক লীডার হাকিম জাফরী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেস ডিষ্ট্রিক্ট-১৬ এর সদস্য জামাল বৌমান, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডাম, নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেস (অ্যাসেম্বলী **ডিষ্ট্রিক্ট ৫৯**), ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী (অ্যাসেম্বলী **ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬**)। অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা ৬টায়। শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিরাই এতে যোগ দেন। মিডিয়া দুটির বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে আর টাইম টেলিভিশন প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠান।



স্বপ্নের পথ ধরে টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা

মাহমুদ মেনন

নিউইয়র্কে তথা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা চর্চায় টাইম টেলিভিশন এখন এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছিলো সেই নব্বইয়ের দশকে। বাংলাদেশে তখন গণতন্ত্র আন্দোলনের উত্তাল সংগ্রাম। দেশ ছেড়ে যারা বিদেশে অবস্থান করছিলেন তখন তাদের মনের আকুতি, তারা জানতে চান দেশের খবর। তখন এই সময়ের মতো ইন্টারনেটের সর্বতো ব্যবহার ছিলো না। ফলে খবরাখবর সহজে জানা যেতো না। যতটুকু যা খবর, আমরা যারা সাংবাদিকতা করি, আমাদের কাছেই আসতো। তাও অনেকটা এলোমেলো বিচ্ছিন্নভাবে। সেই খবরই সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা তুলে ধরতাম। যে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বাংলা পত্রিকা'র জন্ম। যেভাবে বাংলা পত্রিকার জন্ম। বলা চলে অনেকটা একইভাবে জন্ম নেয় টাইম টেলিভিশন। ২০১৩ সাল। তখন যুক্তরাষ্ট্রে একটিও টেলিভিশন চ্যানেল ছিলো না যারা দিতে পারে সর্বক্ষণের খবর। প্রবাসে যারা থাকেন তারা অবসরে যতটুকু বিনোদন চান, তাতেও তারা বাংলাভাষায় কিছু চান, সে প্রত্যাশার পূরণও পুরোপুরি সম্ভব হতো না। কিছু কিছু বাংলাদেশী চ্যানেল তাদের এখানকার কার্যালয় খুলে সংবাদ পরিবেশন করতো বটে, তবে তা বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য। এমনই **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**



বাংলা পত্রিকা একটি সাফল্যের নাম

হাবিব রহমান

বাংলাদেশ থেকে যারা পরবাসী হন, তারা বুকের মাঝে ভীষণভাবে দেশটাকে ধারণ করে থাকেন। দেশ থেকে এক কোটিরও বেশি মানুষ অদূরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ইউরোপ ছাড়িয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এই পৃথিবীর অপরপৃষ্টে এসে আবাস গেড়েছেন। এখন গোটা বিশ্বেই বাঙালী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে কিছু দেশ আছে যেখানে একটু বেশি সংখ্যায়ই বাঙালী পা ফেলেছে। তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্যতম দেশ। এখানেও বাঙালী বাংলাদেশীদের দেখা যায় দেশকে ভীষণভাবে ধারণ করে বাঁচেন, নিত্যদিনের পথ চলেন। সংস্কৃতি গঠনে মিডিয়ার ভূমিকাটা বড়, সে কথা শতসিদ্ধ। সুতরাং এই প্রবাসে বাংলামিডিয়ার প্রয়োজন যেমন ছিলো, গড়েও তেমনই উঠেছে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, বিদেশে বাংলাদেশীদের পরিচালিত মিডিয়াকে ছাপিয়ে এই অনলাইনের যুগে দেশের মিডিয়ার প্রভাবটাই বেশি থাকবে। কিন্তু যখন অনলাইন ছিলো না, তখন এখানকার নিজস্ব স্থানীয় মিডিয়াগুলোই ছিলো বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য অনেক আগ্রহের অনেক নির্ভরতার। দূর থেকে আমরা দেশের মিডিয়ার অনেক নাম জানি, কিন্তু দেশে থেকে বিদেশে বাংলা মিডিয়ার নাম খুব কি জানা থাকে? অনেকেই বলবেন হ্যাঁ থাকে তাবে তা হাতে গোণা দুই একটা। এই হাতে গোনা দুই একটি মিডিয়ার একটির নাম 'বাংলা পত্রিকা'। সুদুর নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি তার আওয়াজ বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে। এবং তা সেই নব্বইয়ের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

আত্মপ্রত্যয় নামের সূতিকাগারে জন্ম টাইম টেলিভিশনের

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০১৩ সালের আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর। বাংলা পত্রিকা অফিসে জমজমাট এক সন্ধ্যায় সম্পাদক আবু তাহের ঘোষণা দিলেন তিনি একটি টেলিভিশন করতে চান। নিউইয়র্কে একটি বাংলা ভাষায় কমিউনিটি ভিত্তিক পুর্ণাঙ্গ একটি টেলিভিশন চ্যানেল। নাম হবে কমিউনিটি টেলিভিশন (সি টিভি)। উপস্থিত সকলেই নড়েচড়ে বসলেন। কারো চোখে বিস্ময়, কারো প্রশ্ন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিমায় আবু তাহের নিজের টেবিল ছেড়ে উঠলেন। নিজ হাতে একটা কফি বানালেন, টেবিলে ফিরে স্তুপ হয়ে থাকা একগাদা কাগজপত্রের মধ্য থেকে মুখ উঁচু করে বললেন, কি কারো বিশ্বাস হচ্ছে না! সত্যিই **(বাকি অংশ ১১ পাতায়)**



voice of our community

টাইম টেলিভিশন দেখুন ও বিজ্ঞাপন দিন

TiME television

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিজ্ঞাপন বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়

50% OFF

CALL NOW

+1-718-753-0086

timetvusa@gmail.com

www.timetvusa.com

TIME

Honored to Present



PROFESSOR DR. ZIAUDDIN AHMED, MD

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MD KHALILUR RAHMAN
President, Khalil Group

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



ABDUL WAHID CHOWDHURY
CEO, Dynamic Tax and Accounting Services

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. KHONDEKER M. RAHMAN, MD
Anesthesiologist, South Shore Neurologic Associates

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



AHAD ALI, CPA
Founding President, Ahad & Co CPA

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. IMRUL KABIR, PT. DPT
Physical Therapist (PT) General, Active Healing Physical Therapy

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. MOHAMMUD ALAM, MD
Clinical Assistant Professor of Medicine, Hofstra Northwell School of Medicine

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. ATAUL H. OSMANI, MD
Family Medicine Specialist, Comfort Medical Care PC, Beooklyn

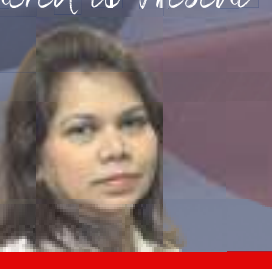
AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. BARNALI HASAN, MD
Internal Medicine, Efficient Medical Care PC

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR INAMULHAQUE M. SABOOR, MD

Internal Medicine, Saboor Waizun Medical PC

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED CHISHTI, CPA

President, Chishti CPA P.C.

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. BASHER M ATIQUZZAMAN, MD

Director, Digestive and liver Center of Florida

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED HASEM, EA, MBA

President & CEO, Karnafully Tax Services Inc.

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. MUJIBUR R. MAJUMDER, MD

Pulmonologist & critical care specialist, Brookdale Hospital

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR SYEDUR RAHMAN CHOWDURY, MD

Director of Anesthesiology and Pain Management, Queens Hospital Center

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MIAH MOHAMMED ABZAL

President, Sands Accounting & Multi Service INC

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



SHOHEL AHMED

President, Astoria Welfare Society

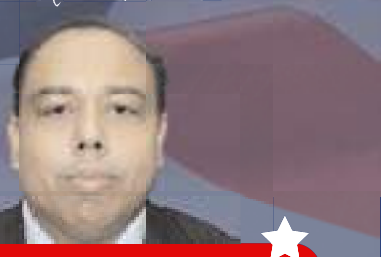
AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED JABED UDDIN

Secretary, Astoria Welfare Society

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED FAKHRUL ISLAM DELWAR
Community board member, President, Jamaica Bangladesh Friends Society inc

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



ARMAN CHOWDHURY, CPA, MBA
Ex President, MUNA Social Service

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



ZAHID MINTU
EX secretary, Nowakhali society

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED ALI
President, Bangladesh American Society

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED IQBAL ALI
President, Cityline ozan park Civilian Patrol

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



M NAZMUL AHSAN
Editor, Weekly Porichoy

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. NURUN N. BEGUM, MD PHD
Associate professor, University of Pennsylvania

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR. MONZUR MORSHED, MD
FACC, FACC FACP, Invasive Cardiologist

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



LATE KAMAL AHMED

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOUMITA AHMED
Founder, Queens Mutual Aid Network

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



DR MASUDUL HASSAN
Medicale Director, Metropolitan Learning Institute

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MOHAMMED BADRUL HAQUE
President & CEO, Mariam Food DBA Key Food

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



GOLAM MAWLA MANIK
CEO, Munshi Atar Ali Welfare Society

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present

BACA

BANGLADESHI AMERICAN CULTURAL ASSOCIATION

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



MUFTI MOHAMMED ISMAIL
Principal, Annoor Cultural center, Jackson Heights

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



HABIB RAHMAN
Editor, Bangla Patrika

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



ABM SALAHUDDIN AHMED
News Editor, Bangla Patrika

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND

TIME

Honored to Present



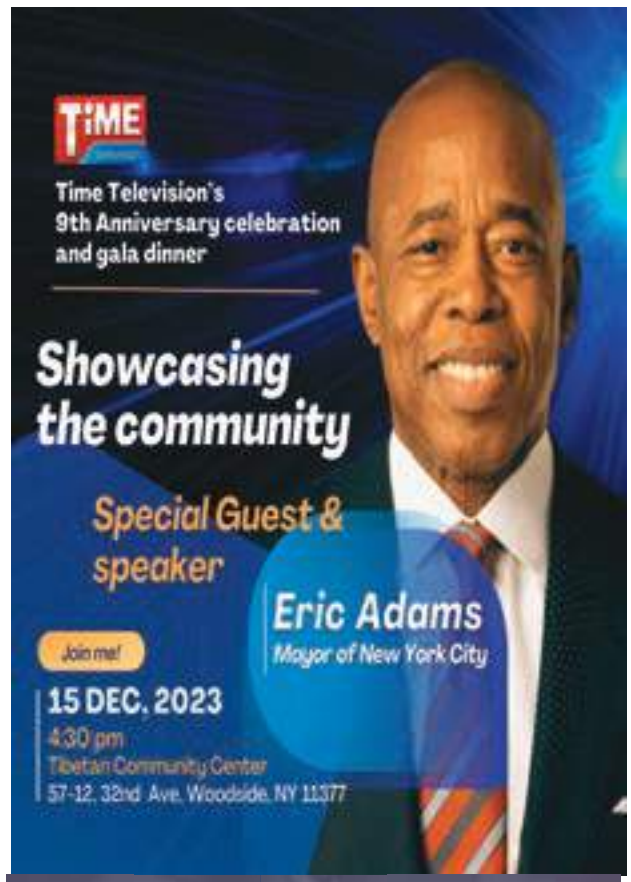
SAMIUL ISLAM
Broadcast Engineer, Time Television

AS AN HONOREE OF

Our Hero!

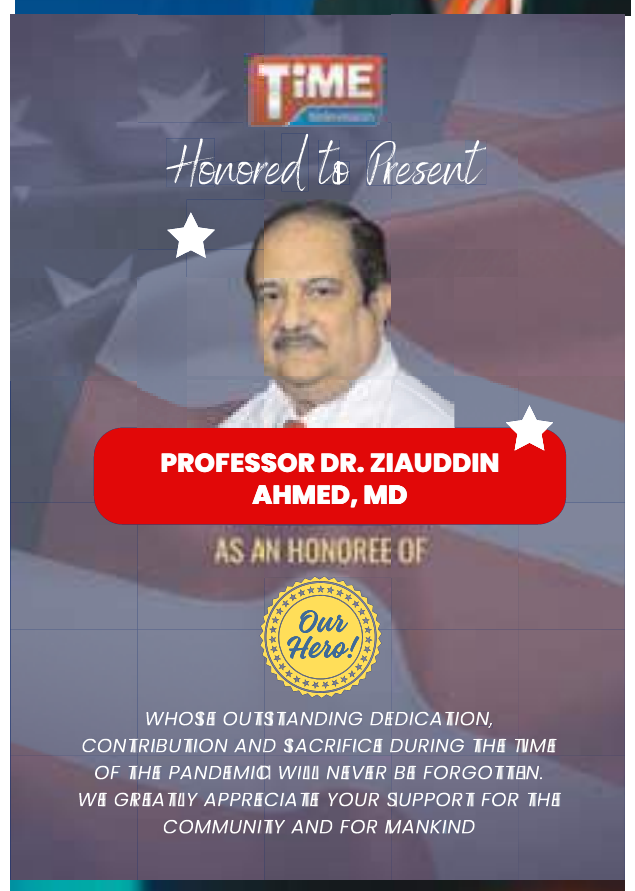
WHOSE OUTSTANDING DEDICATION, CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN. WE GREATLY APPRECIATE YOUR SUPPORT FOR THE COMMUNITY AND FOR MANKIND


SHOWCASING
THE
COMMUNITY
TiME
এবং
বাংলা পত্রিকার
প্রতিষ্ঠা সম্মিলন


TiME
Time Television's
9th Anniversary celebration
and gala dinner
Showcasing
the community
Special Guest &
speaker
Eric Adams
Mayor of New York City
Join me!
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377


TiME
TIME TELEVISION'S
9TH ANNIVERSARY
AND GALA DINNER
LIVE PERFORMANCE BY
DINAT JAHAN MUNNI
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377


TiME
Time Television's
9th Anniversary celebration
and gala dinner
Child Rights &
Climate Activist
US President's
Education
Award winner
Faatiha Aayat
Speaker
Join me!
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377


TiME
Honored to Present
PROFESSOR DR. ZIAUDDIN
AHMED, MD
AS AN HONOREE OF
Our
Hero!
WHOSE OUTSTANDING DEDICATION,
CONTRIBUTION AND SACRIFICE DURING THE TIME
OF THE PANDEMIC WILL NEVER BE FORGOTTEN.
WE GREATLY APPRECIATE THE YOUR SUPPORT FOR THE
COMMUNITY AND FOR MANKIND


SHOWCASING
THE COMMUNITY
TiME
AND
বাংলা পত্রিকা
ANNIVERSARY
DECEMBER
15 5PM
TIBETAN COMMUNITY CENTER
57-12 TIBET WAY, 32ND AVE
WOODSIDE, NY 11377
SPECIAL GUEST
CONGRESSMAN
JAMAAL BOWMAN
U.S. REPRESENTATIVE,
NEW YORK'S 16TH CONGRESSIONAL DISTRICT


TiME
Time Television's
9th Anniversary celebration
and gala dinner
Showcasing
the community
Special Guest &
speaker
Mary Jobaida
Politician
Join me!
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377


A brighter
next generation
'Quest through
passion and
perseverance'
Join me!
Maryam Masud
Speaker
TiME
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377


TiME
Time Television's
9th Anniversary celebration
and gala dinner
Showcasing
the community
Special Guest &
speaker
Zohran Mamdani
New York State Representative
Join me!
15 DEC. 2023
4:30 pm


TiME
Time Television's
9th Anniversary celebration
and gala dinner
empowering
tomorrow
'acknowledging
potential of our
youth'
Pricila
Speaker
Join me!
15 DEC. 2023
4:30 pm
Tibetan Community Center
57-12, 32nd Ave, Woodside, NY 11377

বৈশ্বিক দক্ষিণ বনাম যুক্তরাষ্ট্র

হাসান ফেরদৌস



১৯১৫ সালের ২৫ নভেম্বর। তারিখটা ইতিহাসে কালো কালিতে দাগানো রয়েছে। সেদিন প্রথমবারের মতো মুখোমুখি সাক্ষাতে বসেছিলেন ব্রিটেনের তৎকালীন প্রতিনিধি মার্ক সাইকস ও ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া জর্জ-পিকো। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে ইউরোপের 'দুর্বল মানব' তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির জন্য একটি মানচিত্র তৈরির দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে বর্তেছে। ব্যাপারটায় রাশিয়ারও আগ্রহ রয়েছে, তবে সে নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত।

সাইকস-পিকোর টেবিলে মধ্যপ্রাচ্যের একটি মানচিত্র রাখা। সাইকস পকেট থেকে একটা পেনসিল বের করলেন, পিকো বের করলেন এক ফুট লম্বা স্কেল। ওই পেনসিল ও স্কেল দিয়েই পরবর্তী পাঁচ মাসে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের কোন অঞ্চল কার নিয়ন্ত্রণে আসবে, তা ঠিক করে ফেললেন।

আঁকাবাঁকা কোনো লাইন নয়, স্কেল দিয়ে তেমন দাগ কাটা কঠিন। কে কোথায় থাকে, তার কোনো তোয়াক্কা না করেই সোজাসুজি দাগ কেটে তাঁরা এক নতুন মানচিত্র তৈরি করে দিলেন। কার ভাগে কোন অঞ্চল থাকবে, সেটা বোঝাতে তিন রং দিয়ে সেই মানচিত্র রাঙানো হলো। এক ভাগ ব্রিটেনের, এক ভাগ ফ্রান্সের, আরেক ভাগ রাশিয়ার। ১৯১৬ সালের মার্চে লন্ডনে ও প্যারিসে সেই মানচিত্রের ভিত্তিতে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে গোপন চুক্তি হয়ে গেল। এই চুক্তির নামই সাইকস-পিকো চুক্তি। তৎকালীন অটোমান সাম্রাজ্য ভাগাভাগির সেই ঔপনিবেশিক ঘটনার পর ১০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনো পৃথিবী ভাগাভাগির চেষ্টা থেমে নেই। পাত্র-পাত্রী বদলেছে, বিভক্তির পদ্ধতি বদলেছে। যত সহজে মানচিত্রের ওপর পেনসিলের দাগ দিয়ে বিশ্বকে ভাগ করা যেত, এখন তা আর সম্ভব নয়।

কারণ একটাই, আর তা হলো মাঠে এখন নতুন নতুন খেলোয়াড় এসেছে। পুরোনো খেলোয়াড়, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অবস্থা এখন কিছুটা হলেও নড়বড়ে, অন্যদিকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে একসময়ের শাসিত উপনিবেশ, যাদের নতুন নাম বৈশ্বিক দক্ষিণ। এই পরিবর্তিত বাস্তবতার সাক্ষ্যভাষ্য দেখতে চাইলে সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের দিকে চোখ রাখলেই কিছুটা আঁচ করা যাবে।

জি-২০ ও পরিবর্তিত বিশ্ব

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এবং ধনবান হওয়ার পথে আগুয়ান এমন ১৯টি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও আফ্রিকান ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠিত জি-২০ জোটের আদি লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতার মাধ্যমে, পূর্বসম্মত নীতিমালার ভিত্তিতে যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব হয়, তাতে আমাদের অর্থাৎ সংস্থার সদস্যদেশগুলোর লাভ। এই মোদ্দা লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জি-২০। তারও আগে ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জি-৭, যার সদস্য কেবল সবচেয়ে ধনী সাতটি দেশ। এর কোনোটিতেই ভাগাভাগি কথাটা বলা হলো না বটে। তবে এ কথা বুঝতে কারও বাকি থাকল না, তাদের আসল উদ্দেশ্য বিশ্বব্যবস্থাকে নিজেদের হাতের মুঠোয় রাখা।

একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক দশকের নানা আলোচনার পর নব্বইয়ের দশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিওটিও) গড়ে তোলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের হাতে লিখিতভাবেই চাবুকখানা থাকল। এর বাইরে অবশ্য জাতিসংঘও ছিল, তারও উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমন্বয়। কিন্তু বি-উপনিবেশীকরণের তোড়ে একগাদা দরিদ্র দেশ জাতিসংঘে ঢুকে পড়ায় ইচ্ছামতো ছড়ি ঘোরানো কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব জি-৭, জি-২০ ইত্যাদি গড়ে তোলা হলো।

সমস্যা হলো, গত ২০-২২ বছরে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গতিপথ বা ট্রাজেকটরি যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত অনুশাসন না মেনে ভিন্নপথে এগিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ওয়াশিংটন চেয়েছিল বিশ্বব্যবস্থা তার নেতৃত্বে এক মেরুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে।

বাস্তবে তা ঘটেনি। কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে তার অর্থনৈতিক নেতৃত্ব হারিয়েছে। একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে তার সামরিক নেতৃত্বও এখন প্রশ্নবিদ্ধ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করুণ অভ্যন্তরীণ সংকট। যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীল রিপাবলিকান নেতৃত্ব 'বিশ্বনেতা' হওয়ার বদলে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্র এখন আর সেই 'এম্পায়ার' নয়, যে ২০০৩ সালে ইরাকে হামলা চালিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হওয়ার অর্থ পশ্চিম ইউরোপীয় জোটের অর্থনৈতিক ও সামরিক কবজির জোর কমে আসা। ২০০৮ সালে যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার শিকার তারা হয়েছে, এত দিনেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন হামলা এই সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এসব ঘটনার প্রভাবে বৈশ্বিক নেতৃত্বে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা পূরণ করতে এগিয়ে আসে চীন ও ভারত। বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা সত্ত্বেও এই দুটি দেশ যেভাবে বিপদ সামলে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। এখন তারা সেই সাফল্যের পুরস্কার চায়।

নতুন খেলোয়াড়

জি-৭-এর ও জি-২০ জোট গঠনের আগে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে জি-৩৩ ও জি-২২ গঠনের চেষ্টা করেছিল। লক্ষ্য একটাই, পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার বাস্তবতা মেনে এই জোটকে আরও বেশি প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলা। কিন্তু জি-২০ জোটে ঢুকেও সন্তুষ্ট থাকেনি বৈশ্বিক দক্ষিণের আগুয়ান দেশগুলো। নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তারা গড়ে তোলে ব্রিকস। চীন, রাশিয়া, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা- এই পাঁচটি দেশ নিয়ে ২০০৯ সালে যে জোট যাত্রা শুরু করে, এখন তার গুরুত্ব অস্বীকার করার জো নেই। রাশিয়া থাকলেও এটি মূলত বৈশ্বিক দক্ষিণের একটি পাল্টা বা বিকল্প জোট। যুক্তরাষ্ট্র নয়, আমরাই বিশ্বের বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করব- এই অলিখিত বিশ্বাস থেকে জোটটি খোলামেলা প্রথাগত পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। কেনই-বা দেবে না। একদিকে পশ্চিম অস্তে যাচ্ছে, অন্যদিকে দক্ষিণ-নিদেনপক্ষে এই জোটভুক্ত দক্ষিণি দেশগুলো উদিত হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিশোর মাহবুবানি ঠিকই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জি-৭ হচ্ছে গতকালের ঘটনা, আর ব্রিকস আগামীকালের। পশ্চিমা দেশগুলোতে যে ১২ শতাংশ মানুষ বসবাস করে, তারা হয়তো এখনো এই সহজ সত্যটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু বাকি যে ৮৮ শতাংশ মানুষ বৈশ্বিক দক্ষিণের বাসিন্দা, তারা সে কথা ঠিকই জানে।

বৈশ্বিক দক্ষিণের যেসব দেশ আমাদের নজর কেড়েছে বিশেষত চীন, ভারত, ব্রাজিলতারা জি-৭ নিয়ন্ত্রিত নিওলিবারাল বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা কমবেশি গ্রহণ করেই আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। এই ব্যবস্থার প্রধান মন্ত্র হলো ডি-রেগুলেশন বা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার। বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় ফায়দা তারাই পেয়েছে। কিন্তু তারা পশ্চিমা নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে, এই হিসাব যুক্তরাষ্ট্র মাথায় নেয়নি।

চীন ক্রমেই তার খোলনলচে বদলে ফেলবে- এই আশায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও চীনকে ডব্লিউটিওতে স্থান দেওয়া হয়। এর পেছনেও ছিল মূলত যুক্তরাষ্ট্রের ওকালতি। কিন্তু নিওলিবারাল অর্থনৈতিক প্রশাসন যে দীর্ঘমেয়াদি অর্থে বিপজ্জনক, নব্বইয়ের দশকে এবং ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দাবস্থা তার প্রমাণ। জি-৭ নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ধস নামলে পুরো বিশ্বই সংকটে পড়ে যায়। এই সংকট এড়াতে বৈশ্বিক দক্ষিণকে ভিন্নপথ অনুসরণের কথা ভাবতে হয়।

আরও পরে ২০২০ সালে কোভিড-১৯ সংকটের সময় দেখা গেল যুক্তরাষ্ট্র ও তার ধনী মিত্ররা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তাদের উদ্ভাবিত টিকা ভিক্ষা হিসেবে দক্ষিণকে কিছু দিলেও তা উৎপাদনের অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে তারা অনড় রয়ে যায়। ভিন্ন চিন্তার সেটিও একটি কারণ।

বিশ্বব্যবস্থায় দক্ষিণের অন্তর্ভুক্তি

বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় দক্ষিণের দেশগুলোর ভূমিকা বাড়ছে- এই বিবেচনা থেকে জি-৭ ও জি-২০ উভয় ফোরামেই নীতিমালা প্রশ্নে কিছুটা শৈথিল্য দেখা গেছে। নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে ওদের স্বার্থকে উপেক্ষা করা যাবে না- এই চিন্তা থেকে উভয় ফোরামের আলোচ্যসূচিতে পরিবর্তন এসেছে।

বিশেষত ১৯৯৭-৯৮ সালের এশীয় অর্থব্যবস্থার সংকটের পর ঋণভার লাঘব বা বৈদেশিক ঋণের কার্যকারিতার মতো বিষয় তাদের আলোচ্যসূচিতে এসেছে। এটি একদিকে বাস্তবতার প্রতি মাথা ঝোঁকানো, অন্যদিকে জি-২০ জোটকে অধিক অংশগ্রহণমূলক করার চেষ্টা বলা যেতে পারে।

কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে, শুধু নামমাত্র বা লোক দেখানো মাথা ঝোঁকানোতে বৈশ্বিক দক্ষিণ আর খুশি নয়। তারা বিশ্বসভায় নিজের জন্য যোগ্য আসনটুকু চায়। ব্রিকসের অধীনে একটি পাল্টা বিশ্বব্যাংক গঠন, একটি বিকল্প আন্তর্জাতিক মুদ্রার প্রচলন ইত্যাদি সে চেষ্টার উদাহরণ। এসব চেষ্টার ফল খুব ব্যাপক না হলেও জোটের রাজনৈতিক গুরুত্ব বেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। নয়াদিল্লিতে সর্বশেষ ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ বৈঠকেই তার প্রমাণ মিলল। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর একটি ছিল ইউক্রেনে রুশ হামলার নিন্দা। এর আগের বছর ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশিত ভাষাতেই সে হামলার নিন্দা করা হয়।

কিন্তু এবার যে চূড়ান্ত ইশতেহার গৃহীত হয়, তাতে কোথাও রাশিয়াকে নিন্দা করে একটি কথাও বলা হয়নি। তার বদলে সর্বসম্মত নীতিমালা হিসেবে এক দেশ অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়-এমন কোনো আগ্রাসী পদক্ষেপ নেবে না, শুধু এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। মূলত: ভারত ও চীনের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এই তাৎপর্যহীন বক্তব্য মেনে নিতে হলো।

বলা বাহুল্য, এতে যুক্তরাষ্ট্রের কেউ কেউ বেজায় চটেছে। তাদের মধ্যে একজন হলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন। তিনি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় এক নিবন্ধে প্রস্তাব রেখেছেন জি-২০ ভেঙে দেওয়া হোক। ডজন ডজন বৈঠক, সলাপরামর্শ ও যৌথ ইশতেহারের ফলে পৃথিবীর বনরাজির আংশিক ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই জি-২০-এর পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়।

চীন বনাম ভারত

বোল্টনের মতো লোকও স্বীকার করেছেন, এই সম্মেলনের যদি কারও লাভ হয়ে থাকে, সে হলো ভারত। সে এখন বিশ্বসভায় একজন বড় খেলোয়াড়। পাশাপাশি এ-ও ঠিক, এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক দক্ষিণের এই দুই প্রধান সদস্য চীন ও ভারতের রেষারেষি ও প্রতিযোগিতাও সবার সামনে প্রকাশিত হয়েছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এই বৈঠকে আসেননি। অথচ মাত্র দুই সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে তিনি সভাসদসহ বেশ জাঁকিয়েই অংশ নিয়েছেন।

ভারতের সঙ্গে চীনের বিরোধ পুরোনো। সপ্তাহ তিনেক আগে চীন যে নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতবিরোধ আরও বেড়েছে। প্রেসিডেন্ট সির অনুপস্থিতির সেটি একটি কারণ হতে পারে। তবে বড় কারণ সম্ভবত নেতৃত্ব প্রশ্নে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

চীন ইতিমধ্যে রাশিয়াকে বগলদাবা করে পশ্চিমাবিরোধী একটি 'মিনি-জোট' গড়ে তুলেছে। ভারত সে জোটের সদস্য নয়, সদস্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কারণ, নয়াদিল্লি মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে, তার ভবিষ্যৎ চীন বা রাশিয়ার সঙ্গে নয়, যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমের সঙ্গে।

সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে চীনবিরোধী কৌশলগত সংলাপ কোয়াডে দেশটি যোগ দিয়েছে। আল-জাজিরার এক ভাষ্যকার বলেছেন, 'রাশিয়া ভারতের অতীত, যুক্তরাষ্ট্র তার ভবিষ্যৎ।'

একটি কার্যকর জোট হিসেবে বৈশ্বিক দক্ষিণ বিশ্বসভায় কীভাবে ও কতটা নিজেদের জন্য স্থান করে নেবে, হয়তো এই দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তা নির্ধারিত হবে।

লেখক: লেখক, কলামিস্ট, রাজনীতি বিশ্লেষক

নিউজ মিডিয়া ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা

এবিএম সালেহ উদ্দীন



পৃথিবীর সকল মিডিয়ার মধ্যে সংবাদপত্র তথা প্রিন্ট মিডিয়া যেমন শক্তিশালী ও বহুল আলোচিত, তেমনি ডিজিটাল মিডিয়াও শক্তিশালী। বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিগত আধুনিকতার জাগরণের ফলে এক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়াভুক্ত সম্প্রচারসমূহ সবচেয়ে বেশি অগ্রসরমান।

অর্থাৎ সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক **মিডিয়া** ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও দুটিই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। যদিও প্রাচীন ঐতিহ্যময়তার দিক থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চেয়ে মুদ্রণকৃত সংবাদপত্র খুব প্রাচীন এবং প্রধান গণমাধ্যম। তবে, ইদানিং প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদপত্রের অনলাইন ভার্সনও রয়েছে- যা, ডিজিটাল মিডিয়ার বদৌলতে সর্বত্র পাওয়া যায়। এজন্যই ডিজিটাল মিডিয়াই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্বজনীন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে বর্তমানে ডিজিটাল গণমাধ্যমের জয়-জয়কার। এইসব মিডিয়াগুলো খবর পরিবেশন ছাড়াও বিশ্ব বাণিজ্যে অন্যতম ভূমিকা রাখছে। ক্রমাগত অনেক মিডিয়া সংস্থা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন ব্যবসা-বাণিজ্যেরও শক্তিশালী মাধ্যম। রেডিও টেলিভিশন ছাড়াও বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে বর্তমানে 'ওয়েব মিডিয়া' তথা অনলাইন সংবাদমাধ্যমের যোগাযোগ ব্যবস্থাও পৃথিবীময় সম্প্রসারিত। বর্তমান ডিজিটাল দুনিয়ায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সর্বাধুনিক প্রক্রিয়ায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষকে একত্রিত করার মাধ্যমে সবধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের সোশ্যাল মিডিয়ার অনুরূপ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের কাছে মুহূর্তের মধ্যে খবরাখবর সরবরাহ করার নানারকম ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউবের নানাবিধ শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে পৌঁছানোর সহজতর ব্যবস্থাপনাও খুব জোড়ালো এবং শক্তিশালী। সমগ্র পৃথিবীতে মুহূর্তেই যোগাযোগের একটি প্রধান মাধ্যমে টেলিফোন ও মোবাইল সেলফোন যেমন প্রধান মাধ্যম, তেমনি সকলের মানসিক প্রশান্তির ক্ষেত্র।

আগেকার দিনে প্রযুক্তিগত দিক এবং জনবলের অনেক প্রতিকূলতা ছিল। এতদসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মেশিনারিজ-এর অভাব ও অপ্রতুলতা ছিল। কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও সেইসব সৃষ্টিশীল মানুষের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। এটাও সত্যি যে, তখনকার দিনে নিত্যকার ঘটনাবলীকে সংবাদপত্রের পাতায় নিয়ে আসা সহজ খুব একটা ছিল না। অনেক কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে অনেক সহজ। নতুন নতুন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও ব্যাপক অগ্রগতির সুবাদে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রসমূহের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। প্রচুর পরিমান বিত্ত-বৈভবের উদ্ভব ঘটেছে। ফলে, এখন পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রতিদিনকার সংবাদ এখন মুহূর্তেই ইথারের মতো ছড়িয়ে যায় এবং গণমানুষের সেটি সমগ্র বিশ্ববাসীর জ্ঞাতে চলে আসে।

যাই হোক এটি সবার জানা হয়ে গেছে যে, মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বের সকল ধরণের ঘটনাবলীর তথ্য/খবর সংগ্রহ এবং চুলচেড়া বিশ্লেষণ, সকল প্রকার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়কসহ সবধরণের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিনোদন বিশ্লেষণের বিরাট সুযোগ তৈরি হয়েছে। ইমেইল-ইন্টারনেটের সহযোগে অনলাইন সাংবাদিকতার (ভার্চুয়াল) ব্যবস্থাও এখন সবার জন্য সহজতর বিষয়। একটি মোবাইল ফোনের মধ্যে বলা যায় সারা দুনিয়ার খবর-খবর ও ঘটনা-প্রবাহের চিত্র নিয়ে আসা যায়।

এবার আসা যাক, বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা বলতে যা বুঝায়, বর্তমানে তার অবস্থান কতটুকু। বস্তুনিষ্ঠতা অর্থ, যা সত্যিকার যা ঘটেছে, তাই অকপটে প্রকাশ করা। সত্যকে সত্য বলা এবং মিথ্যাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা। অর্থাৎ কোনও ঘটনা অথবা কোন বিষয়কে বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে না বলা। রিপোর্টারের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ যাই থাক না কেন, কোন রিপোর্ট-এ নিজস্ব মনগড়া মন্তব্য থাকবে না। বস্তুনিষ্ঠতা মানে কোন বিশেষ দল-মত কিংবা লোভ-লালসা ও সকল স্বার্থের উর্দ্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

তবে, কালের বিবর্তনে বর্তমান বিশ্বে সেসব খবরের সবকিছুকেই সত্য বলে ভাবা যায় না। কিছু সত্য কিছু মিথ্যের উপাত্তসহ অর্থাৎ সত্যমিথ্যা মিশ্রনে মিডিয়ায় অনেক খবর পরিবেশিত হয়ে থাকে।

বর্তমান দুনিয়ার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিবলে সত্য ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি মিথ্যা খবর পরিবেশনের উৎকট ব্যবস্থা ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা সহজ।

মানুষের ভেতরকার সত্যবোধ লোপ পেয়ে অসত্য, মিথ্যাচারের দৌড়াত্বে মানুষ স্বার্থের টানাপোড়েনে নিস্ব হয়ে যাওয়ার ফলে সত্যবাদিতা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা কঠিন। তবু, অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়েই বিশ্বের অনেক দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সংবাদপত্রসমূহ সগৌরবে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার অনেক ফ্যাসিষ্ট, একনায়কতান্ত্রিক দেশ ও স্বৈরশাসক রাষ্ট্রে সঠিক খবর পরিবেশন করা কঠিন এবং খুব ঝুঁকিপূর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে নামমাত্র। তন্মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের জায়নবাদী ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ইসরাইলে স্বাধীন সাংবাদিকতা মানে জীবনের ঝুঁকিতে পড়া। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সমগ্রামীদের সঠিক খবর পরিবেশন করে যুগ যুগ ধরে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের অনেক সাংবাদিকের প্রাণহানি ঘটেছে।

২০২৩ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ফিলিস্তিনী সংগ্রামীদের সঠিক খবর এবং ইসরাইলি গণহত্যার খবর প্রদানের প্রায়চিত্ত হিসেবে ইসরাইলি সৈন্যদের নিষ্ঠুরতম বোমা হামলা ও বর্বরতায়, 'রয়টার, বিবিসি, এএফফি এবং আল জাজিরা'র কমপক্ষে চল্লিশজন সাংবাদিকসহ শতাধিক সাংবাদিকের (আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত) মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়াও খোদ ইসরাইলের অভ্যন্তরে একটি কারণে কয়েকজন সাংবাদিক নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হন। আগেকার দিনে মানুষ তাদের সম্মানবোধের সাধারণ সীমানা ও সংবাদ প্রকাশের সত্যতা বজায় রাখতেন। কেননা, তথ্যগুলোর সোর্স বা মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্য দিকগুলো বেশি ছিল। এখন নানারকম বৈপরীত্য সেটিকে বাধাগ্রস্ত করছে। রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ কিংবা নৈতিকতার মানদন্ডের বাইরে স্বার্থ ও লোভের মোহে অনেক মিথ্যা ঘটনাও সত্য বলে চালিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু, তবুও বিভিন্নরকম প্রতিকূলতার মধ্যেও পৃথিবীতে ঐতিহ্যগতভাবে অনেক সংবাদপত্র এবং মিডিয়া প্রতিষ্ঠান আছে, বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করে থাকে।

যাই হোক, সমগ্র বিশ্বে ডিজিটাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার সগৌরব অবস্থানের মধ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের বাইরে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা বেশি। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এখানে কয়েকটি অনলাইন পত্রিকাও রয়েছে। এগুলো ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের বিরাট সহায়ক এবং তা সংবাদপত্রের জাগরণ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।

প্রবাসে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার নানাবিধ কার্যক্রম বাংলা সাহিত্যের বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রসমূহ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশের পথে সংবাদপত্রের উৎকর্ষময় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। তাই হোক আজকের প্রত্যাশা।

লেখকঃ কবি ও প্রাবন্ধিক।

আবু তাহেরের সাথে আমার সমস্যা

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

সাংবাদিক আর বাগানের মালির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ।
: কীভাবে?
: দুইজনেরই কাজ আবর্জনা পরিষ্কার করা ।
আমেরিকান বন্ধু টনির কাছ থেকে কৌতুকটা শুনেছিলাম । টনি এক পর্যায়ে জানতে পেরেছিল, দেশে সাংবাদিকতা করে এসেছি । সান্ধ্যকালীন পানাহারের সময় সুযোগ পেলেই সাংবাদিকতাকে আক্রমণ করে কৌতুক বলা টনির প্রিয় কাজ হয়ে উঠেছিল বেশ কিছুদিন । টনির তখন পর্ণ ভিডিও বিক্রির ব্যবসা ।
সাংবাদিকতা নিয়ে অনুযোগ করা আর উপদেশ দেয়ার লোকের অভাব হয়না । আমেরিকায় এসে পর্ণ ভিডিও ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকেও এ নিয়ে বহু কৌতুক শুনেছি । টনি বাজে কৌতুক বলার পরও কোনদিন রাগ করিনি ।
নব্বই দশকের শুরুতে আমেরিকায় পৌঁছে মাহবুবুর রহমান এবং আবু তাহেরকে পেয়ে যাই । যে সময়টিতে দেশ ছেড়ে আসি, তখন এতো বেশি সংবাদপত্র ছিল না । বেসরকারি টিভিও চালু হয়নি । দেশে অল্প কিছু সাংবাদিক । স্বৈরাচার বিদায় করে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ভিন্ন বাঁক নেয়ার সময়টি । সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তখনকার সংবাদপত্র গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিল । জনমানুষের কাছে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ভাবমূর্তি তখন বেশ উর্ধগামী । বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতের এ বাঁক নেয়ার সময়ে সামনের সারিতেই ছিলাম বলে বেশ তৃপ্তি বোধ করতাম । দাপটের সাথেই আমাদের চলাফেরা ছিল । লোকজন হাত উঠিয়ে দেখাতো, সাংবাদিক যায় !
হায়, সময়ের সামান্য ব্যবধানে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে । এখন নাকি লোকজন হাত উঠিয়ে দেখায়, দালাল যায় !
এসব ভিন্ন প্রসঙ্গ । লিখতে বসেছি বাংলা পত্রিকা আর টাইম টেলিভিশন নিয়ে । বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশনের কর্ণধার আবু তাহের । রাজনীতির মাঠ থেকে আমি সাংবাদিকতা শুরু করি । আমারা তখন রাজনীতির উত্তাল সময়ে ভাসছিলাম, তখন আবু তাহের সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ সংবাদকর্মী । স্পষ্ট করে বলে নেয়া ভালো, আবু তাহেরের সাথে তখন থেকেই সম্পর্ক সৃষ্টি হয় । এ সম্পর্ক সময়ে সময়ে একান্ত হয়ে উঠেছে । যদিও আবু তাহেরের চলাচল রাস্তার ডান দিকে । আমি বাম দিকে হাঁটা মানুষ । মতামত, আচার আচরণ কোন কিছুতেই তাহেরের সাথে আমার কোন সাদৃশ্য নেই । তাহের খুব বিনয়ী মানুষ, সর্বংসহা । আমি চেষ্টা করি এসব গুণ আয়ত্ব করতে । পারি না ।
আমি সময়ের কাজ সময়ে করা মানুষ । আবু তাহের? একজন মানুষও বলতে পারবে না, আবু তাহেরের ৯টার ট্রেণ ক'টায় ছাড়ে !
টাইম টেলিভিশন শুরু হওয়ার আগে বাংলা পত্রিকা নিউইয়র্কে আমার অবধারিত ঠিকানা হয়ে উঠেছিল । এ পত্রিকায় চাকুরী না করলেও একজন নিয়মিত কর্মির মতোই কাজ করেছি । অধিকার খাটিয়েছি । নিউইয়র্কের বাইরে থাকি বলে বাংলা পত্রিকায় প্রতি সপ্তাহেই নিয়মিত যাতায়াত ছিল । এ যাতায়াতের কারণ একাধিক । মাহবুবুর রহমান সম্পাদক ছিলেন । মাহবুব ভাই আমাদের অগ্রজ সাংবাদিক । দেশে থাকতে তাঁর সাথে খুব একটা বসার, কথা বলার সুযোগ আমাদের ছিল না । বাংলা পত্রিকা অফিসে বসেই মাহবুব ভাইকে ভালোভাবে জানা ও তাঁর স্নেহের পরশ পেয়েছি । বাংলা পত্রিকায় তখন নিয়াজ মাখদুম, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (বর্তমানে সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সম্পাদক), সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, বন্ধুবর সাংবাদিক হেলাল উদ্দিন রানা (বর্তমানে মিশিগান প্রবাসী), মেজর (অব) নাসির উদ্দিন সহ অন্যরা বসতেন । কাজ করতেন । আড্ডা আলাপে এস্টরিয়ায় বাংলা পত্রিকা অফিসটি জমজমাট থাকতো ।



নানা ঘটনা ঘটতো বাংলা পত্রিকা অফিসে । এসবই এখন ইতিহাস হয়ে উঠেছে । সংবাদ মাধ্যমেও দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করে । নিউইয়র্ক থেকে ঢাকার পত্রিকায় ফোনে নিউজ পাঠিয়েছি । ফ্যাক্স মেশিন নামের এক যন্ত্র ছিল, এ যন্ত্র ব্যবহার করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নারকীয় ঘটনার সংবাদ দেশে প্রেরণ করেছি । সময়ের সাথে সাথে টের পাই নিউইয়র্ক বাংলা সংবাদ মাধ্যমের জন্যও গুরুত্বের হয়ে উঠেছে । মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীরা আসেন । আমি ও আবু তাহের সঙ্গী হই । এসব রথী মহারথীদের কভার করতে যাই । প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে সরকার প্রধান দলবল নিয়ে আসতেন নিউইয়র্কে । সময়টি উৎসব আনন্দের মতো আমরা কাটাতাম ।
হঠাতই আবু তাহের জানালেন, টেলিভিশন চালু করবেন । আমি হাতে কলম চালিয়ে লেখার লোক । টিভি সাংবাদিকতায় কখনো খুব আগ্রহ পাইনি । যা নিজে পারি না, তা নিয়ে বেশ উৎসাহও দেখাই না । টাইম টেলিভিশন চালু করার ব্যাপক উদ্যোগের সাথে অবশ্য জড়িয়ে যাই । আবু তাহের তাঁর স্টুডিওর জন্য যন্ত্র সামগ্রী ক্রয় করেন । এ এক বিশাল যজ্ঞ । যেকোন কারণেই হোক, সব যন্ত্র সামগ্রী নিউজার্সির আমার ঘরে ডেলিভারি আসতে থাকে । জানুয়ারীর কনকনে শীতে, কখনো বরফ ঢাকা আঙ্গিনায় এসব মালামাল ডেলিভারি এসেছে । আমার স্ত্রী নাসিমা সুলতানা ফ্লোরা এগুলো আঙ্গিনা থেকে টেনে ঘরে তুলে রেখেছেন । আবু তাহেররা বেশ কিছুদিন নিয়ইয়র্ক-নিউজার্সী ফেরি দিয়ে এসব মালামাল পরিবহন করতে হয়েছে ।
টাইম টেলিভিশন চালু হলো । শুরুর দিন থেকেই কোন না কোনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি । কখনো কারো সাক্ষাতকার নিতে হবে, দেশ থেকে বিশিষ্ট কেউ আসলে তাঁকে নিয়ে বসে যাই । টের পাই, বেশ দ্রুতই কমিউনিটিতে এ টেলিভিশন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । আমি টিভি সাংবাদিকতার মানুষ নই, খুব গুছিয়ে স্পষ্ঠ বাংলা উচ্চারণে কথাও বলতে পারি না । তারপরও আবু তাহেরের ডাকে যুক্ত থাকি ।
২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে পরে আমি অনেকটা অপরিহার্য হয়ে উঠি । ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন । অভিবাসীদের মধ্যে এমনিতেই রিপাবলকানদের সমর্থন কম । বাংলাদেশী কমিউনিটি এবং টাইম টিভির দর্শকদের কাছে ট্রাম্প এক মূর্তিমান ভিলেন । বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে, উদারনৈতিক রাজনীতির পক্ষে খুবই দক্ষ লোকজন কথা বলেন । এ ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় হাসান ফেরদৌস ভাই সবার চেয়ে এগিয়ে থাকেন । আমি লক্ষ্য করি, টাইম টেলিভিশনে আমেরিকার রাজনীতির একমুখী আলোচনাই বেশি হয়ে থাকে । ট্রাম্প বা রিপাবলিকানদের পক্ষে বলার কেউ নেই ।সাংবাদিক হিসেবে রিপাবলিকানদের কথা তুলে ধরাকে নিজের দায় মনে করি । আমি রাজনৈতিকভাবে কোন দলকে সমর্থন করি বা কোন দলকে ভোট দেই, তারচেয়েও জরুরী হচ্ছে সব পক্ষের কথা তুলে ধরা । আবু তাহের জানালেন, ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলার জন্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না ।
আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করি । বিষয়টা যে খুব সহজ, তা বলা যাবে না । টিভির কলা কুশলী থেকে শুরু করে টাইম টিভির সক্রিয় দর্শকরা ট্রাম্পের নামই শুনতে ইচ্ছুক নয় । স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রিপাবলিকানদের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করি । থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয় । সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে কতোসব কান গরম করা মন্তব্য করা হয়, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না । আমার ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন ফেসবুকে, ইউটিউবে এসব দেখে ট্রাম্পের পক্ষে কথা না বলার পরামর্শ দেন ।
আমি বেশ মজা পাই । এখন আর আগের অবস্থা নেই । ব্রুকলীন থেকে ব্রঙ্কস যেখানে যাই, লোকজন আমাকে জানেন ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলার লোক হিসেবে । কিছুদিন আগে ম্যারিল্যান্ডে গিয়েছি এক অনুষ্ঠানে । সেখানে এক দম্পতি এসে উপস্থিত । জানালেন, তারা টাইম টিভিতে আমাকে খোঁজেন । আমার সাথে ছবি উঠালেন ।
বেশ অবাক হই । আমি নিজে আমার সীমাবদ্ধতার কথা জানি ।
দম্পতিটি বললেন, জনপ্রিয় হওয়ার জন্য সবার তালে আপনি কথা বলেন না । অপ্রিয় হলেও নিজের কথাগুলো নিজের মতো করে বলেন । নিজে যা সত্য মনে করেন, তা অকপটে বলেন । প্রীত বোধ করেছি ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলেও প্রশংসা পাওয়া যায় । এখন তা টের পাই । লোকজন প্রায়ই বাহবা দেন । আমাদের স্বদেশই অভিবাসীদের মধ্যেও এখন ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন ভাবনার লোক বাড়ছে । এর পেছনে টাইম টেলিভিশনে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেয়াও একটা কারণ হতে পারে । ধন্যবাদ আবু তাহের । ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনকে ।
আবু তাহেরকে নিয়ে আমার একটা সমস্যার কথা আপাতত: এখানে জানিয়ে রাখি । প্রায়ই আমরা একসাথে বাইরে যাই নানা উপলক্ষে । রেস্টুরেন্টে বসে বেশ দামী খাবার ওর্ডার করা আমার শখ । ভালোমন্দ পানাহার করি সময় নিয়ে । তাহেরের সব সময় শায় পাওয়া যায় এতে । সমস্যা দেখা দেয়, যখনই বিল দেয়ার সময় আসে তখন তাহেরের ফোন কল চলে আসে । দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করি, এ ফোনালাপ দীর্ঘ হয় । প্রথমে প্রথমে কাকতালীয় মনে করে নিজেই বিল দিয়ে দিয়েছি । বারবার একই ঘটনা ঘটায় এখন আর বিষয়টাকে কাকতালীয় মনে হয় না !

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রথম আলো, উত্তর আমেরিকা

বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস অমর হউক

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র
বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন-এর বর্ষপূর্তী উপলক্ষে
রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা



সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
প্রাক্তন সহ সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

সংবাদপত্র : সেবা না বাণিজ্য

মাহমুদ রেজা চৌধুরী



আমার এই লেখার শিরোনাম-এর প্রশ্ন নিয়ে অনেকের মনে অনেক রকম মত ও দ্বিমত তো আছেই। আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে আসলে 'সেবা' এর ডিকশনারি বা চলন্তিকার অর্থ বদলে গেছে। বর্তমান যুগটা মূলত বাণিজ্যের যুগ, প্রচারের যুগ। তাই বলা হয়, প্রচারেই প্রসার। আজকালকার সংবাদপত্র এই প্রচারের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এটার একটা বাণিজ্যিক চাহিদাও তৈরি হয়ে গেছে। সংবাদপত্রের মালিকরাও এখন এই বিষয়টা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারেন।

বাণিজ্যের মাধ্যমে সেবা। সংবাদপত্র এখন এই ভূমিকাও পালন করে। এখানেও শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণী বৈষম্য আছে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংবাদপত্র তেমন কোন সেবামূলক ভূমিকা এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাখেনা; যে ভূমিকা এরা রাখে সমাজের প্রভাবশালী ও সমাজের অগ্রাধিকারভুক্ত শ্রেণী স্বার্থের পক্ষে। দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, সংবাদ সরবরাহ এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পরিবেশিত সংবাদের বিশ্লেষণ করা। সেই দৃষ্টিকোণেও আমাদের সংবাদপত্র দেশে ও প্রবাসেও নিজেদের ভূমিকায় এক ধরনের পক্ষপাতিত্বের মনোভাব প্রদর্শন করে। ব্যতিক্রমতো আছেই। তবে সেটা সংখ্যায় খুব কম।

এটাও অস্বীকার করিনা। সংবাদপত্রের একটু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহের নিযুক্ত চর প্রতি প্রদেশে বা বড় শহরের খবর জোগাড় করে লিখিতভাবে বাদশার কাছে হাজির করত। তেমন গোপনীয় ও রাজকীয় তথ্য না থাকলে সেইসব সংবাদপত্র প্রকাশ্য রাজদরবারে পাঠ করাও হতো। এতেও প্রমাণ হয় যে তেমন গোপনীয় সংবাদ সংবাদপত্র ওই সময়ও প্রকাশ করতনা বা হতোওনা।

১৬০৯ সালের আগে সংবাদপত্রের অস্তিত্বের বিবরণ পাওয়া যায় না। উত্তর জার্মানিতে মুদ্রিত প্রথম দিকের সংবাদপত্রগুলিকে বলা হত, 'Cornatos'।

News শব্দের উদ্ভব হতে লেগে যায় আরো অন্তত এক শতাব্দী। ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি খবরের কাগজ ঞযব Weekly News-এ (১৬২২-৪১) প্রথমে প্রধানত বিদেশি খবরা-খবর ছাপা হতো। দেশি খবর যা প্রথম ছাপা হয় তা হল ইংল্যান্ডের সংসদীয় বিবরণ। এইগুলিকে বলা হত 'diurnals'। সপ্তদশ শতকের অনেকখানি জুড়ে সরকারি সেন্সর শৃঙ্খলে আটকে পড়ে কুখ্যাত হতে হয় ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রকেও। ১৬৪০-এ গৃহযুদ্ধ এবং অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনকালেও সংবাদপত্রের উপর প্রশাসনের ছিল কড়া নজর যা অনেকটা শিথিল হয় ১৬৬০-এ দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের পর। সরাসরি সরকারের সমালোচনা না করলে সংবাদপত্রকে ঘাটানো হতো না। এই চাপ এখনো আছে দেশ-বিদেশের অনেক সংবাদেরপত্রের উপর। সংবাদপত্রে অভিযাত্রার ইতিহাস আরও দীর্ঘ। সংক্ষেপে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা ধারণা পাওয়া যায় উল্লেখিত বর্ণনায়।

হাল আমলে সংবাদপত্র পুরোটাই বাণিজ্যিক। এখানে এই বাণিজ্যের নামে ব্যক্তিগত প্রচার থেকে শুরু করে সংসার চালানো। এই সবই হয়। নিউইয়র্কে আজ প্রায় তিন দশক উপরের অভিজ্ঞতায় এখানেও অনেকগুলি সংবাদপত্রের শুরু এবং শেষ হতেও দেখছি বলা যায়। পাশাপাশি নতুন পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে, যারা এখনো পুরনো অনেক জনপ্রিয় পত্রিকার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গুণে ও মানে টিকে আছেন। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, বর্তমান সময়ে কোথাও কেবল সেবামূলক সংবাদপত্র প্রকাশ করে জীবন ধারণ করাও কঠিন। যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয় প্রায় ১০/১২টি সাপ্তাহিক বাংলা ভাষার খবরের কাগজ। সবার আগে, এই প্রবাসে বসে এমন একটা জনসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং সেখানে লেগে থাকাটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। এর পেছনে বাণিজ্যিক স্বার্থ যাই থাকুক না কেন। এটাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই এমন একটা কাজে নিষ্ঠার সাথে লেগে থাকার জন্য এর সাথে যুক্ত প্রত্যেককেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। পরদেশে বসে নিজের মাতৃ ভাষায় নিজের দেশ এবং কমিউনিটির খবর পড়ুয়া ও পাওয়া, একেবারেই সাধারণ বলেও মনে হয় না। তাই প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন দ্বিধা নাই।

সাপ্তাহিক 'বাংলা পত্রিকা' এর মধ্যে একটা। দীর্ঘ দুই যুগের উপর ধরে পত্রিকাটা নিঃসন্দেহে স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষীর পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই এতদিন টিকে আছে। সম্প্রতি অবশ্য এই সাপ্তাহিক কাগজটা 'অনলাইন' পত্রিকা হয়ে গেছে। এর পেছনে নানান কারণ তো আছেই। বড় একটা কারন, অর্থনৈতিক। বাংলা পত্রিকা'র কর্তৃপক্ষ পাশাপাশি তাঁদের একটা নিয়মিত টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনা করেন 'টাইম টিভি' নামে। একসাথে দু'টার ব্যয়ভার বহন করাও কঠিন বলে এই পত্রিকাটা এখন অনলাইন, পত্রিকা হিসাবেই চলছে।

তবু একটা কথা না বললেই নয় যে, প্রবাসের যে কোন পত্রিকা তার একমাত্র লক্ষ্য যদি হয় বাণিজ্য, তাহলে পত্রিকা হিসেবে এর স্থায়িত্ব এবং পাবলিক রেস্পন্সিবিলিটি সেইভাবে পালন করা যাবে না। যারা আমাদের মধ্যে এই কঠিন কাজটা করছেন পত্রিকা প্রকাশ করে প্রতি সপ্তাহে। এই ব্যাপারে তাঁদের একটু ভিন্ন দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে চাই এই লেখায়। আমাদের সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখন, প্রবাসে আমাদের সাপ্তাহিক খবর কাগজগুলো কেবলই কি বাণিজ্যিক হবে, নাকি জনসেবামূলক কাজেও খবরের কাগজের সেবামূলক দিকটাকেও গুরুত্ব দেবে বৈকি!

পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য কি কেবল বাণিজ্যিক হবে নাকি সেবাও থাকবে সেখানে। অগ্রাধিকার পাবে কোনটা বেশি। বা কোনটার অগ্রাধিকার থাকা উচিত বেশি।

প্রশ্নটা পত্রিকার পাঠক এবং মালিকদের কাছেও থাকলো। সংবাদপত্রের সেবামূলক ভূমিকা বলতে কমিউনিটিকে বিভ্রান্ত না করা। নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক খবর কম দেয়া। সস্তা জনপ্রিয় সংবাদ কম পরিবেশন করা। যেকোনো ধরনের 'ইয়েলো জার্নালিজম' থেকেও দূরত্ব রাখা। এই কমিউনিটিতে নানান ধরনের গ্রুপ বা রাজনৈতিক দল উত্থান ও পতনের পেছনেও এখানকার সংবাদপত্রের একটা ভূমিকাও আছে। এই ভূমিকাটা যেন কেবল বাণিজ্যিক না হয়ে যায় পুরোটাই। সেই অনুযায়ী সংবাদ পরিবেশন এবং সংবাদ বিশ্লেষণে কর্তৃপক্ষের একটা গণতান্ত্রিক এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গিও থাকা দরকার। সংক্ষেপে এগুলোই সংবাদপত্রের সেবামূলক ভূমিকা।

বাংলা পত্রিকা আর টাইম টেলিভিশন-এর বর্ষপূর্তীতে রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

লেখক: সমাজ ও রাজনীতি বিশ্লেষক

Email. mahmud315@yahoo.com

পত্রিকা-মিডিয়া ও সাংবাদিকদের দায়বোধ

হেলাল উদ্দীন রানা



সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৮ বছরে পদার্পণ করেছে এবং একই গ্রুপের জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন দশম বর্ষে পৌঁছে গেল। আর নেপথ্য কারিগর হিসাবে বন্ধু আবু তাহেরের মুকুটে সংযোজন হলো দুটি গৌরবময় পালক। যা সকলের ভাগ্যে জুটে না। অভিনন্দন বন্ধু। আবু তাহের সিনিয়র সাংবাদিক। একজন পরিশ্রমী, নিপাট-সাদামাটা ও নিরহঙ্কারী ভদ্রলোক। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ়। বলিষ্ঠ স্বপ্নবাজ মানুষ। কেবল ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন না, বাস্তবায়ন করে দেখান। যুক্তরাষ্ট্রে তাহেরের বিগত তিন দশকের অর্জন বিশাল। এক কথায় আকাশ ছোঁয়া। অনেকে যা পারেন নি, সেই অসম্ভব কাজটি তিনি করেছেন।

আমাদের সমাজে ধনী বা টাকাওয়ালা লোকের অভাব নেই। কিন্তু সংবাদপত্র বা মিডিয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থ লগ্নী করতে রাজি নয় কেউ। পৃষ্ঠপোষকতা বহু দূরের কথা। আবু তাহেরকে যতটুকু জানি তাঁর যাত্রা শূন্য থেকেই। আমরা যাঁরা সাংবাদিকতা পেশায় আছি সকলেই জানি এই ফিল্ড কোন ব্যবসাক্ষেত্র নয়। এখানে প্রতি পদে-পদে লড়াই সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। সাংবাদিকতা আসলে একটা নেশার নাম !

বাংলা পত্রিকার শুরুর সময় থেকে এখনও এই কাগজটির সাথে আছি। বাংলা পত্রিকার সাথে রয়েছে আত্মার আত্মীয়তা। আগে প্রতি সপ্তাহে লিখতে হতো মাহবুব ভাই ও তাহেরের চাপে। মনে পড়ছে কেবল বাংলা পত্রিকায় নিউজ প্রেরণ করার জন্য আটাশ বছর আগে একটি ফ্যাক্স মেশিন কিনতে হয়েছিল। আগের আরেক লেখায় বলেছিলাম, উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী অভিবাসী সমাজ বিনির্মাণে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা পত্রিকা প্রবাসে মাতৃভাষার চর্চা, একটি লেখক শ্রেনী ও পাঠক গৌষ্ঠী তৈরীতে রেখে চলেছে সহযোগীর ভূমিকা। সকলেই স্বীকার করেন একটি জাতি গঠনে সংবাদপত্রের অবদান অপরিসীম। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রে মিডিয়াকে চতুর্থ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হয়।

বর্তমানে নিউইয়র্ক থেকে প্রায় ১৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন ছাড়াও একাধিক বাংলাদেশী মালিকানাধীন টিভি চ্যানেল রয়েছে। যেটি বাঙালী হিসাবে আমাদের গর্বের বিষয়। কিন্তু তিন দশক আগে সংবাদপত্র ছিল মাত্র কটি। ছিলনা বাংলা ভাষার কোন টেলিভিশন। আজ সময়ের পরিক্রমায় সাংবাদিকতা এবং সংবাদ পত্রে এসেছে আমূল পরিবর্তন। বদলে গেছে পাঠকের অভ্যাস ও রুচি। পাল্টেছে সাংবাদিকতা। ফেই-সবুক খোলে-নলচে বদলে দিয়েছে সব। পত্রিকাগুলোর এখন কোন বিক্রয় মূল্য নেই। পাঠককে ফ্রিতে গিলাতেও নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। করতে হয় নানা কসরত। এক-বিংশ শতাব্দির অতিমারি করোনাও কম দায়ী নয় এক্ষেত্রে। পৃথিবির বহু প্রাচীন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে দেশে দেশে।

এদিকে আমাদের কমিউনিটিতে আজকের প্রজন্মের মূলধারার রাজনীতিতে আশাতীত সাফল্য ও অর্জন থাকলেও প্রবাসে দেশের দলীয় রাজনীতিকে টেনে আনা, মন-মগজে ধারণ, চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে আমাদের অভিবাসী সমাজ ক্রমশ পশ্চাৎমুখী বলে অনেকে মনে করেন। এই কারণে বাঙালীর ইমেজও সংকটে পড়েছে। উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির অগ্রযাত্রায় সাংবাদিক সমাজের বিশাল অবদান যেমন রয়েছে একই ভাবে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার দোষেও অনেকের দিকে অঙ্গুলি হেলানো যায়।

সত্য হচ্ছে কমিউনিটির অনেক অনৈক্য ও বিভক্তির জন্য কিছু সংবাদপত্রের সম্পৃক্ততা কোন ভাবেই এড়ানো যায়না। আজকের বহুধা বিভক্ত ফোবানার পেছনে এইসব উচ্চাভিলাষী সাংবাদিকদের আধিপত্য বিস্তারের নানাবিধ কর্মকান্ড প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আর কেবল প্রবাসে কেন সাংবাদিকরা দেশে-বিদেশ সবখানে নানা দলে ভাগ হয়ে পড়েছেন! সাংবাদিকতার প্রথম অঙ্গিকার হচ্ছে দায়িত্বশীলতা। মানে শুধু বাহবা নয়, ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহন করার মন-মানসিকতা থাকা।

আমেরিকার বহু ভাষা-সংস্কৃতির সমাজে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সকলের ঐক্যবদ্ধ থাকা অব্যশই জরুরি, এর কোন বিকল্প নেই। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বা কমিউনিটি বড়। তারচেয়ে বড় আমাদের দেশ। আমরা যতই আমেরিকান হিসেবে পরিচয় দেই দিনের শেষে আমরা বাংলাদেশী। আমাদের কিন্তু বাংলাদেশী-আমেরিকান বলা হয়ে থাকে। দৈনন্দিন সকল আচার-আচরণ, কার্যকলাপে জড়িয়ে আছে দেশের ভাবমূর্তির বিষয়। আর যাই হোক আমরা যেন এই সত্যটা ভুলে না যাই।

এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ করছি আমাদের অগ্রজ অন্যতম পথিকৃত সাংবাদিক সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, সিনিয়র সাংবাদিক আবু তাহের, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, হাবিব রহমান, ইব্রাহিম চৌধুরী, শেখ সিরাজুল ইসলাম, সালাহউদ্দিন আহমদ সহ সকলকে-যাঁদের সাথে এই দীর্ঘ যাত্রা পথের আমিও এক নগন্য যাত্রী। ধন্যবাদ জানাচ্ছি পেশাগত কাজে নানা ভাবে সহযোগিতা করার জন্য। সকলের সুস্থতা কামনা করছি।

আজকের দিনে আশাবাদ থাকবে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে উপজীব্য করে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে আগামীতেও কাজ করে যাবে। আপনাদের সকল কর্মকান্ডে আমাদের সার্বিক সাহায্য সহয়োগীতা সব সময় অব্যাহত থাকবে। এই শুভক্ষণে আবারও কর্তৃ পক্ষসহ বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের সকল সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কলা-কৌশলী এবং সকল পাঠক, দর্শকের একরাশ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা

আমার দেখা সেরা গণমাধ্যম

আহবাব চৌধুরী খোকন



নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির রোল মডেল সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন এর বর্ষপূর্তিতে আমার নিকট লেখা চেয়েছেন বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ। জীবনের প্রারম্ভে কিছুদিন সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত ছিলাম বলে আমি এখনো আমাকে এই মহৎ পেশা থেকে আলাদা ভাবতে পারিনা। আর তাই কারণে-অকারণে প্রতিদিন আমাকে কিছু না কিছু লিখতে হয়। প্রবাসের এই ব্যস্ত জীবনে আমার এই অরণ্যে রোদন কমিউনিটি কিংবা দেশের প্রয়োজনে কতটুকু কাজে আসে এটা জানতে না পারলেও ভালো লাগে। যখন বুঝতে পারি পাঠকরা আমার লেখা পড়ে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করে।

বলা হয়ে থাকে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যম জাতির দর্পণ। একটি দর্পণ বা আয়নায় যেমনি ফুঁটে উঠে অবিকল অবয়ব, তেমনি গণমাধ্যমে ফুঁটে উঠে জাতি বা সমাজের প্রতিচ্ছবি। বলতে দ্বিধা নেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশী কমিউনিটির সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার খবর নিঁখুতভাবে তুলে ধরতে সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করছে তাতে এই প্রিয় দুটি গণমাধ্যমকে কমিউনিটির আয়না বা দর্পণ অবলিলায় বলা যাবে। প্রতি সোমবারে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা গত দুই যুগেরও অধিক সময় এবং সেই সাথে টাইম টেলিভিশন সততা বিশ্বস্থতা, আন্তরিকতা ও বস্তুনিষ্টতার সাথে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে যেভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, তাতে এই প্রতিষ্ঠান দুটোকে বহির্বিশ্বে গণমাধ্যমর রোল মডেল বলা যায়।

বাংলা পত্রিকা'র সাথে আমার যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছিল পত্রিকাটির প্রাক্তন সম্পাদক মাহবুব ভাইয়ের মাধ্যমে। মাহবুব ভাইয়ের পুরো নাম মাহবুবুর রহমান। তিনি ছিলেন এই বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক। তার সাথে আমার পরিচয় সেই আশির দশকে। তিনি তখন সিলেট থেকে প্রকাশিত দেশের প্রাচীনতম সংবাদপত্র সাপ্তাহিক যুগভেরীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। যুগভেরী এখন অবশ্য দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। যুগভেরী এক সময় সিলেটের বহুল প্রচারিত একটি সংবাদপত্র ছিলো। মরহুম আমিনুর রশীদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফাহমিদা রশীদ চৌধুরী। আমার বোনের বাসা ছিলো তখন আম্বরখানাস্থ যুগভরী অফিসের কাছেই। এই সময় যুগভেরী পত্রিকা অফিসে প্রায়ই যাওয়া হতো আমার। আর এভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠে মাহবুব ভাইয়ের সাথে। তিনি তখন যুগভেরীতে নিয়মিত কলাম লিখতেন। তখন যুগভেরী প্রকাশিত হতো লেটার প্রেসে। এখনকার মতো প্রযুক্তি তখন ততোটা উন্নত ছিলো না। সিলেটের স্থানীয় পত্রপত্রিকায় তখন অনেক প্রতিতযশা লেখক নিয়মিত কলাম লিখতেন। আমি তখন বিভিন্ন লেখকের কলাম নিয়মিত পড়তাম। আমার এখনোও মনে আছে সে সময় আমি এক বছরের বিল অগ্রিম পরিশোধ করে যুগভেরী, সিলেট কণ্ঠ ও জালালাবাদী পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলাম। পত্রিকাগুলো যে দিন প্রকাশিত হতো সেদিন তারা ডাক যোগে গ্রাহকদের জন্য পত্রিকা পাঠাতো। আমি ২০০১ সালে নিউইয়র্কে আসার পর প্রথম যখন বাংলা পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলাম তখন দীর্ঘদিন পর দেখা হয় মাহবুব ভাইয়ের সাথে। প্রথম দেখতেই চিনতে অসুবিধা হয়নি। কারণ মাহবুব ভাইয়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন চোখে পড়েনি। অবিকল সেই আগের মতোই ছিলেন। সেই ২০০১ সালে মাহবুব ভাইয়ের মাধ্যমে বাংলা পত্রিকা'র সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো তা এখনো আছে। তবে মাহবুবভাই এখন আর বাংলা পত্রিকায় নেই। পুরোপুরি অবসর সময় কাটাচ্ছেন।

বর্তমানে বাংলা পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন কমিউনিটির প্রিয়মুখ, সজ্জন ব্যক্তিত্ব ও আপাদমস্তক সাংবাদিক জনাব আবু তাহের। তাহের ভাই একজন নির্ভিক সাংবাদিক। পেশাধারীত্বে তিনি অতুলনীয়। সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন সিলেট থেকে সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের মাধ্যমে। তারপর দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ঢাকায় দৈনিক মানব জমিন-এ। নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্নে তিনি পত্রিকাটির সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঠিকানা থেকে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। পেশায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী আচার-আচারণে অমায়িক এই মানুষটির ধৈয্য, প্রতিভা এবং সৌজন্যতাবোধ দেখে আমি অভিভূত হই। পত্রিকার পাশাপাশি কুইন্সে বিশাল স্টুডিও নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন টাইম টেলিভিশন। বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণ এবং সেই সাথে এই দূর প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রতিষ্ঠান দু'টোর নেপথ্যে আরো যে কয়েকজন মানুষ কাজ করেন তাদের মধ্যে হচ্ছেন নিয়াজ মাখদুম, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ এবং সম্প্রতি যোগদানকারী প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক ইকবাল মাহমুদ। তারা সকলেই বন্ধুবৎসল এবং পরিশ্রমী সাংবাদিক। এই প্রতিষ্ঠান দুটো বিভিন্ন সময় অনেক সাহসী রিপোর্ট প্রকাশ করে অর্জন করেছে কমিউনিটির ভূয়াসী প্রশংসা। অনেক সময় বাংলাদেশের অনেক রাগব বোয়ালের বিরুদ্ধে যেমন সংবাদ পরিবেশন করেছে, তেমনি কমিউনিটির অনেক রথি-মহারথির দূর্নীতি ও অসততার সচিত্র সংবাদও প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনে। আর এগুলো সম্ভব হয়েছে প্রতিষ্ঠান দুটোর কর্ণধার জনাব আবু তাহের এর সততা, বিশ্বস্থতা এবং আপোষহীন ভূমিকার কারণে। এই যুক্তরাষ্ট্রে অগ্রসরমান বাংলাদেশী কমিউনিটি এবং সেই সাথে আমাদের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিতে সাংবাদিক আবু তাহের এর নিস্বার্থ ভূমিকা তুলনাহীন।

এই নিউইয়র্কে আছি প্রায় দুই যুগ হতে চলছে। আর এই দুই যুগে তাহের ভাই ও বাংলা পত্রিকা- টাইম টেলিভিশন আমাকে এতোটা আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করে রেখেছে যে প্রতি মাসে দুই একবার তাদের অফিসে না গেলে মনে হয় অনেক কিছু মিস করে ফেলেছি। টাইম টিভিতে প্রচারিত 'টাইম এক্সক্লুসিভ' টাইম টিভির সৃষ্টি অনন্য সার্থক একটি অনুষ্ঠান। আমি দেখেছি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ও বিভিন্ন দেশে এই অনুষ্ঠানের প্রচুর দর্শক রয়েছে। করোনা কালে যখন সমগ্র পৃথিবী ভয়ে কাঁপছিল তখন টাইম এক্সক্লুসিভ বাংলাদেশী কমিউনিটির পাশে আমাদেরকে বেঁচে থাকার সাহস যুগিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের প্রচারিত টেলি প্রেসক্রিপশন ফলো করে অনেক অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়েছেন। সত্যিই এই অনুষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত অসম্ভব জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান। তবে এই দুটো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাংবাদিক আবু তাহের যেভাবে আমাদের কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছেন, বিনিময়ে কমিউনিটি থেকে সে পরিমান সহযোগিতা পাচ্ছেন না। আমারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অবস্থান থেকে টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকাকে সহযোগিতা করা প্রয়োজন। টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা আমার দেখা সেরা গণমাধ্যম। টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা'র পথ চলা অব্যহত থাকুক। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে প্রতিষ্ঠান দুটোর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

লেখক: কলামিষ্ট ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, নিউইয়র্ক।



শাদা গ্রন্থ

কাজী জহিরুল ইসলাম

এর আগে তুমি দেখোনি কখনো বুঝি
প্রত্যহ আমি এই বইখানি পড়ি
এই গ্রন্থের ভাঁজ খুলে খুলে রোজ
অন্যগুলোকে মনোযোগ দিয়ে খুঁজি।

টিকটক চলে সময়ের দেহঘড়ি
বেলা পড়ে এলো, সন্ধ্যা নিকটে খুব
এখনও যে পাঠ হলো না আমার শেষ
প্রতিবারই সেই পুরনো পৃষ্ঠা ধরি।

জলহীন এক নদীতে দিয়েছি ডুব
যত ডুবি তার তত নিচে যাই আরো
তলহীন নদী আমাকে খেয়েছে গিলে
হারিয়েছি দিক পশ্চিম অথবা পুব।

মুছে যাবে রেখা কিছু পরে সন্ধ্যারও
আঁধারের বুকে চমকাবে মরুভূমি
বইখানি পড়ে থাকবে বালুর বুকে
হয়ত সে ঠিক হাতে উঠে যাবে কারো।

যদি সে গ্রন্থ হাতে তুলে নাও তুমি
দেখবে সেখানে কোনো অক্ষর নেই
শাদা পৃষ্ঠায় ভরা সে গ্রন্থখানি
পড়তেন কবি জালালুদ্দিন রুমি।

হলিসউড, নিউইয়র্ক। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।



ফেরদৌস সালাম-এর দু'টি কবিতা

ভোটের সিন্ডিকেট

ভোট আসতেই হচ্ছে শুরু সিন্ডিকেটের খেলা
নেতার জন্য গুণছে প্রহর ডজন দেড়েক চেলা।
বলছে ওরা আমরাও চাই মেট্রোরেলে চড়ে
নেতার মার্কা পৌঁছে দেবো সবার ঘরে ঘরে।
থাকবে না আর সুযোগ কারো চাইবে কোনো ভোট
আমরা সবাই লাভের আশায় বেধেছি এ জোট।
কামড়ে দেবো তাদের পায়ে নামেই যদি পথে
পাশের পরে নেতার সাথে উড়ব রথে রথে।
পাড়ি দেব মহাসাগর, পৃথিবীটা দেখব ঘুরে ঘুরে
সিন্ডিকেটের মহান বাণী গাইব সুরে সুরে।
বাড়িয়ে দেব পণ্যমূল্য ইচ্ছে খুশির দাম
দেখবে তখন বিশ্বজুড়ে বাড়বে কি সুনাম॥

মতিঝিল

ব্যাংক পাড়া মতিঝিল উচুঁ উচুঁ বিল্ডিং
ঝোপ বুঝে লুটেরারা মেরে যায় ফিল্ডিং।
নামে শুধু মতিঝিল নেই মতি নেই ঝিল
দালানের ছড়াছড়ি গাড়ি ঘোড়া কিলবিল!
শাপলাও ঝিল চায় রোদে পুড়ে হয় খুন
বিমানের বকগুলো গান করে গুণ গুণ।
মতি নেই ক্ষোভে তাই টাকা নিয়ে ওড়ে চিল
বোকা নয় হলমার্ক ঠিক ঠাক মারে ঢিল।
নীল রাতে কতো টাকা কতো পরী গিলে খায়
ক্যাসিনোতে ধরা খেয়ে যুবনেতা তড়পায়!
সুজনের টাকা নেই টাকা গোনে ধড়িবাজ
রাজা থাকে পদতলে দাস পরে হীরে তাজ।
ব্যাংক ঋণে পোয়া বারো খেলাপির উল্লাস
টাকাহীন ব্যবসায়ী করে শুধু হাহুতাশ!
কবে পাবে শুভ দিন দিন গোনে মতিঝিল
চশমার ফাঁক দিয়ে হাসে ব্যাঙ খিল খিল....

স্মরণ: মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

একদিনের দেখা যেনো শত বছরের চেনা

সালাহউদ্দিন আহমেদ

মওলানা ভাসানী। পুরো নাম আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। ডাক নাম চেগা মিয়া। দেশব্যাপী খ্যাতি মওলানা ভাসানী নামে হলেও তিঁনি কারো কাছে হুজুর বা পীর, কারো কাজে মজলুম জননেতা, কারো কাছে 'খামোশ' নামের আতঙ্ক, কারো কাছে 'প্রফেট অব ভায়োলেন্স'। ১৭ নভেম্বর-২০২০ তাঁর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী। 'স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রস্টা' মওলানা ভাসানী দেশের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য সারা জীবন আন্দোলন, সংগ্রামে সামনের কাতারে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিলো প্রশংসনীয়।

মওলানা ভাসানী দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অধিকাংশ সময়ই টাঙ্গাইলের সন্তোষে কাটিয়েছেন। সন্তোষের জমিদার উচ্ছেদের পর এই জমিদারীর বিশাল এলাকা জুড়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৯টি কারিগরি ও সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ভাসানী প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আজ সন্তোষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ঐতিহাসিক মওলানা মোহাম্মদ আলী (এম এম আলী) কলেজ। সন্তোষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জুড়েই রয়েছে মওলানার শত-সহস্র স্মৃতি। গ্রামবাংলার চিরচেনা ভাসানী হুজুরের কুঁড়ে ঘর, ঐতিহাসিক দরবার হল, সন্তোষ দীঘি প্রভৃতি আজো কালের স্বাক্ষী।

হুজুর ভাসানীর জন্ম ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানগড়া গ্রামে। জীবনের শুরুতে মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ এবং মক্তবেই কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩ সালে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৯ সালে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন। এ সময় ১০ মাস কারা ভোগ করেন। ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলন করেন। সেই থেকে তার নামের সাথে ভাসানী শব্দ যুক্ত হয়। ১৯৩১ সালে টাঙ্গাইলের সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জের কাওরাখোলায় এবং ১৯৩৩ সালে গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন করেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারী ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরী হলে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। তিনি এর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পুনরায় গ্রেফতার হন। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুসলিম আওয়ামী লীগের (বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন টাঙ্গাইলের জননেতা শামসুল হক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সেই কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫৬ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ রোধকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকায় অনশন করেন। মওলানা ভাসানী ১৯৬৯ সালে আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি দৃঢ় সমর্থন দেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ এ মামলার সকল আসামীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় হলে দূর্গত এলাকায় ত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ দিয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তিনি সমর্থন দেন। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন। এসময় তিনি ভারতে ছিলেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং একই বছর ২৫ ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক হককথা পত্রিকা প্রকাশ করেন। মুজিব সরকারের ব্যাংক বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণনীতি ও ১৯৭২ সালে সংবিধানের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। তিনি ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে। পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন মওলানা ভাসানী। সেই সাথে বাঙালী জাতিসত্তা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মওলানা ভাসানী ছিলেন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের নেতা। দেশের মুকুটহীন সম্রাট। সবুজ, শ্যামল গাছ-গাছালীতে ঘেরা মনোরম পরিবেশে ঘেরা সন্তোষ। কবে, কখন হুজুর ভাসানীকে দেখেছিলাম তার দিন তারিখ মনে নেই। তবে এটুকু স্মৃতিতে চির ভাস্বর যে ঐ দিন সকালে সন্তোষের কুঁড়ে ঘরের সামনেই চেয়ারে বসেছিলেন মওলানা ভাসানী। পড়নে ছিলেন সাদা পাঞ্জাবী আর চেকের লুঙ্গী। মাথায় বেতের টুপি। তাঁর আশেপাশে কয়েকজন ভক্ত। আমার জন্মস্থান টাঙ্গাইলের পৌরসভাধীন ভাল্লুককান্দী গ্রাম থেকে সন্তোষের দূরত্ব কয়েক কিলোমিটার। হাঁটা পথে ৪০/৫০ মিনিটের পথ। রিক্সায় দূরত্ব ২০/২৫ মিনিট। কার সাথে কেনো, কিসের টানে সেদিন সন্তোষ গিয়েছিলাম তার স্মরণ করতে পারছি না। তবে বলতে দ্বিধা নেই ঐ একদিনের এক মূহুর্তের দেখা যেনো শত বছরের চেনা একজন মানুষ। এরপর হুজুর ভাসানীকে দেখতে যাই ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর। সেদিন তাঁর মরদেহ ঢাকা থেকে সন্তোষ আনার পর। হুজুর ভাসানীর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শত-সহস্র সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে সন্তোষে। হেলিকপ্টারে হুজুরের মরদেহ নিয়ে আসা হয় সন্তোষে। বিকেলে তার প্রিয় প্রাঙ্গনেই দাফন করা হয় তাঁর মরদেহ। যা আজ 'ভাসানীর মাজার' নামে পরিচিত।

১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বরের পর থেকে প্রবাসী জীবনের আগ পর্যন্ত অন্তত এই দিনটিতেই সন্তোষ যেতাম প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে মানুষের ঢল দেখেছি সন্তোষে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত মানুষ আসতেন প্রাইভেট কার আর বাস যোগে। কখনো কখনো ৫দিন বা ৭দিন ধরে আয়োজন হতো নানা অনুষ্ঠানের। বিশেষ করে ১৭ নভেম্বর ভক্তদের জন্য রান্না করা তবারক (খিজুরি) পরিবেশন করা হতো ঐতিহাসিক নৌকা থেকে। টাঙ্গাইল সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ভক্তদের দেয়া অনুদানের অর্থ, দানকৃত গরু, ছাগল, খাসী, চাল-ডাল, শাক-সবজী, মরিচ মসলা দিয়েই তৈরী হতো তবারক। সেই স্মৃতি ভুলার নয়।

আমরা টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের প্রায় সকল সদস্য মিলেই সন্তোষে যেতাম ১৭ নভেম্বরের অনুষ্ঠান কভার করতে। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকতো হুজুরের মাজার জিয়ারত, যাদুঘর প্রদর্শন, আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, বাউল আর মারফতি গান। অনুষ্ঠানগুলো দেখে পুরো সন্তোষে উৎসবমুখর পরিবেশ পরিলক্ষিত হলেও সবার মধ্যে হুজুর ভাসানীর শূণ্যতা ছিলো লক্ষনীয়।

সুদূর প্রবাসে আজো দেখতে পাই শশ্রুমন্ডিত সেই 'মুখ'। যাঁর আদর্শের কথা আজো কানে বাঁজে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক প্রাতঃস্মনীয় নাম মওলানা ভাসানী। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রবাদ পুরুষ মওলানা ভাসানী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে উপ-মহাদেশের নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের তাঁর আদর্শকে সঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারলেই আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবো। যেকোন আধিপত্যবাদী শক্তিকে রুখতে মাওলানা ভাসানী প্রদর্শিত পথই আমাদের পাথেয়। তাঁর আদর্শের পথেই অপশক্তির অশুভ ইচ্ছাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবো।

বলতে দ্বিধা নেই শুধু বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, ভারত উপমহাদেশ তথা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানীর মতো রাজনৈতিক নেতার বড় প্রয়োজন। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়া সময়ের দাবী। তাঁর আদর্শ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, কেনো যেনো দেশের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও দল মওলানাকে ইতিহাস থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে! তাঁকে আড়াল করতে চাচ্ছেন নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে। তারপরও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই মওলানা ভাসানী হুজুর বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ। বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্ম আর আদর্শের জন্য। লেখাটির সমাপ্তি টানতে হৃদয়ে বাজছে ১৭ নভেম্বর সন্তোষে উঠা সেই শ্লোগান 'যুগ যুগ জিয়ো তুমি, মওলানা ভাসানী, মওলানা ভাসানী'।

টাইম টেলিভিশন : পাশে ছিলাম, পাশে

(১ম পাতার পর)

ওপর আস্থা রেখেছিলেন। একটি সংবাদমাধ্যমের সবচেয়ে বড় শক্তি তার পাঠক-দর্শক কিংবা শ্রোতা। আমাদের দর্শকদের কথা বলতে পারি, তারাও আমাদের পাশে ছিলেন। ফলে আমরা তাদের জন্য খবরের পরিবেশক যেমন ছিলাম। আমরা কখনো তাদের খবরের বাহকও হতে পেরেছিলাম। বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষগুলোর সেসময়ের আস্থার নাম হয়ে উঠেছিলো টাইম টেলিভিশন। অনেকে জানিয়েছেন তারা অপেক্ষা করে থাকতেন কখন টাইম টেলিভিশন তাদের জানাবে কোথায় কি ঘটেছে। শুধু কি খবর? টাইম টেলিভিশনের আনা তথ্য তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতো। টাইম টেলিভিশনে তুলে ধরা পরামর্শ তাদের নিজেদের জীবন ধারণে, বেঁচে থাকার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতো। কোথায় মিলবে ত্রাণ? কোথায় যোগাযোগ করলে ঘরের সামনে চলে আসবে প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, দ্রব্য-সামগ্রী, নিত্যপণ্য? কোথায় যোগাযোগ করলে মিলবে সঠিক পরামর্শ? লকডাউনের বন্দিদশায় এসব তথ্য নিয়ে টাইম টেলিভিশন তাদের কাছে যেনো অবলম্বন হয়ে ধরা দিয়েছিলো। বিষয় বিশ্লেষকদের কানেক্ট করে দর্শককে জানিয়ে দেওয়া হতো কোথায় মিলবে স্টিমুলাস। কোথায় কিভাবে আবেদন করতে হবে। এসব কিছু ব্যাখ্যা করে তুলে ধরা হতো দর্শকের উদ্দেশ্যে। তাতে টাইম টেলিভিশন টিআরপি যেমন পেয়েছে অনলাইনে পেয়েছে মিলিয়ন ভিউয়ার। এতে দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। একটি সংবাদমাধ্যমের সবচেয়ে বড় জবাবদিহিতা তার দর্শক-পাঠক-শ্রোতার কাছে। আর সেটাই বিবেচনায় রেখে সেই সময়ে টাইম টেলিভিশনের গাড়ি ছুটেছে ব্রঙ্কস থেকে ব্রুকলীন। জামাইকা থেকে ম্যানহাটান। ফলে আমাদের সেবা তখন কমিউনিটির ব্যক্তি পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিলো। কার ঘরে ওষুধ প্রয়োজন? কার খাবার ফুরিয়ে গেছে? কার জন্য চাই বাড়তি সেবা? সেটাও আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। যাতে অন্য কেউ তাদের প্রয়োজনীয় সেবাটুকু পৌঁছে দিতে পারে। মৃতদের দাফন যেমন প্রয়োজন ছিলো, মৃত মানুষটির ঘরেরও তেমনি প্রয়োজন ছিলো প্রকৃত সমমর্মিতা। এ অবস্থায় কমিউনিটির তিন শতাধিক পরিবার যখন তাদের স্বজন হারিয়ে ভগ্নপ্রায় তখন এই সামান্য সহ-য়তাই তাদের ঘুরে দাঁড়াবার সাহস ও শক্তি যুগিয়েছে। কমিউনিটির সেই অসামান্য কাজের মাঝে সামান্য ভূমিকাটুকু হলেও ছিলো টাইম টেলিভিশনের। আমরা তাতেই বোধ করি অসামান্য গৌরব। পথ চলার সেই শুরু থেকে কমিউনিটির পাশে আছি। কমিউনিটির পাশে থাকবো এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

আত্মপ্রত্যয় নামের সূতিকাগারে জন্ম

(১ম পাতার পর)

একটা টেলিভিশন করতে চাই!

কীভাবে? বার্তাকক্ষের কেউ একজনের প্রশ্ন। আবু তাহের বললেন, তা জানি না। তবে করবো। এ ব্যাপারে আমি মনোস্থির করে ফেলেছি।

নিউইয়র্কের বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন তাদের পকেটের দৌড় কতটুকু তা সবার জানা। আর আবু তাহেরকে সকলেই চেনেন। তার বিষয়টি আরও একটু ভিন্ন। এই যে দিনরাত খেটে খবরের কাগজ বের করেন তা স্রেফ সাংবাদিকতার প্রতি তার ভালোবাসার জন্য, প্যাশনের জন্য। অর্থপ্রাপ্তি তার কখনোই ঘটেনি। হলেও তা যৎসামান্যই হবে। তা দিয়ে কি টেলিভিশন চ্যানেল সম্ভব? সুতরাং কথার কথা ভেবে গুরুত্ব না দেওয়াটা অস্বাভাবিক ছিলো না।

তবে একজন আত্মপ্রত্যয়ী আবু তাহেরকে দেখা গেলো পরের দিন সকালে। শান্তস্থির হয়ে বসলেন অফিসের টেবিলে। এরপর একটি কাগজে লিখতে শুরু করলেন কতটুকু অর্থ তার কাছে জমা আছে তার হিসাব। কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত ডলার রয়েছে তার হিসাবটাই প্রথম লিখলেন। কোন ক্রেডিট কার্ডের লিমিট কত? ঘরে কত আছে নগদ অর্থ তারও হিসাব হলো। আর সবশেষে অফিসের টেবিলের এই ড্রয়ার সেই ড্রয়ার থেকে বের করলে আরও কিছু। সব মিলিয়ে ৪০ হাজার ডলারের একটা হিসাব যখন দাঁড়িয়ে গেলো টেবিল থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, আমি করবোই একটি টেলিভিশন চ্যানেল।

সেই বিকেলেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন একটি অফিস দেখার জন্য। যেখানে হবে সি টেলিভিশনের নিজস্ব স্টুডিও সহ সু-বিশাল অফিস। সপ্তাহখানেকের মধ্যে অফিস ঠিক হলো। আর তারও সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আবু তাহের পুরোপুরি লেগে পড়লেন টেলিভিশনের আয়োজনে। প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তির মানুষটি কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা। এ ক্ষেত্রেও তাই। আর প্রধান শক্তি হয়ে পাশে দাঁড়ালেন তার ছোট ভাই, সফল ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার আবুল হাসান। টেলিভিশনের প্রযুক্তিগত দিকগুলো যার নখদর্পনে। বাংলাদেশে আবুল হাসান তখনই সেরাদের সেরা ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশ থেকে উড়ে এসে ভাইয়ের স্বপ্নপূরণের সঙ্গী হলে হাসান। অর্থের জোর নয়, আর প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি, প্রত্যয় ও অনুপ্রেরণার পাশাপাশি প্রযুক্তিজ্ঞানের শক্তিতে সৃষ্টি হলো সি টেলিভিশন। এক অনুড়ম্বর অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সি টিভি'র অফিস উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের একমাত্র নোবেল জয়ী অর্থনীতিবীদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস।

পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সি টেলিভিশন সম্প্রচারের আগে বৃহৎ পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে জনাব আবু তাহের এথনিক কমিউনিটির পরিধি পেরিয়ে মূলধারার সাথে কমিউনিটির সেতু বন্ধনের প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন টাইম টেলিভিশন।

আজ দশ বছর পেরিয়ে কমিউনিটির কাছে টাইম টেলিভিশন নিজেই হয়ে উঠেছে এক অনুপ্রেরণার নাম।

স্বপ্নের পথ ধরে টাইম

(১ম পাতার পরর)

এক সময়ে শুরু হয় টাইম টেলিভিশন। সংগ্রাম ছিলো, ছিলো চড়াই উৎড়াই। কিন্তু সব বাধা মোকাবেলা করেই এক স্বপ্নের পথে এগিয়ে চলছে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন। ধীরে ধীরে সংবাদ বিনোদনের উৎস হয়ে উঠেছে এই দুটি সংবাদমাধ্যম। কিন্তু স্বপ্নের যে পথ সে পথে হাঁটতে দুটো সংবাদমাধ্যমকেও পারি দিতে হবে আরও অনেক অজানা পথ। অজানা এই জন্য যে, প্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে সাথে সংবাদমাধ্যমের ধরন-ধারণ গতি প্রকৃতি পাল্টে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সুবিধা যেমন এসে ধরা দিচ্ছে, বড় বড় ধাক্কাও সামলাতে হচ্ছে। ভার্চুয়াল জগতে ঢুকে পড়ে দুটি সংবাদমাধ্যমকেই তার পথ খুঁজে নিতে হচ্ছে। আমরা সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে যাইনি। এগুচ্ছি ধীর পায়ে। বাংলা পত্রিকা তার অনলাইন সংস্করণে গুরুত্ব দিচ্ছে, বিশ্বের তাবত প্রিন্টিং মিডিয়ার মতোই। টাইম টেলিভিশন তার স্ক্রিনকে আর শার্প করে তুলেছে। নিজস্ব বক্স তৈরি করে দর্শকের কাছে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠেছে। খবরের ভেতরের খবর যেমন দিতে চেষ্টা করছে, তার পাশাপাশি খবরের বিশ্লেষণ তুলে ধরতেও চেষ্টা করছে। আর এসব প্রচেষ্টার মূলেই রেখেছে নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী কমিউনিটি। এই কমিউনিটির জন্যই টাইম টেলিভিশন। কমিউনিটিকে নিয়েই টাইম টেলিভিশন। কমিউনিটির জন্যই বাংলা পত্রিকা, কমিউনিটিকে নিয়েই বাংলা পত্রিকা। এভাবেই আমাদের পথ চলা। আমরা থাকবো কমিউনিটির পাশে সারাক্ষণ সকল সক্ষমতা নিয়ে। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র
বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন-এর
বর্ষপূর্তী উপলক্ষে রইল আন্তরিক

শুভেচ্ছা



রাশেদুল মান্নান চৌধুরী হেশাম
সাবেক সাধারন সম্পাদক
কুলাউডা বাংলাদেশি এসোশিয়নের

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র
বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে প্রতি রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা



রাফেল তালুকদার
সভাপতি সাধারণ



আশরাফ হোসেন
সম্পাদক

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন, ইউএসএ

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে
পদার্পন উপলক্ষে রইল
আন্তরিক শুভেচ্ছা



আব্দুর রহীম হাওলাদার
সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
বাঙলাদেশ সোসাইটি ইনক

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করুন

আমেরিকার মূলধার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেতুবন্ধনে অবিচল

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা



আমিনুল হোসেন
সাবেক সাধারণ সম্পাদক
নিউইয়র্ক সিটি যুবলীগ
সদস্য
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী যুবলীগ

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ও টাইম টেলিভিশন-এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে

আন্তরিক শুভেচ্ছা



আজিমুর রহমান বুরহান

সাবেক সভাপতি, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ,

ট্রাষ্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ও ট্রাষ্টি চেয়ারম্যান, ফুলতলী ইসলামিক সেন্টার

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে ও টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা



বদরুল ইসলাম মিন্টু

কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট

সদস্য

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন, ইউএসএ

আমেরিকার মূলধার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেতুবন্ধনে অবিচল

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



এনামুল ইসলাম খান

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

প্রচার সম্পাদক

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ

জয় বাংলা *জয় বঙ্গবন্ধু*

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন

আমেরিকার মূলধার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেতুবন্ধনে অবিচল

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের

বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



ফরিদ আলম

বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

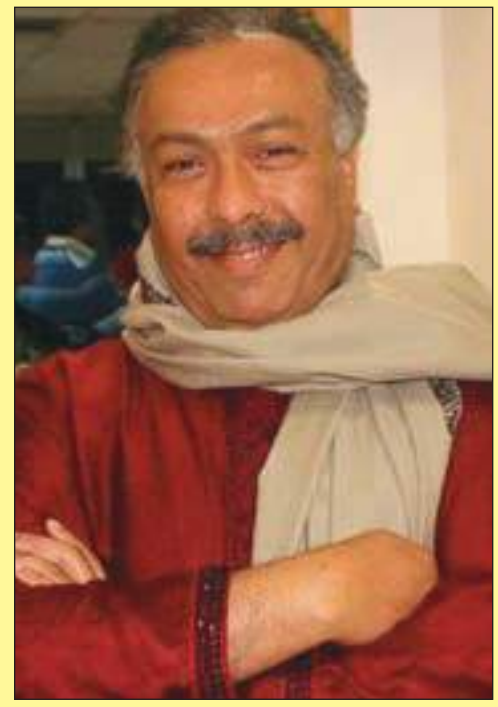
জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন

আমেরিকার মূলধার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সেতুবন্ধনে অবিচল

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



সামসুদ্দীন আজাদ
সহ সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়-শহীদ জিয়া

বিজয়ের এই দিনে স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া তোমায় মনে পড়ে

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে পদার্পণ

ও

টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে

রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



সামসুল ইসলাম মজনু
কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান, জিয়া পরিষদ
আহ্বায়ক, যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ
সাবেক সহ সভাপতি
যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে পদার্পণ

ও

টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা





কিতাবুল মোকাদ্দসের ইঞ্জীল শরিফে খোদাবন্দ ঈসা মোসীহ মনে করিয়ে দিলেন- 'তোমরা অন্য লোকদের নিকট হইতে যে রকম ব্যবহার পাইতে চাও, তোমরাও তাহাদের সংগে সেই রকম ব্যবহার করিও, ইহাই হযরত মূসার শরিয়ত ও নবীদের শিক্ষা ।' মথি ৭:১২

টাইম টেলিভিশনে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দস বাইবেলের শিক্ষা ভিত্তিক অনুষ্ঠান আশার বাণী, প্রচারিত হয় প্রতি রোববার সন্ধ্যায় মহান সৃষ্টিকর্তা এই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি দান করুন এবং সম্পৃক্ত সকলকে সুস্বাস্থে দীর্ঘায়ুদান করুন ।

ভেভীড সরকার

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র
বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে পদার্পণ ও
টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে শুভেচ্ছা

Bumbula Enterprise Inc.

Auction House, Buying & Selling



Investor

Moynu Zaman Chowdhury

Cell: 718-791-3372
BD: 0170 3847216
Email: moynuc@gmail.com

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



শাহেদ দেলওয়ার চৌধুরী
সাবেক সভাপতি কুলাউডা বাংলাদেশি এসোশিয়েশন

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন-এর
বর্ষপূর্তী উপলক্ষে রইল
আন্তরিক শুভেচ্ছা



HARUNUR RASHID TALUKDER
Chairmen Nehara Begum Foundation এবং
সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক কুলাউডা বাংলাদেশি এ সোশিয়েসন।

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
প্রবাসে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতীক
বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



ড. জাহাঙ্গীর কবীর
লীড টিচার
ব্রুকলীন কলিজিয়েট হাইস্কুল
অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর, মনরে কলেজ, নিউইয়র্ক

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র
বাংলা পত্রিকা'র ২৮ বর্ষে পদার্পণ
ও
টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা



Mohammad Ali
President



Amin Mehedi
General Secretary

BANGLADESHI AMERICAN SOCIETY INC.
Community Move on to the Mainstream / চলো যাই মূলধারায়

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক
অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি

প্রবাসে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতীক

বাংলা পত্রিকা

ও

টাইম টেলিভিশনের

বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

Parkchester Bronx Realty

Parkchester Bronx Realty, Inc.
64 Metropolitan Oval, Suite #13, Bronx, NY 10462

Imad Ahmed (Sunny)
NYS Licensed Real Estate Salesperson

929-257-7527 Direct
718-514-9030 Office
718-514-9031 Fax
RealtorImad@Gmail.com





HUNT®
Since 1911

Always There For You®
ERA REAL ESTATE

Md Nazmul Hussain
Licensed Real Estate Salesperson
Cell: 347.968.4231
Office: 716.832.4838
4363 Main Street, Amherst, NY 14226

Email: mdnazmul.hussain@huntrealestate.com
Website: mdnazmulhussain.huntrealestate.com

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি

প্রবাসে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতীক

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



মঈনুর রহমান সুয়েব
কার্যকরি পরিষদ সদস্য
কুলাউডা বাংলাদেশি এসোশিয়েসন

VIVID MORTGAGES IN

Crystal Clear Loans®

বাংলা পত্রিকা'র
২৮ বর্ষে ও
টাইম টেলিভিশন-এর ১০ম
বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে
রইল আন্তরিক
শুভেচ্ছা

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক
লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

VIVIDMORTGAGES

YOUR DREAM HOUSE



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 114

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NM
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY





বাংলা পত্রিকা একটি সাফল্যের নাম

(১ম পাতার পর)

দশকের শেষের দিকে পত্রিকাটি তার জন্মলগ্নেই পেরেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে এর একনিষ্ঠতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও সংবাদ পরিবেশনার প্রতি নিষ্ঠারই কারণে। এই পত্রিকাটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ ২৮তম বছরে উপণীত। আমি আমার সাংবাদিকতা জীবনের শুরুতেই এই পত্রিকাটির নাম শুনেছি। এর কনটেন্ট সম্পর্কে ধারণা রাখি এবং কোনো না কোনো ভাবে দীর্ঘ সময় ধরে এই পত্রিকাটির সঙ্গে নিজের একটি সম্পৃক্ততা সেই গোড়ার দিনগুলো থেকেই রয়েছে। আর সে কারণেই বলতে পারি বাংলা পত্রিকা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম।

২০১২-২০১৩ সাল কর্মযোগে যুক্তরাষ্ট্রে একটু দীর্ঘসময় কাটানোর সময় এই পত্রিকাটির নিউজরুম দেখেছি। কী এক রমরমা পরিবেশ। বাংলাদেশের যে কোনো সংবাদপত্রের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বিশেষ করে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি যেদিন প্রকাশিত হয় তার আগের দুই দিন কিংবা তিন দিন ধরে এর যে প্রস্তুতি পর্ব চলে তা বাংলাদেশের সাপ্তাহিকগুলোর চেয়ে ভিন্নতর। ভিন্ন এই কারণে যে সপ্তাহান্তে শতাধিক পাতার একটি ওজনে যেমন ভারী তেমনি কনটেন্টে খবরে ভারী একটি পত্রিকা বাজারে আসে। আর তা আনতে এক ধরনের ধুন্ধুমার কাজ কর্মযজ্ঞ চলে। কিন্তু এসব কথা বলা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমি বরং একটু কমিউনিটি মিডিয়া নিয়ে কথা বলতে চাই। আর নিউইয়র্কে যেহেতু বাংলা পত্রিকা অন্যতম সেরা একটি কমিউনিটি মিডিয়া এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে পুরাতন পত্রিকাগুলোর একটি সুতরাং তার নাম অবধারিতভাবেই উঠে আসবে এই আলোচনায়।

কমিউনিটি মিডিয়া বা স্থানীয় মিডিয়া যে নামেই আমরা ডাকি না, কেনো সমাজ গঠনে এই মিডিয়ার ভূমিকাটিকেই যে কোনো জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী মিডিয়ার চেয়ে বড় করে দেখা হয়।

মূলতঃ কমিউনিটিকে তথ্যসেবা দিতে পারে কিংবা তাদের সংবাদ-বিনোদনের উৎস হতে পারে, তাদের কথাই বলতে, লিখতে কিংবা দেখাতে পারে এমন মিডিয়াই স্থানীয় মিডিয়া। এই মিডিয়া কমিউনিটিতেই কাজ করে, কমিউনিটিতে থেকেই কাজ করে। আর কমিউনিটির তথা স্থানীয় বিজ্ঞাপনদাতারাই তাদের বিজ্ঞাপন দেয়। আর তাতে যে অর্থ আয় হয় সেটাই এমন মিডিয়ার আয়ের উৎস। কমিউনিটির মানুষ তাদের প্রয়োজনেই এই পত্রিকা হয় কিনে, নয়তো বিনামূল্যে তুলে নিয়ে পড়েন।

এ ধরনের স্থানীয় মিডিয়া কমিউনিটির ছোট-বড় সকল বিষয়েই গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে। অনেক খবরই এই মিডিয়ার পাতায় কিংবা পর্দায় স্থান পায় যা হয়তো জাতীয় সংবাদমাধ্যমে গুরুত্ব পাবে না। বাংলা পত্রিকা এমনই একটি সংবাদমাধ্যম। আর এটাই বাংলা পত্রিকার সবচেয়ে গৌরবের বিষয়।

এই গৌরব কমিউনিটিরও। কারণ একটি সংবাদপত্র কেবল কমিউনিটিকে সেবাই দেয় না, কমিউনিটিকে গড়েও তোলে। আর তার পাশাপাশি একটি যথার্থ সংবাদমাধ্যম কমিউনিটির জন্যও গৌরব বহন করে আনে। ছাব্বিশ বছরের পথচলায় এমন অনেক গৌরব অর্জন করেছে বাংলাপত্রিকা। এই পত্রিকা অফিসে



পা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বিখ্যাত সকল চরিত্রের যাদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন নিউইয়র্কের সেনেটর, কংগ্রেসম্যান গভর্নর, মেয়র। এমন অনেকেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবাস ও প্রবাসীদের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং প্রবাসের এই মিডিয়াকে যে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন তার প্রমাণ মিলবে বাংলা পত্রিকার কার্যালয়ে গেলেই। সেখানে বাঁধাই করে টাঙিয়ে রাখা ছবিতে দেখা যায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দুইজনেরই ছবি রয়েছে তারা বাংলা পত্রিকা পড়ছেন।

তবে ছবিই তোলা বা ভিজিট করা এসবই কেবল নয়, বাংলাপত্রিকা তার এই গৌরবের পথচলার দিনগুলোতে অনেকভাবে অসংখ্যবার পুরস্কৃত হয়েছে, কমেন্ডেশন, সাইটেশন পেয়েছে, পেয়েছে স্থানীয় সাংবাদিকতায় অ্যাওয়ার্ড। নিউইয়র্ক স্টেট, নিউইয়র্ক সিটি পর্যায় থেকে কমিউনিটি গঠনে বাংলাপত্রিকার অবদানের স্বীকৃতি মিলেছে।

এটাই একটি সংবাদমাধ্যমের বড় অর্জন। তবে সবচেয়ে বড় অর্জন, পাঠকপ্রিয়তা। বাংলা পত্রিকা নিউইয়র্কে তথা যুক্তরাষ্ট্রে এই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে তা ধরে রাখতে পেরেছে আড়াই দশকেরও বেশি সময় ধরে। পত্রিকাটি এখন অনলাইনেও পাওয়া যায়। এতে এর পাঠক সংখ্যা অনেক বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষ যেখানেই বাস করেন তারা অনলাইনে বাংলাপত্রিকা পড়েন। এবং সেসব কমিউনিটি থেকে পাঠানো খবর বাংলাপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে কেবল দেশে কেনো অনলাইনের এই সুবিধা নিয়ে সুদুর বাংলাদেশেও এখন বাংলাপত্রিকা পঠিত হয়। পঠিত হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। দেশের কথা প্রবাসীদের যেমন জানার রয়েছে, তেমনি পরবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষগুলো কেমন আছেন, কেমন থাকেন, কেমন জীবনযাপন করেন সেসবও দেশের মানুষ জানতে চায়। আর সে কারণেই বাংলাপত্রিকার মতো নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত স্থানীয় সংবাদপত্রের অনলাইন কনটেন্ট এখন গুরুত্ব পাচ্ছে দেশেও। সংবাদভিত্তিক তথ্যের এই দেওয়া-নেওয়ার চর্চা আরও দৃঢ় হোক। বেঁচে থাক স্থানীয় সংবাদমাধ্যম। দেখতে দেখতে বাংলা পত্রিকা ২৭ বছর পেরিয়ে ২৮বছরে পদার্পণ করল। এ শুভ মুহূর্তে এর সাথে জড়িত সকলকে শুভকামনা জানাই।

একটি সংবাদপত্রের আয়ু নির্ভর করে তার পাঠকসংখ্যার ওপর, আর পাঠকসংখ্যা নির্ভর করে পত্রিকাটির বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। বাংলা পত্রিকা তার সে বিশ্বাসযোগ্যতাটুকু ধরে রাখতে সম্ভব হয়েছে বলেই এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলা পত্রিকা তার সুদীর্ঘদিনের পথচলায় সৎ সাংবাদিকতা ও নির্ভীকতার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে সেই ঐতিহ্য আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমার প্রত্যাশা। এই পথচলা মঙ্গলময় হোক, সম্মান ও গৌরবের সাথে টিকে থাক বাংলাপত্রিকা, এই প্রার্থনা করি। লেখক: বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক



Famous Economist, Nobel Laureate Prof. Muhammad Yunus, After Time Television's Ribbon-Cutting Ceremony on November 19, 2013

বাংলা পত্রিকার সোনালী দিনগুলো

(১ম পাতার পর)

বৈঠক, সাক্ষাৎকারে সারাবছর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা থাকতো পত্রিকা অঙ্গন।

'৯৭ সালে পত্রিকার প্রথম বর্ষপূর্তিতে প্রধান অতিথি হয়ে এলেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ। মনে পড়ে সে সময়ের মজার এক ঘটনা। এস্টোরিয়ার অফিসে বিকেল পাঁচটায় অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। তাহের এসে কানে কানে বললো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী আসছেন না। অন্য প্রোগ্রাম আছে। ওমনটাই তারা জানিয়েছে। চমকে উঠলেও বুঝতে দিলাম না। আব্দুস সামাদ আজাদের সাথে কথা বলে আবু তাহের আমাদের প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করেছেন। না আসলে বেইজ্জত হয়ে যাবো। এর মধ্যে শুনলাম, তিনি নাকি বলেছেন, পত্রিকার সম্পাদকতো আমাকে কিছু বললো না। তাহের জানালো, (সেই মূহূর্তে) তিনি ম্যানহাটান ২৮ স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় সভা করছেন। আমি কাউকে কিছু না বলে গাড়ী নিয়ে ৫৯ ব্রিজ ধরে পৌছলাম সেই রেস্তোরাঁয়। আমাকে প্রবেশ করতে দেখে, পাশে বসা আনোয়ারুল করিম চৌধুরীকে (জাতিসংঘে বাংলাদেশের তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি) বলছেন, ওই দেখুন মাহবুব এসে গেছে। আমি সালাম দিয়ে বললাম, বাংলা পত্রিকা অফিসে অতিথিরা অপেক্ষা করছেন। মুচকি হাসলেন। আনোয়ারুল করিম চৌধুরী আমাকে ইশারায় বললেন, আমি যেন সঙ্গ না ছাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে রেস্তোরাঁ ত্যাগ করে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। ওখানে গাড়ী ছিল দু'টি। তাঁর গাড়ীতে উঠার পর আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বললেন, এবার আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আপনার অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। আমার গাড়ী নিয়ে তাঁর গাড়ীকে ফলো করলাম বাংলা পত্রিকা অফিস পর্যন্ত।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এসেছিলেন নব্বুইয়ের শেষদিকে। নীল সুটে তাঁকে চমৎকার লাগছিল। অনেকক্ষন কাটিয়েছেন আমাদের সাথে। তাঁর দেশে ফেরার কিছুদিন পর ওয়াশিংটন থেকে কর্ণেল মুন্না আমার জন্য একটি পাঞ্জাবি পাঠিয়ে জানান, এটি এরশাদ সাহেব পাঠিয়েছেন।

২০০৪ সালে আমন্ত্রণ পেয়ে আমি ও আবু তাহের ফ্লোরিডা গেলাম আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার গ্রহণে। তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বাসা। কিচেনের টেবিল ঘিরে আমরা বসলাম। অন্যদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা ফজলুর রহমান। পরে নিউইয়র্ক থেকে যোগ দেন মুজাহিদ আনসারী। তিন/চার ঘন্টা কাটালাম আলাপে আলাপে। শেখ হাসিনা কমলার বাকল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে প্লেটে রাখছিলেন। সন্ধ্যায় উঠার সময় বললেন, আমি শুনেছি আপনাদের জন্য নৈশ ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাই আমি রান্না করিনি। একটু পর ফজলুর রহমান সে নৈশভোজে আমাদের নিয়ে গেলেন। শেখ হাসিনা সাক্ষাৎকারে জোর দিয়ে বলেছিলেন, চার দলীয় জোট সরকার তার মেয়াদ পূরণ করতে পারবে না।

ডেপুটি স্পিকার আব্দুল হামিদ (পরে রাষ্ট্রপতি) বাংলা পত্রিকা অফিসে এলে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নিয়াজ মাখদুম তাঁর শ্যালক। এ সুবাদে পরিবেশ হয়ে উঠে রসঘন। তাঁর সফরের ক্ষণটি মনে থাকবে চিরদিন।

ফ্লোরিডার একটি সংগঠন (যার প্রধান আমির আলী চৌধুরী) বাংলাদেশের জন্য বিশেষ অবদান রাখায় একুশে ফেব্রুয়ারী পদকে সম্মানিত করেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান ডক্টর মুহম্মদ ইউনুস, সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মোশাররফ হোসেন ভুইয়া ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদককে। ম্যানহাটানের ম্যারিয়ট হোটেলে আমরা তিনজনই উপস্থিত হয়ে পদক গ্রহণ করি। এই পদক বাংলা পত্রিকার বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার উজ্জ্বল স্বীকৃতি।

বাংলা পত্রিকা অফিসে এলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ। সঙ্গে প্রতিথযশা সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরী। জাফর ভাইকে খুব বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, মন খারাপ? হতাশার সুরে বললেন, কিডনি খারাপ।

-ডাক্তার দেখিয়েছেন?

-হ্যা, ম্যানহাটানে এক ভারতীয় ন্যাফরোলজিস্ট দেখেছেন, তবে আমি সন্তুষ্ট নই।

বললাম, আমার ভগ্নীপতি ডা. সাদুজ্জামান চৌধুরী ওচেস্টচেস্টার হাসপাতালের ইউরোলজীর প্রধান। আপনি চাইলে তাঁর সাথে পরামর্শ করা যায়।

জাফর ভাই বললেন, ভালোই হয়, তুমি চেষ্টা করে দেখো। ফোনে যোগাযোগ করতেই ডা. চৌধুরী তাঁর চাপাকুয়ার বাসায় আমন্ত্রণ জানালেন। সন্ধ্যায় জাফর ভাইকে নিয়ে রওয়ানা হলাম। সঙ্গী আরো দু'জন, গিয়াস কামাল চৌধুরী ও অধ্যাপক শাহ ফজলে রাব্বী।

ডা. চৌধুরী সব শুনলেন। পরদিন হাসপাতালে এপয়েন্টমেন্ট হলো।

এর তিন/চার দিন পর,

বাংলা পত্রিকা অফিসে এলেন জাফর ভাই। প্রসন্ন ফুরফুরে চেহারা। বললেন, মাহবুব, ডা. চৌধুরীর কল্যাণে আমি নবজীবন পেয়েছি। যতটুকু খারাপ ভেবেছিলাম, আসলে তা ছিল না। চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাবো। ডা. চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুনালেন তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও অন্যান্য দল নিয়ে জোট করবেন। পরে চার দলীয় জোট এবং ২০০০ সালের নির্বাচনে এই জোট জয়ী হয়েছিল।

বাংলা পত্রিকা অফিসে সারা বছরই সেলিব্রিটি নেতা লেখক শিল্পীরা আসতেন। তাঁদের আগমণে আমরা অনুপ্রাণিত হতাম। গল্প হতো, আড্ডা হতো, আমরা শিখতাম, পাঠকদের সাথে শেয়ার করতাম।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ও বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বাংলা পত্রিকা অফিসে এসেছিলেন, অবশ্য পৃথকভাবে। তাঁদের মূল্যবান সাক্ষাৎকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, এহসানুল হক মিলন, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) হান্নান শাহ, বরকতউল্লাহ বুলু, ইলিয়াস আলী সহ বহু রাজনীতিবিদ এসেছেন, নাম মনে করতে পারছি না এই মূহূর্তে। ইলিয়াস আলীর সাথে এক মজার ঘটনা ঘটে সে সময়। পরে বলছি।

গাফফার ভাই (আব্দুল গাফফার চৌধুরী) বাংলা পত্রিকা অফিস ছাড়াও আমার বাসার আড্ডাতেও যোগদান করেছেন। নিয়াজ মাখদুম গাফফার ভাইর জন্য বড় কই মাছ রান্না করে অফিসে এনেছেন। তাঁরা দু'জনই বরিশালের। পরবর্তী এক লেখায় এই কই মাছের কথা উল্লেখ করেছেন গাফফার ভাই। বাদশা ভাই (আমিনুল হক বাদশা) নিউইয়র্ক এলে উঠতেন আমাদের আফিসের পাশেই এক ভবনে। গিয়াস কামাল চৌধুরী দীর্ঘ কয়েক মাস একটানা নিউইয়র্কে কাটান। আবু তাহেরের অতিথি ছিলেন। প্রতিদিন প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে বাংলা পত্রিকা অফিসে চলে আসতেন। সারাদিন আমরা হাসিখুশী গল্পগুজবের মধ্যে কাটাতাম। একবার তিনি বললেন, আমি লিখবো। কাগজ-কলম তাঁর সামনে হাজির। সপ্তাহ যায়, আরো সপ্তাহ যায়, লেখা আর শেষ হয় না। আমি একদিন খোঁজ নিয়ে দেখি, লেখা এগিয়েছে মাত্র আট দশ লাইন। তিনি কথা বলতেন খুব গুছিয়ে, সুন্দর করে। ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতে ইচ্ছে করতো। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলেন।

মতিউর রহমান চৌধুরীও ভয়েস অব আমেরিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর বহু চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শফিক রেহমান খুব ফ্যাশন সচেতন। তাঁর হাতে ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরা থাকতো। প্রাসঙ্গিক বিষয় সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড করে নিতেন।

পত্রিকা অফিসে আরো এসেছেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, মুহম্মদ জাহাঙ্গীর, শওকত মাহমুদ, শ্যামল দত্ত, মোসাদ্দেক হোসেন ফালু সহ আরো বহু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সবার নাম এ মূহূর্তে স্মরণে আসছে না।

কবি আল মাহমুদ, আসাদ চৌধুরী ও হেলাল হাফিজকে নিয়ে পর পর কয়েকদিন বাংলা পত্রিকা অফিসে আনন্দঘন সময় আমরা কাটিয়েছি। কবি আল মাহমুদ একজন বিনয়ী অমায়িক লোক। অতিথি সম্পাদক হিসেবে তিনি বাংলা পত্রিকার জন্য এক সম্পাদকীয় লিখে দেন। অসাধারণ সম্পাদকীয়, অসাধারণ লেখা।

আসাদ চৌধুরী ও আমার স্ত্রী পানের বাটা শেয়ার করে নানা ধরণের মসলার গল্প করতেন। আসাদ ভাইর বাচনভঙ্গী ছিল ভারী সুন্দর। পানের মসলার এত বাহারি বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম।

কবি হেলাল হাফিজ শান্ত নরম মানুষ। নিরিবিলি থাকা পছন্দ। তবে তাঁর লেখা শান্ত নয়। 'এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' তাঁকে অনন্য উচ্চতায় পৌছে দিয়েছে। আমার এলমহার্স্টের বাসার গোছানো নিরিবিলি বেইসমেন্ট দেখে বলেছিলেন, মাহবুব ভাই, এখানে থাকার সুযোগ পেলে আমেরিকা থেকে যাবো। আমি বললাম, এখনই চলে আসুন।

না, তাঁর আসা হয়নি।

ডক্টর হুমায়ুন আজাদ। তাঁর প্রতিটি বাক্য অর্থপূর্ণ। বাংলা পত্রিকায় যতক্ষণ ছিলেন, তাঁর কথা শুনেছি মন্ত্রমুগ্ধের মতো। নিউইয়র্ক ও এর প্রবাসী বাসিন্দাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'রূপসীকে ভোগ করে, কিন্তু ভালোবাসে না'। আরো বলেছিলেন, 'আরব ফেরত প্রবাসীরা ধর্মকর্ম কম করে।'

নিউইয়র্ক বইমেলায় গুণীজনরা আসতেন। মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহার সৌজন্যে আমরা তাদের অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সমরেশ মজুমদারকে নিয়ে একদিন আমরা আড্ডা বৈঠকে মেতেছিলাম। তাঁরা বাংলাদেশের পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা স্মরণ করলেন।

সেভেন-ইলিভেনের পর বস্টনে গণতন্ত্র বিষয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন ডক্টর নুরুজ্জামান। সেমিনারে প্যানেল বক্তা ছিলেন তিন জন। ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন (বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী), সাপ্তাহিক হলি ডে'র আমেরিকা প্রতিনিধি মঈনুদ্দীন নাসের ও আমি (বাংলা পত্রিকার সম্পাদক)। সুন্দর গোছানো অনুষ্ঠান। পনেরো মিনিট বক্তৃতা এবং পনেরো মিনিট ফ্লোরের প্রশ্নের উত্তর। দশ/বারো জন পিএইচডিধারী সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। দেড়ঘন্টায় সমাপ্ত হলো। চমৎকার এক সেমিনার। খুব ভালো লাগলো। তবে কি বলেছিলাম আজ আর মনে নেই। এ কে আব্দুল মোমেন বোর্ডে ছক এঁকে দেখিয়েছিলেন যে সামরিক সরকারের চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে দেশের উন্নতি হয় বেশী।

সম্পাদক থাকাকালীন এক বিশ্রী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আমি তখন টেক্সাসে, সম্ভবত ফোবানা সম্মেলনে। নিউইয়র্ক ফিরে শুনি, কমিনিটির সব পত্রিকা আমাদের বর্জন করেছে। পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে তারা আহত হয়েছেন। যেখানে বাংলা পত্রিকা থাকবে, সেখানে তারা থাকবেন না। কমিনিটিতে এক অচলাবস্থা। নিউইয়র্ক সফররত মতিউর রহমান চৌধুরী সবাইকে নিয়ে বসলেন। আমি বললাম, আদালতে সাজা দেয়ার আগে আসামীকে অন্ততঃ একবার জিজ্ঞেস করা হয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়। আমি সম্পাদক, আমার বিরুদ্ধে এত বড় সাজা ঘোষণা করা হলো, অথচ কেউ আমার বক্তব্য শুনার কথা ভাবলেন না। এটা দুঃখজনক। যাহোক, সে বৈঠকেই আমাদের কোলাকুলির মধ্য দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি হলো।

পত্রিকায় আমার তেরো বছরকালীন সময়ে সাংবাদিকতা ও অন্যান্যভাবে যাঁরা একে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, মঈনুদ্দীন নাসের, শামসাদ হুসাম, হাবিবুর রহমান, শেখ সিরাজুল ইসলাম, মেরী জোবাইদা, হুসনে আরা বেগম, তমিজ উদ্দীন লোদী, মালেক ইমতিয়াজ, মুজাহিদ আনসারী, মেজর (অবঃ) নাসির উদ্দিন, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, জাকির আহমদ, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, পেয়ারো জাভেদ, মিসবাহ উদ্দিন, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, ফারজানা ইয়াসমিন লুসি, কুলসুম আক্তার শান্তি, যমুনা পাল, মাসুদুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুল আজিজ, সিরাজ, হারুন, শামীম প্রমুখ।

এ ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলা পত্রিকা'র বর্ণাঢ্য জীবন তুলে ধরা সম্ভব নয়। যে কথাগুলো বলা হলো না তা বলবো আগামী কোন লেখায়। যাদের কথা উল্লেখ করিনি, থাকবে তাদের কথাও। এ লেখার সমাপ্তি টানবো ইলিয়াস আলীর কথা উল্লেখ করে।

বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে বাংলা পত্রিকা অফিসে এসেছেন। তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য পত্রিকার খন্ডকালীন রিপোর্টার পেয়ারো জাভেদকে দায়িত্ব দেয়া হলো। অফিসের এক কর্ণারে সাক্ষাৎকার গ্রহণ চলছে। হঠাৎ ইলিয়াস আলী রেগে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলছেন, এ কি ধরনের সাক্ষাৎকার? এ কি ধরনের প্রশ্ন?

কি হয়েছে, বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করলাম। যা জানলাম তা হচ্ছে, আমাদের রিপোর্টার পেয়ারো জাভেদ ইলিয়াস আলীকে প্রশ্ন করছেন, 'আচ্ছা একজন সন্ত্রাসী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস বন্ধে আপনার পরামর্শ কি?'

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম, পেয়ারো জাভেদ এক সময় ছাত্রলীগের তুখোড় কর্মী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাদ দিয়ে আবু তাহেরকে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণের অনুরোধ করলাম।

লেখক: বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক
অনাবিল সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটির মুখপত্র

বাংলা পত্রিকা'র ২৭ বর্ষপূর্তী

ও

টাইম টেলিভিশন-এর ৯ম বর্ষপূর্তী উপলক্ষে

প্রতি রইল

আন্তরিক শুভেচ্ছা



মইনুল ইসলাম

সাধারণ সম্পাদক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা

ইংরেজী নতুন বছর সবার জন্য বয়ে অঅনুক অনাবিল
সুখ, শন্তি আর সমৃদ্ধি

প্রবাসে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার প্রতীক
বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা



রুকন হাকিম

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক

বাংলা পত্রিকা পরিবারের পক্ষ থেকে

বাংলা পত্রিকা

THE WEEKLY BANGLA PATRIKA

এখানে আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
৭১৮-৪৮২-৬৮২৩

প্রত্যাশা অনেক, পূরণের হার সামান্যই

শেখ হাসিনা সরকারের ১০০ দিন

অস্থিরতা কেটেছে, বিনিয়োগ বেড়েছে, তবে সন্ত্রাস নির্মূল হয়নি



'দ্যা ওয়ার্ড ইজ ভেরী ইন্টারেস্টিং, শেশালী নিউইয়র্ক'

কেমন আছেন প্রবীণ প্রবাসী ইব্রাহিম চৌধুরী



ফারুকের বাসা থেকে বিদেশী মদ উদ্ধার: থানায় মামলা

ডাবের ও ইরানার -এর জার্সিন আবেদনের ওপানি চলছে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউইয়র্কে এসেছেন॥ জেএফকেতে বিপুল সংবর্ধনা

কৃষক দল নেত্রীসহ ৮কোশে খালেদা জিয়া

কৃষকদের সমস্যা সমাধানে সরকারের উদ্যোগ নেই

প্যারোলে নয় মুক্ত মানুষ হিসেবেই এবশাদ বিদেশে যেতে চান

কয়েকজনের রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর

বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কে নতুন প্রাণ এসেছে

সার্বরাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ



তদবির পার্টির ভিড় সামলাতে মন্ত্রীরা হিমশিম খাচ্ছেন

কূটনীতিকরা জয় করলেন

হেলেনের রোমান্সের কারণেই ধরা পড়েছে পৌনে ৪ মন সোনা

CONCORDE TRAVEL INC.
HEAD OFFICE:
KITORIA BRANCH OFFICE:
Credit Cards Accepted

ড্রয়ের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এলো আবাহনী

ঢাকায় মার্কিন কোম্পানি চেয়ারম্যান ডিক চেনী

গ্যাস ক্ষেত্রে ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব